৫ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৮:২১–১৯:১০

মেষশাবকের বিবাহ-সংবাদ

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] শক্তিশালী এক স্বর্গদূত জাঁতার মত বিশাল একটা পাথর তুলে এই বলে তা সমুদ্রে ছুড়ে ফেললেন: 'এভাবেই মহানগরী বাবিলনকে সজোরে আছড়ে ফেলা হবে, তার উদ্দেশ আর পাওয়া যাবে না! তোমার মধ্যে কোন বীণকার, গায়ক, বাঁশিবাদক ও তুরিবাদকের স্বরধ্বনি আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন শিল্পের কোন কারিগরও আর কখনও পাওয়া যাবে না; তোমার মধ্যে কোন জাঁতার শব্দও আর কখনও শোনা যাবে না; তোমার মধ্যে কোন প্রদীপের শিখাও আর কখনও জ্বলবে না; তোমার মধ্যে কোন বর-কনের কণ্ঠও আর কখনও শোনা যাবে না; কারণ তোমার বণিকেরা ছিল পৃথিবীর ক্ষমতাশালীরা; কারণ তোমার জাদুতে সকল জাতি ভ্রান্ত হল। তারই মধ্যে পাওয়া গেল নবীদের ও পবিত্রজনদের রক্ত, তাদের সকলেরও রক্ত, পৃথিবীতে যাদের হত্যা করা হল।'

এই সমস্ত কিছুর পরে আমি যেন স্বর্গে বিরাট এক জনতার উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: তারা বলছিল:

'আল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ, গৌরব ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই;
কেননা সত্যময়, ন্যায্যই তাঁর বিচারসকল।
যে মহাবেশ্যা নিজের বেশ্যাচারে পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করছিল,
তিনি তার বিচার সম্পন্ন করেছেন,
তার হাত থেকে তাঁর নিজের দাসদের রক্তপাতের যোগ্য পরিশোধ নিয়েছেন।'
দ্বিতীয়বারের মত তারা বলে উঠল,
'আল্লেলুইয়া! তার ধোঁয়া ঊর্ধ্বে ওঠে যুগে যুগে চিরকাল!'

তখন সেই চব্বিশজন প্রবীণ ও চার প্রাণী প্রণিপাত করে এই বলে সিংহাসনে সমাসীন ঈশ্বরের সামনে প্রণিপাত করলেন: 'আমেন, আল্লেলুইয়া!'

সিংহাসন থেকে জেগে উঠে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

'আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস,
তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা।'

আর আমি শুনতে পেলাম যেন বিরাট এক জনতার কণ্ঠস্বর, যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রকাণ্ড বজ্রনাদ ঘোষণা করছে:

'আল্লেলুইয়া!
আমাদের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই প্রভু রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন।
এসো, আনন্দ করি, করি উল্লাস, করি তাঁর গৌরবগান।
কারণ মেষশাবকের বিবাহের দিন এসে গেছে,
তাঁর কনে নিজেকে সজ্জিতা করেছে।
তাকে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ক্ষোম-বসন পরিধান করতে দেওয়া হয়েছে।'

আসলে ক্ষোম-বসন হল পবিত্রজনদের সৎকর্ম।

তখন স্বর্গদূত আমাকে বললেন: 'লেখ, সুখী তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত!' তিনি এও বললেন, 'এই সমস্ত কিছু স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকৃত বাণী।' তখন আমি তাঁর আরাধনা করার জন্য তাঁর পায়ে লুটিয়ে

পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার সহদাস, ও তোমার সেই ভাইদের সহদাস, যারা যীশুর সাক্ষ্য বহন করে। ঈশ্বরেরই সম্মুখে প্রণিপাত কর।' যীশুর যে সাক্ষ্য, তা হল নবীয় বাণীর প্রেরণা।

শ্লোক প্রত্যা ১৪:২; ১৯:৬; ১২:১০; ১৯:৫

প্র আমি শুনতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, তা যেন বিপুল জলরাশির ধ্বনি ও প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি: আমাদের ঈশ্বর রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন,

উ তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসাগান কর, তাঁর সকল দাস, তোমরাও, ছোট-বড় তাঁকে ভয় কর যারা;

উ তাঁর খ্রীষ্টের প্রাপ্য অধিকার এসে গেছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৪৮, ১-২**

পাস্কার আল্লেলুইয়া

আমাদের বর্তমান জীবনের অনুশীলন ঈশ্বরের প্রশংসাবাদেই বাস্তবায়িত হওয়া চাই, কেননা আমাদের ভাবী জীবনের নিরন্তর আনন্দোল্লাস হবে ঈশ্বরের প্রশংসা; আর কেউই সেই ভাবী জীবনের উপযুক্ত হবে না যদি-না এখন থেকে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেয়। সেজন্য আমরা এখন ঈশ্বরের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতিও জানাই। আমাদের প্রশংসাবাদে আছে আনন্দ, আমাদের মিনতিতে ক্রন্দন। বস্তুতপক্ষে এমন দানের প্রতিশ্রুত হয়েছি যা এখনও আমাদের আয়ত্তে নেই; তবু যেহেতু যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বিশ্বস্ত, সেজন্য আমরা প্রত্যাশায় আনন্দ বোধ করি; আবার কিন্তু যেহেতু প্রতিশ্রুত বস্তু এখনও বিলম্বিত, সেজন্য সেই আকাঙ্ক্ষায় ক্রন্দন করি। আকাঙ্ক্ষায় অধ্যবসায় থাকা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর যতক্ষণ প্রতিশ্রুত বস্তু না আসে—আর এভাবে ক্রন্দন চলে গেলে কেবল প্রশংসাই থাকে।

যেহেতু কালের এ দু'টো পর্যায় রয়েছে—বর্তমানকাল যা এজীবনের পরীক্ষা ও সমস্যা দ্বারা বেষ্টিত, ও ভাবীকাল যা চিরন্তন সুখ ও আনন্দে আবিষ্ট, সেহেতু আমাদের জন্য দু'টো উপাসনা-কাল নিরূপণ করা হয়েছে: পাস্কার পূর্ববর্তী ও পাস্কার পরবর্তী কাল। পাস্কার পূর্ববর্তী কাল তুলে ধরে সেই সমস্ত দুঃখকষ্ট যা এজীবনে ভোগ করছি; অপরদিকে পাস্কার পরবর্তী কাল, যা আমরা বর্তমানে পালন করছি, তুলে ধরে সেই আনন্দ যা একদিন ভোগ করব। তাই পাস্কার আগে যা উদ্‌যাপন করি, তা এই জীবনে প্রতিফলিতও করি; কিন্তু পাস্কার পরে যা উদ্‌যাপন করি, তা এমন কিছুকে নির্দেশ করে যা এখনও আমরা পাইনি। এই কারণেই আমরা প্রথম কাল প্রার্থনা ও উপবাসে অতিবাহিত করে থাকি, কিন্তু অপরকাল উপবাস ছেড়ে প্রশংসাগানেই উদ্‌যাপন করি। এই তো সেই 'আল্লেলুইয়া' যা আমরা গান করি।

কাল দু'টোই আমাদের মাথা খ্রীষ্টে মূর্ত ও প্রকাশিত। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ আমাদের বর্তমান কষ্টময় জীবনকে তুলে ধরে, যে জীবনে পরিশ্রম, দুঃখক্লেশ ও মৃত্যু অনিবার্য; অপরদিকে প্রভুর পুনরুত্থান ও মহিমা সেই জীবনকে তুলে ধরে, যা একদিন আমাদের ভোগ করার কথা।

সুতরাং এখন, ভ্রাতৃগণ, আমার অনুরোধ, ঈশ্বরের প্রশংসা কর: 'আল্লেলুইয়া' কথাটা ব'লে আমরা তো পরস্পরের কাছে ঠিক তাই বলি! তুমি তো একজনকে বল 'প্রভুর প্রশংসা কর,' আর সেও তোমাকে একই কথা বলে। সকলে একে অপরকে প্রভুর প্রশংসা করতে উৎসাহিত করছে ও অপরকে যা করতে বলে নিজেরাই তা করছে। তবে তোমাদের সমস্ত প্রাণ দিয়েই প্রশংসা কর; অন্য কথায়, যেন কেবলমাত্র জিহ্বা ও কণ্ঠ নয়, বরং তোমাদের বিবেক, তোমাদের জীবন, তোমাদের কাজকর্মই যেন প্রভুর প্রশংসা করে।

যখন সম্মিলিত হই, তখন প্রার্থনাগৃহে আমরা প্রভুর প্রশংসা করি; যখন এক একজন নিজ নিজ কাজে ফিরে যায়, তখন সে একপ্রকারে প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাকে। সে সৎজীবন যাপনে বিরত না থাকুক, তবেই সে সর্বদাই প্রভুর প্রশংসা করে থাকবে। তুমি তখনই প্রভুর প্রশংসায় বিরত থাক যখন ন্যায্যতা ও তাঁর মনঃপূত কাজে বিরত থাক। অপরদিকে তুমি সৎজীবন যাপনে কখনও বিরত না থাকলে, তোমার জিহ্বা নীরব থাকে, কিন্তু তোমার

জীবন চিৎকার করে, আর ঈশ্বরের কান তোমার হৃদয়ের দিকে পেতে থাকে। কেননা যেমন আমাদের কান আমাদের কণ্ঠেরই দিকে, তেমনি ঈশ্বরের কান আমাদের ভাবনারই দিকে পাতা আছে।

শ্লোক যোহন ১৬:২০

℣ তোমাদের দুঃখ
℟ আনন্দে পরিণত হবে। আল্লেলুইয়া।
℣ তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে; তবু তোমাদের দুঃখ
℟ আনন্দে পরিণত হবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৬:১৬-৪০

পল ও সিলাসকে গ্রেপ্তার ও অলৌকিক মুক্তিদান

একদিন আমরা প্রার্থনা-সভায় যাচ্ছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে একটি তরুণী ক্রীতদাসী এগিয়ে এল; তার উপর দৈবজ্ঞ এক আত্মা ভর করে ছিল। সে লোকদের ভাগ্য গণনা করে তার মনিবদের বহু টাকা লাভ করাত। সে পলের ও আমাদের পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বলছিল, 'এঁরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, এঁরা তোমাদের পরিত্রাণের পথ জানাচ্ছেন।' আর সে অনেক দিন ধরে এভাবে করতে থাকল। কিন্তু পল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই আত্মাকে বললেন, 'যীশুখ্রীষ্টের নামে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এর মধ্য থেকে বের হও।' আর সেই ক্ষণেই সে বেরিয়ে গেল। তার মনিবেরা যখন দেখল, তাদের অর্থলাভের আশাও বেরিয়ে গেল, তখন পলকে ও সিলাসকে ধরে শহরের সভাকেন্দ্রে সমাজনেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; এবং বিচারকদের কাছে তাঁদের নিয়ে এসে বলল, 'এরা আমাদের শহরে যথেষ্ট অশান্তি ছড়াচ্ছে; এরা ইহুদী, এবং রোমীয় হয়ে আমাদের যে ধরনের রীতিনীতি গ্রহণ বা পালন করা উচিত নয়, এরা তা-ই প্রচার করছে।' জনতাও তাঁদের বিরুদ্ধে উঠল, এবং বিচারকেরা তাঁদের পোশাক খুলে দিয়ে তাঁদের বেত মারতে আদেশ দিলেন, এবং প্রচুর প্রহারের পর তাঁদের কারাগারে ফেলে দিলেন; কারারক্ষীকে তাঁদের কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিলেন। তেমন আদেশ পেয়ে সে তাঁদের ভিতরের কারাকক্ষে নিয়ে গেল, এবং কাঠের বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে রাখল।

মাঝরাতে পল ও সিলাস প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের স্তুতিগান করছিলেন, এবং বন্দিরা তাঁদের গান কান পেতে শুনছিল। হঠাৎ এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের ভিত কেঁপে উঠল; তখনই সমস্ত দরজা খুলে গেল, ও সকলের শেকল খসে পড়ল। ঘুম থেকে জেগে উঠে, ও কারাগারের সমস্ত দরজা খোলা দেখে কারারক্ষী খড়্গ খুলে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল; সে মনে করছিল, বন্দিরা পালিয়ে গেছে। কিন্তু পল জোর গলায় ডেকে বললেন, 'নিজের ক্ষতি করো না! আমরা সকলে এখানে আছি।' তখন সে আলো আনিয়ে ভিতরে দৌড়ে গেল ও আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে পল ও সিলাসের সামনে লুটিয়ে পড়ল; এবং তাঁদের বাইরে এনে বলল, 'মহাশয়, পরিত্রাণ পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' তাঁরা বললেন, 'তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তবেই পরিত্রাণ পাবে।' পরে তাঁরা তার কাছে ও তার বাড়িতে উপস্থিত সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করলেন। রাতের সেই ক্ষণেই সে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের সমস্ত ক্ষত ধুয়ে দিল, এবং সে নিজে ও তার সকল লোক দেরি না করে দীক্ষাস্নাত হল। তারপর সে তাঁদের দু'জনকে উপরে নিজের বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পেরেছেন বিধায় সে ও বাড়ির সকলে খুবই আনন্দ ভোগ করল।

সকাল হলে বিচারকেরা বেত্রধরদের দ্বারা বলে পাঠালেন, 'ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।' কারারক্ষী পলকে খবর দিল যে, 'বিচারকেরা বলে পাঠিয়েছেন, যেন আপনাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়; তাই আপনারা এখন শান্তিতে বিদায় নিতে পারেন।' কিন্তু পল বললেন, 'আমরা রোমীয় নাগরিক হলেও তাঁরা বিচার না করে সকলের সামনে আমাদের বেত মারিয়েছেন, কারাগারেও নিক্ষেপ করেছেন! আর এখন কি গোপনেই আমাদের বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।' বেত্রধরেরা বিচারকদের কাছে গিয়ে

কথাটা জানাল। তাঁরা যে রোমীয় নাগরিক, একথা শুনে বিচারকেরা ভয়ে অভিভূত হলেন; এবং এসে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইলেন; তারপর তাঁদের বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর ছেড়ে চলে যাবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন। তাঁরা কারাগার থেকে বেরিয়ে লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন; সেখানে ভাইদের সঙ্গে দেখা করে ও তাঁদের আশ্বাস দেওয়ার পর রওনা হলেন।

শ্লোক শিষ্য ১৬:৪,৫; ১৩:৫২

প্র শহরে শহরে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেখানকার ভাইদের কাছে প্রেরিতদূতদের ও যেরুসালেমের প্রবীণদের নির্দেশগুলি জানিয়ে তাদের তা পালন করতে বলতেন।

উ মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

প্র শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল।

উ মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, এবং দিনে দিনে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সীজারিয়ার বিশপ এউসেবিউস-লিখিত 'পাস্কা মহোৎসব' ৭,৯,১০-১২

আমরা সর্বদাই ত্রাণকর্তার দেহরক্তে পরিতৃপ্ত

মোশীর সময়ে পাস্কা-মেষশাবককে বছরে শুধু একবারই বলিদান করা হত, প্রথম মাসের চতুর্দশ দিনে, সন্ধ্যাবেলায়। নবসন্ধির মানুষ আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রভুর দিনেই পাস্কা উদ্‌যাপন করে সর্বদাই ত্রাণকর্তার দেহ খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠি, সর্বদাই মেষশাবকের রক্তের সহভাগী হই; সর্বদাই শুচিতা ও শালীনতায় আত্মার কোমর বেঁধে রাখি, সর্বদাই আমাদের পা সুসমাচারের পথে চলতে প্রস্তুত আছে, সর্বদাই পাচনি হাতে ক'রে যেসে-বংশের মূলকাণ্ড থেকে অঙ্কুরিত সেই দণ্ডে ভর দিয়ে বিশ্রাম পাই; সর্বদাই মানবীয়-মাত্র জীবন থেকে দূরে গিয়ে মরুপ্রান্তরের অনুসন্ধানে মিশর ছেড়ে চলে যাই; সর্বদাই আমাদের যাত্রা ঈশ্বরের দিকে আকর্ষিত হয়; সর্বদাই পাস্কা উদ্‌যাপন করি। কেননা সুসমাচারের বাণী দাবি করে, বছরে শুধু একবার নয়, বরং সর্বদাই, প্রতিদিনই আমরা এসবকিছু করব।

এজন্য প্রতি সপ্তাহে, আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভুর দিনে, আমরা যাঁর জন্য মুক্তি পেয়েছি সেই সত্যকার মেষশাবকের রহস্যগুলি উদ্‌যাপন ক'রে আমাদের পাস্কা পালন করি। এভাবে আমরা ছুরি দিয়ে দেহের পরিচ্ছেদন করি না, বরং সুসমাচারের বাণীর তীক্ষ্ণ ধার দিয়ে আত্মা থেকে যত মন্দ ছেঁটে দিই। উপরন্তু আন্তরিকতা ও সত্যের খামির ছাড়া আমরা অন্য কোন জাগতিক খামির ব্যবহার করি না।

কেননা ঐশঅনুগ্রহ ইহুদী প্রাচীন প্রথা থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছে ও ঈশ্বর অনুসারে গঠিত নবমানুষকে, নববিধান, নবপরিচ্ছেদন, নবপাস্কা ও সেই আধ্যাত্মিক ইহুদী মানুষকেই আমাদের দান করেছে। এইভাবে অনুগ্রহ প্রাচীন কালের অর্থ প্রকাশ ক'রে সেই কালের জোয়াল থেকে আমাদের মুক্ত করেছে।

অপরদিকে খ্রীষ্ট সপ্তাহের পঞ্চম দিনে শিষ্যদের সঙ্গে ভোজে বসে বললেন, *আমি একান্তই বাসনা করেছি, আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কাভোজে বসব।* কেননা আগেকার যে খাদ্য তিনি একসময় ইহুদীদের সঙ্গে খেয়েছিলেন, প্রাচীন হওয়ায় সে খাদ্য এখন আর আকাঙ্ক্ষার যোগ্য নয়; অন্যদিকে তাঁর নবসন্ধির যে নব-রহস্য তিনি শিষ্যদের হাতে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে তা সত্যিই আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল: আসলে তাঁর আগে বহু নবী ও ন্যায়বান ব্যক্তি নবসন্ধির রহস্যগুলি দেখতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সুতরাং স্বয়ং ঐশবাণীই সকলের পরিত্রাণের জন্য একান্ত তৃষিত হয়ে সেই রহস্য দিয়ে যাচ্ছিলেন যা সকল মানুষের একদিন উদ্‌যাপন করার কথা; এমনকি তিনি স্বীকার করছিলেন, তিনি নিজেও সে রহস্য একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বলা বাহুল্য মোশীর পাস্কা সকল জাতির মানুষের জন্য উপযুক্ত ছিল না, কেননা বিধান অনুসারে তা কেবল এক স্থানে, সেই যেরুসালেমেই, উদ্‌যাপিত হওয়ার কথা; একারণে আকাঙ্ক্ষিত হওয়ার যোগ্যও নয়। অপরদিকে ত্রাণকর্তার রহস্য, যা নবসন্ধিতে সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত, একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল।

সুতরাং আমাদেরও খ্রীষ্টের সঙ্গে পাস্কা-ভোজে বসা উচিত: আমাদের উচিত যত দুষ্টতার খামির থেকে হৃদয় শুদ্ধ করা, আন্তরিকতা ও সত্যের খামিরবিহীন রুটিতে নিজেদের পরিতৃপ্ত করা, ইহুদী ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

ও সত্যকার পরিচ্ছেদন অন্তরে গ্রহণ করা, আমাদের জন্য বলীকৃত মেষশাবকের রক্তে হৃদয়ের বাজু সিঞ্চিত করা যাতে যমদূতকে দূরে রাখতে পারি। আর এসব কিছু বছরে শুধু একবার নয়, প্রতিটি সপ্তাহে করা উচিত।

গোটা বছর ধরে আমরা একই রহস্যগুলি উদ্‌যাপন করি—পূর্ববর্তী দিনের তথা শনিবারের উপবাসে আমরা ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ-স্মৃতি পালন করি, যেইভাবে বরকে কেড়ে নেওয়ার ফলে প্রেরিতদূতেরা প্রথম করেছিলেন। প্রতিটি প্রভুর দিনে আমরা তাঁর পরিত্রাণদায়ী পাস্কার পুণ্য দেহ থেকে নতুন জীবন পাই ও আত্মায় তাঁর অমূল্য রক্তের মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করি।

শ্লোক ১ করি ৫:৭,৮

প্র আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। আল্লেলুইয়া।
উ সুতরাং এসো, আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।
প্র পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং
উ আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়ে আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ১৯:১১-২১

ঈশ্বরের বাণীর জয়লাভ

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গলোক উন্মুক্ত ; আর দেখ, সাদা একটা ঘোড়া ; যিনি তার পিঠে আসীন, তিনি বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে অভিহিত ; তিনি ধর্মময়তার সঙ্গে বিচার করেন ও যুদ্ধ করেন। তাঁর চোখ দু'টো অগ্নিশিখা, তাঁর মাথায় অনেক কিরীট, এবং নিজ দেহে তিনি এমন এক নামে চিহ্নিত, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো ; তাঁর নাম : ঈশ্বরের বাণী ! স্বর্গীয় যত সেনাদল শুচিশুভ্র ক্ষোমের কাপড়ে সজ্জিত হয়ে সাদা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুসরণ করে। তাঁর মুখ থেকে তীক্ষ্ণ একটা খড়্গ নির্গত, যেন তা দ্বারা তিনি জাতিগুলিকে আঘাত করেন। তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাদের শাসন করবেন, ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররস মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে : রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু। পরে আমি দেখতে পেলাম, এক স্বর্গদূত সূর্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ; মাঝ-আকাশে যে সকল পাখি উড়ে যাচ্ছে, তিনি উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার ক'রে সেগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এসো, ঈশ্বরের মহাভোজে জড় হও : রাজাদের দেহমাংস, সেনাপতিদের দেহমাংস, মহাবীরদের দেহমাংস, অশ্ব ও অশ্বারোহীদের দেহমাংস, এবং স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস, ছোট ও বড় সকল মানুষেরই দেহমাংস খাও।'

তখন আমি দেখতে পেলাম, ঘোড়ার পিঠে যিনি আসীন, তাঁর বিরুদ্ধে ও তাঁর সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সেনাদল জড় আছে। কিন্তু পশুটা ধরা পড়ল, আর তার সঙ্গে ধরা পড়ল সেই নকল নবী, যে তার সামনে সেই সমস্ত চিহ্নকর্ম সাধন করে সেই সকল মানুষকে ভুলিয়েছিল, যারা পশুর প্রতীক-চিহ্ন ধারণ করেছিল ও তার মূর্তির সামনে প্রণিপাত করেছিল ; পশু ও নকল নবী, দু'জনকেই জিয়ন্তে জ্বলন্ত গন্ধকময় অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল। বাকি সকলকে সেই অশ্বারোহীর মুখ থেকে নির্গত খড়্গ দ্বারা সংহার করা হল ; এবং সকল পাখি তৃপ্তির সঙ্গে তাদের দেহমাংস খেল।

শ্লোক প্রত্যা ১৯:১৩,১৫,১৬

প্র তিনি রক্তে ভেজানো এক আলোয়ানে জড়ানো ; তাঁর নাম : ঈশ্বরের বাণী !
উ তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররসকে মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁর আলোয়ানে ও তাঁর উরুতে এই নাম লেখা আছে : রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।
উ তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের আঙুররসকে মাড়াইকুণ্ডে মাড়াই করবেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **২০:৫৪-৫৫**

আমরা সবাই বাণীর পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি

দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি; প্রভু, তোমার কৃপা অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রেখে সামসঙ্গীতের রচয়িতা তাঁর কাছে যাচনা করেন, তিনি যেন প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেন। যে জানে সে প্রীতির পাত্র হতে পারে, সে ছাড়া কেউই যাচনা করে না লোকে যেন তার উপর দৃষ্টিপাত করে।

তিনি বলেন, 'দেখ', আর ঠিকই বলেন, কেননা বিধানের খাতিরেই তা বলেন, যেহেতু বিধান অনুসারে মানুষ বছরে তিন বার প্রভুর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। ভক্তজন কিন্তু প্রতিদিন নিজেকে নিবেদন করে, প্রতিদিন তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়—আর শূন্যভাবে নয়। যে তাঁর পূর্ণতা থেকে পেয়েছে, সে শূন্য হতে পারে না।

দাউদ যখন বললেন, *আমাদের মুখ আনন্দে পূর্ণ হল,* তখন তিনি শূন্য ছিলেন না, কেননা আনন্দ হল পবিত্র আত্মারই দান। এবং যোহনের বাণী অনুসারে, আমরা সকলে যেমন বাণীর পূর্ণতা থেকে গ্রহণ করেছি, তেমনি পবিত্র আত্মাও জগৎকে আপন পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করেছেন। যখন জাখারিয়া পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রভু যীশুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন, তখন তিনি শূন্য ছিলেন না। যিনি সর্বদা 'প্রাচুর্যেই' বাণীপ্রচার করতেন, সেই পল শূন্য ছিলেন না, এমনকি তিনি এফেসীয়দের কাছ থেকে যখন সেই মঙ্গলময় সৌরভ, সেই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি গ্রহণ করতেন, তিনি তখন পরিপূর্ণই ছিলেন। সেই করিন্থীয়েরাও শূন্য ছিল না, যাদের অন্তরে—প্রেরিতদূত নিজেরই কথা অনুসারে—ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপচে পড়ত।

সুতরাং দাউদ প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করতেন, আর শূন্যভাবে নয়, কেননা তিনি বলতে পারলেন, *মুখ ব্যাদান করে হাঁপাচ্ছি আমি,* এজন্য তিনি বলতেন, *দেখ আমি কতই না ভালবাসি তোমার আদেশগুলি।*

এবার শোন কীভাবে খ্রীষ্টের কাছে তোমার আত্মনিবেদন করা উচিত। বাহ্যিক ও দৃশ্য উপহার দিয়ে নয়, বরং তোমার অন্তর দিয়ে, গোপনেই আত্মনিবেদন কর, *যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা যেন তোমাকে প্রতিদান দেন* ও তোমার অকপট ভক্তির যোগ্য পুরস্কার দেন।

সামসঙ্গীত বলে, *আমি ভালবাসি তোমার আদেশগুলি।* দাউদ বলেন না, আমি তোমার আদেশগুলি পালন করেছি বা মেনে নিয়েছি; কেননা জ্ঞানে যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠেছে ও পরম প্রজ্ঞা অর্জন করেছে, সে সেই আদেশগুলিকে ভালইবাসে; আর পালন করার চেয়ে সেগুলিকে ভালবাসাই শ্রেয়; কেননা পালন করাই হল প্রয়োজনীয়তার, এমনকি ভয়েরই লক্ষণ; পক্ষান্তরে ভালবাসা হল ভক্তিরই চিহ্ন। সে-ই পালন করে যে বাণী প্রচার করে, আর সদিচ্ছার সঙ্গে তা করলে সে পুরস্কার পাবে। তবে যে ভালবাসে, সে আর কতই না মহত্তর পুরস্কারের পাত্র হবে! আমরা যা চাই, তা নাও ভালবাসতে পারি; যা ভালবাসি, তা না চেয়ে পারি না।

তবু সিদ্ধ ভালবাসার পুরস্কার যতই মহান হোক না কেন, যে ভালবাসে সে ঐশদয়ার সহায়তা যাচনা করে, সে যেন প্রভু দ্বারা সঞ্জীবিত হতে পারে। এভাবে সে প্রাপ্য পুরস্কারের উদ্ধত গ্রাহক নয়, বরং ঐশদয়ার বিনয়ী প্রার্থী।

শ্লোক ১ করি ১:৩০-৩১; তীত ২:১৪

প্র খ্রীষ্ট আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি,
উ যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে। আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন;
উ যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে যেন প্রভুতেই গর্ব করে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৭:১-১৮

এথেন্সে পলের আগমন

আম্ফিপলিস ও আপল্লোনিয়ার পথ ধরে তাঁরা থেসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদীদের একটা সমাজগৃহ ছিল। অভ্যাসমত পল তাদের কাছে গেলেন, এবং তিনটে সাব্বাৎ দিন ধরে তাদের সঙ্গে শাস্ত্র ভিত্তিক আলোচনা করলেন; তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, খ্রীষ্টের পক্ষে যন্ত্রণাভোগ করা ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করা অবধারিতই ছিল; তিনি বলছিলেন: 'যে যীশুকে আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রীষ্ট।' তাদের কয়েকজন তাঁর কথা মেনে নিল এবং পল ও সিলাসের সঙ্গে যোগ দিল; তেমনিভাবে ভক্তপ্রাণ গ্রীকদের মধ্যে বহু লোক ও সেখানকার গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে বাজারের কয়েকটা দুষ্ট লোককে সঙ্গে নিয়ে এসে একটা ভিড় জমিয়ে শহরে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিল। যাসোনের বাড়ির সামনে গিয়ে তারা গণসভায় দাঁড় করাবার জন্য তাঁদের খোঁজ করছিল। কিন্তু তাঁদের খুঁজে না পাওয়ায় তারা যাসোন ও কয়েকজন ভাইকে নগর-প্রশাসকদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, ও চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এই যে লোকেরা জগৎসংসার উলট-পালট করে দিচ্ছে, এরা এবার এখানেও এসে উপস্থিত হল! যাসোন এদের নিজের ঘরে উঠিয়েছে। এরা সকলে সীজারের রাজাজ্ঞা অমান্য করে, কেননা বলে: যীশু নামে আর একজন রাজা আছেন।' এই সমস্ত কথা শুনে লোকের ভিড় ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তখন তাঁরা যাসোনের ও বাকি সকলের কাছ থেকে জামিন নিলেন; তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু ভাইয়েরা দেরি না করে পল ও সিলাসকে রাতের বেলায় বেরেয়ায় পাঠিয়ে দিল। সেখানে এসে পৌঁছেই তাঁরা ইহুদীদের সমাজগৃহে গেলেন। থেসালোনিকির ইহুদীদের চেয়ে এরা উদারমনা ছিল, এবং গভীর আগ্রহ দেখিয়ে বাণী গ্রহণ করল; সেই সমস্ত কথা ঠিক তা-ই কিনা, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগল। তাদের অনেকে, এবং গ্রীকদেরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাসী হলেন। কিন্তু থেসালোনিকির ইহুদীরা যখন জানতে পারল যে বেরেয়াতেও পল দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা হচ্ছে, তখন সেখানেও এসে জনগণকে অস্থির ও উত্তেজিত করতে লাগল। তাই ভাইয়েরা দেরি না করে পলকে সমুদ্রের দিকের পথে পাঠিয়ে দিল; তবু সিলাস ও তিমথি সেখানে রইলেন। যারা পলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছিল, তারা তাঁকে এথেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিল, এবং সিলাস ও তিমথি যেন যত শীঘ্রই তাঁর কাছে চলে আসেন, পলের এই নির্দেশ নিয়ে তারা আবার বেরেয়ায় ফিরে গেল।

এথেন্সে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সেই শহরকে প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখে পলের অন্তরে তাঁর আত্মা বিষিয়ে উঠছিল। তিনি সমাজগৃহে ইহুদীদের সঙ্গে ও ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সঙ্গে, এমনকি প্রতিদিন শহরের সভাকেন্দ্রে যাদের দেখা পেতেন, তাদেরও সঙ্গে ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করতে লাগলেন। এমনকি, এপিকুরীয় ও স্তোইকীয় কয়েকজন দার্শনিকও তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। কেউ কেউ বলছিল, 'এই তোতাপাখি কি বকছে?' আবার কেউ কেউ বলছিল, 'মনে হচ্ছে, লোকটা ভিনদেশী কোন না কোন দেবতার প্রচারক।' কেননা তিনি যীশু ও পুনরুত্থান সংক্রান্ত শুভসংবাদ প্রচার করছিলেন।

শ্লোক শিষ্য ৯:১৫-১৬

প্র এ আমার মনোনীত পাত্র

উ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি নিজেই তাকে দেখাব আমার নামের জন্য তাকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হবে

উ জাতিগুলোর ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু আনাস্তাসিওসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪:১-২**

গৌরব পাবার জন্য খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ অবধারিত ছিল

শিক্ষা ও কাজে নিজেকে সত্যকার ঈশ্বর ও বিশ্বপ্রভু বলে দেখানোর পর, যীশু যেরুসালেমের দিকে যেতে যেতে আপন শিষ্যদের বললেন, *আমরা এখন যেরুসালেমে যাচ্ছি; সেখানে মানবপুত্রকে বিজাতীয়দের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, কশাঘাত করবে ও ক্রুশে দেবে।* তিনি বলছিলেন, এসব কিছু নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল; তাঁরা তাঁর মৃত্যুরই কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন, যা যেরুসালেমের বাইরে ঘটবার কথা। সুতরাং পবিত্র শাস্ত্র আগে থেকেই খ্রীষ্টের মৃত্যু, ও মৃত্যুর আগে তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে মৃত্যুর পরে তাঁর দেহের যে কী ঘটবে তারও ভবিষ্যদ্বাণী দেয়; তবু একথাও বলে, ঈশ্বর হওয়ায় তিনি অমর ও যন্ত্রণাবিহীন ছিলেন।

দেহধারণ-সত্য নিরীক্ষণ করে আমরা তা থেকে সেই কারণ অনুমান করি যা অনুসারে আমরা নির্ভুলভাবে ও সঠিকভাবে বলতে পারি যে, যীশু যন্ত্রণাভোগ করলেন এবং একইসঙ্গে তিনি যন্ত্রণাভোগের অতীত ছিলেন। যে কারণে যন্ত্রণার অতীত সেই ঐশবাণী যন্ত্রণাভোগ করলেন, সে কারণ এরূপ: মানুষ অন্যভাবে পরিত্রাণ পেতে পারত না। একথা কেবল তিনিই জানতেন, আর তাঁরাও, যাঁদের কাছে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। কেননা তিনি পিতার সবকিছুই জানেন, যেইভাবে আত্মা সকল রহস্যের গভীরতা ভেদ করেন।

খ্রীষ্ট যন্ত্রণাভোগ করবেন, এ একান্ত প্রয়োজনই ছিল; তা না করে তিনি পারতেন না, যেইভাবে তিনি নিজে তখনই বললেন যখন আপন সহযাত্রীদের নির্বোধ ও বিশ্বাসে ধীর বললেন কেননা তারা বুঝতে পারেনি যে যন্ত্রণাভোগ করেই তাঁকে ঐশগৌরবে প্রবেশ করতে হবে। জগৎসৃষ্টির আগে পিতার সঙ্গে তাঁর যে গৌরব ছিল, তা ফেলে রেখে তিনি তাঁর আপন জাতিকে পরিত্রাণ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবু এ পরিত্রাণকর্ম এমন ঘটনা যা শুধু আমাদের জীবন-প্রণেতার যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা লাভ করার কথা, যেইভাবে পল শিক্ষা দিয়ে বলেন, ঈশ্বর সেই জীবন-প্রণেতাকে *দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করলেন।* একমাত্র পুত্র বলে তাঁর সেই যে গৌরব তিনি আমাদের জন্য ফেলে রেখেছিলেন, তা ক্রুশের মধ্য দিয়েই তাঁর ধারণ-করা-দেহে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। একথা যোহন আপন সুসমাচারে সপ্রমাণ করেন যেখানে ব্যাখ্যা করেন কোন্ জল নদীর মত বিশ্বাসীর অন্তর থেকে উৎসারিত হবে: যীশু *আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের পাবার কথা; কারণ আত্মাকে তখনও দেওয়া হয়নি, যেহেতু যীশু তখনও গৌরবান্বিত হননি,* আর তিনি তাঁর ক্রুশ-মৃত্যুকে গৌরব বলেন। এজন্যই প্রভু মৃত্যুবরণ করার আগে প্রার্থনা নিবেদন করতে করতে পিতার কাছে যাচনা করছিলেন, তিনি যেন সেই গৌরবেই গৌরবান্বিত হন, যে গৌরব পিতার কাছে তাঁরই ছিল জগৎসৃষ্টির আগে।

শ্লোক হিব্রু ২:১০; প্রত্যা ১:৬; লুক ২৪:২৬

প্র যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন।

উ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

প্র এ অবধারিত ছিল যে, আপন গৌরবে প্রবেশ করার আগে খ্রীষ্টকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

উ তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২০:১-১৫

নাগদানবের শেষ যুদ্ধ

আমি, যোহন, দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে এক স্বর্গদূত নেমে আসছেন, তাঁর হাতে অতল গহ্বরের চাবি ও মস্ত বড় একটা শেকল। তিনি আদিম সাপ সেই নাগদানবকে—অর্থাৎ সেই দিয়াবল বা শয়তানকে—ধরে ফেললেন, ও তাকে এক হাজার বছরের মত শেকলে বেঁধে রাখলেন; তাকে অতল গহ্বরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে জায়গাটার মুখ বন্ধ করে সীলমোহরের ছাপ মেরে দিলেন, যেন সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিগুলিকে আর ভোলাতে না পারে; সেই এক হাজার বছর পর তাকে মুক্ত হতে হবে, কিন্তু অল্পকালের মত।

পরে আমি কয়েকটা সিংহাসন দেখতে পেলাম: সেগুলির উপরে যাঁরা বসলেন, তাঁদের বিচার করার ভার দেওয়া হল। আমি তাদেরও প্রাণ দেখতে পেলাম, যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাণীর জন্য যাদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, এবং যারা সেই পশুকে ও তার মূর্তিকে পূজা করেনি, কপালে ও হাতে যারা তার প্রতীক-চিহ্নও ধারণ করেনি। তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছরের মত রাজত্ব করল। সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাকি যত মৃতজন পুনরুজ্জীবিত হল না। এ হল প্রথম পুনরুত্থান। সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের যাজক হবে, ও তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে।

সেই এক হাজার বছর-কাল পূর্ণ হলে শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে, আর সে সেই গোগ ও মাগোগকে, অর্থাৎ পৃথিবীর চারপ্রান্তের যত জাতির মানুষকে ভোলাবার জন্য ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জড় করার জন্য বের হবে: তাদের সংখ্যা সমুদ্রতীরের বালুকণার মত!

তারা রণ-অভিযানে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, ও পবিত্রজনদের শিবির ও সেই প্রিয় নগরী ঘিরে অবরোধ করল; কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাদের গ্রাস করল। এবং তাদের যে ভুলিয়েছিল, সেই দিয়াবলকে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ছুড়ে ফেলা হল, যেখানে ওই পশু ও নকল নবীও রয়েছে; আর যুগে যুগে চিরকাল দিনরাত তাদের নিপীড়ন করা হবে।

পরে আমি বিশাল একটি সাদা সিংহাসন দেখতে পেলাম, তাঁকে দেখতে পেলাম, যিনি তার উপরে সমাসীন; তাঁর সম্মুখ থেকে পৃথিবী ও আকাশ মিলিয়ে গেল, তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না। আমি দেখতে পেলাম, ছোট বড় সকল মৃতজন সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; কয়েকটা পুস্তক খোলা হল; পরে আর একটা পুস্তক খোলা হল, যা জীবন-পুস্তক, এবং সেই পুস্তকগুলিতে লেখা প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের কর্ম অনুসারে মৃতদের বিচার হল।

সমুদ্রে যারা পড়ে ছিল, সমুদ্র তেমন মৃতদের ফিরিয়ে দিল; মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এবং নিজ নিজ কর্ম অনুসারে তাদের প্রত্যেকের বিচার হল। এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল—এই অগ্নিহ্রদ-ই তো দ্বিতীয় মৃত্যু। আর জীবন-পুস্তকে যাদের নাম পাওয়া গেল না, তাদের সেই অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।

শ্লোক ১ করি ১৫:২৫,২৬; প্রত্যা ২০:১৩,১৪

প্র যতদিন না ঈশ্বর সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন খ্রীষ্টকে রাজত্ব করতে হবে।
উ সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যও, নিজেদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের ফিরিয়ে দিল; এরপর মৃত্যু ও মৃত্যু-রাজ্যকে অগ্নিহ্রদে ছুড়ে ফেলা হল।
উ সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিবিধ পুনরুত্থান

আমাদের প্রভুর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদের শেখায় যে, বাধ্যতার ফলে আবির্ভূত হল পুনরুত্থান ও জীবন। এগুলি ছিল খ্রীষ্টের শেখানো বাধ্যতার ফল, যিনি স্বয়ং পুনরুত্থান ও জীবন।

যাই হোক, খ্রীষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন: একটিমাত্র পুনরুত্থান হল একটিমাত্র মৃত্যুর কাছে উত্তর। কিন্তু আমাদের জন্য যারা দ্বিবিধ মরণশীলতারই বোঝা দ্বারা অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়েছি, একটিমাত্র পুনরুত্থান যথেষ্ট হতে পারে না। আমরা এত নিচে পড়েছি বিধায় একটিমাত্র পুনরুত্থান স্বর্গের ধন্য জীবনে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের দু'টো পুনরুত্থান দরকার।

তবুও খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হল আমাদের দু'টো পুনরুত্থানের কারণ ও আদর্শ, সেগুলোর নমুনা ও কার্যকর প্রতীক। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে আমাদের বিশ্বাস ও সাক্রামেন্তগত দীক্ষা গুণেই আমরা পুনঃসৃষ্ট হয়ে উঠি, ধর্মময়তা ফিরে পাই, পবিত্রিত হই ও পুনরুত্থান করি। এ হল আমাদের প্রথম পুনরুত্থান, অর্থাৎ আমাদের আত্মারই পুনরুত্থান: এ পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা এখন পাপের কাছে মৃত ও ধর্মময়তার কাছে জীবিত, আমরা নবজীবনের পথে চলি আমাদের দেহের সেই পুনরুত্থানেরই প্রতীক্ষায়। এতক্ষণে আমরা কমপক্ষে ঐশদত্তকপুত্রত্বেরই কথা পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করেছি, যা ঘটবে দ্বিতীয় পুনরুত্থানের সময়ে যখন খ্রীষ্ট এ দুর্বল দেহকে পুনর্গঠন ক'রে তাঁর নিজের গৌরবমণ্ডিত দেহেরই সাদৃশ্যেই রূপান্তরিত করবেন।

আমাদের প্রথম পুনরুত্থান তখনই শুরু হয় যখন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে শুরু করি, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করায় আমাদের অধ্যবসায়েই এ পুনরুত্থান পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের দ্বিতীয় পুনরুত্থান আমাদের গৌরবলাভ নিয়ে শুরু হয় ও চিরকাল ধরে বলবৎ থাকবে। আমরা যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাধ্যতা পালন করতে থাকি, তাহলে এমন গৌরবে মণ্ডিত হব যার অন্ত নেই।

প্রথম পুনরুত্থানের একটা স্বীয় গৌরব রয়েছে, এমন কিছু যা নিয়ে দেহ আত্মা দু'টোই আনন্দ পেতে পারে। এবিষয়ে প্রেরিতদূত পলের কথা শোনা বাঞ্ছনীয়। ইহলোকের দেহগত গৌরব সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এরূপ: *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি যেন অন্য কিছুতেই গৌরববোধ না করি।* আর আত্মার স্বীয় গৌরব সম্বন্ধে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, *আমাদের গৌরব ঈশ্বরের সন্তানরূপে আমাদের দত্তকপুত্রত্বের আশায় অবস্থিত।*

কিন্তু দ্বিতীয় পুনরুত্থানের স্বীয় গৌরব হবে সেই আত্মার গৌরব, যে আত্মা ঈশ্বরকে তাঁর ঈশ্বরত্বের গৌরবে দেখতে পায়; আবার হবে সেই দেহের গৌরব, যে দেহ অক্ষয়শীল হয়ে উঠেছে; কেননা সেই সময় আমাদের ক্ষয়শীল স্বরূপ অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে ও এ মরণশীল স্বরূপ অমরত্বই পরিধান করবে। ভাবী জীবনে পুণ্যজনেরা দু'টো বস্ত্রে পরিবৃত হবেন: সাদা কাপড় পরে আর সেতার ও বীণা হাতে করে তাঁরা তাঁদের নিজেদের গৌরবে বাদ্যের ঝঙ্কারে গান করতে করতে যুগযুগ ধরে ঈশ্বরের প্রশংসা করবেন। তখন তাঁদের মুখ হবে হাসিতে মুখর, তাঁদের জিহ্বা আনন্দচিৎকারে পূর্ণ, আর এইভাবে তাঁরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে প্রশংসা ও সম্মান জানাবেন, যিনি সকলের উর্ধ্বে ঈশ্বররূপে সমাসীন, যিনি চিরধন্য। আমেন।

শ্লোক রো ৬:৩,৮; প্রত্যা ২০:৬

প্র আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি।
উ খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকব। আল্লেলুইয়া।
প্র সুখী ও পবিত্রই সেই জন, যে এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী! তাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই; তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের যাজক হবে।
উ খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিতও থাকব। আল্লেলুইয়া।

বিকল্প

দ্বিতীয় পাঠ - দিওগ্নেতোসের কাছে পত্র **৫-৬**

জগতে খ্রীষ্টানদের উপস্থিতি

খ্রীষ্টানেরা অন্যান্য লোক থেকে দেশ, ভাষা বা ঐতিহ্যের জন্য পৃথক নয়। বাস্তবিকই তারা নিজস্ব শহরে বাস করে না, বিশেষ ধরনের পরিভাষাও ব্যবহার করে না, এবং অস্বাভাবিক ধরনের জীবনও ধারণ করে না। তাদের ধর্মতত্ত্ব নতুনত্ব-প্রবণ কোনও মানুষের চিন্তা ও গবেষণার ফল নয়, এবং অন্য কয়েকজনের মত তারা মানবীয় কোনও বিশেষ দর্শনবাদের উপর নির্ভরশীল নয়।

অথচ এক একজনের ভাগ্য অনুসারে তারা গ্রীক ও বর্বর শহরগুলিতে বসবাস করলেও এবং পোশাক, খাওয়া-দাওয়া ও আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্য মেনে চললেও তারা এতই চমৎকার সামাজিক জীবন অবলম্বন করে, যা সকলের আদর্শ; এমনকি—সকলের স্বীকৃতিতে—সত্যই অসাধারণ জীবন। নিজ নিজ মাতৃভূমিতে বাস করে তারা, কিন্তু প্রবাসীর মত। নাগরিক হিসাবে তারা সামাজিক জীবনে অংশ নেয়, আবার বিদেশী হিসাবে সবকিছু সহিষ্ণুতার সঙ্গে বহন করে। যে কোন দেশ তাদের কাছে মাতৃভূমি, এবং যে কোন মাতৃভূমি তাদের কাছে বিদেশ। সকলের মত তারাও বিবাহ করে ও সন্তানদের জন্ম দেয়, কিন্তু তাদের শিশুদের অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না; ভোজসভা সকলের জন্য এক, কিন্তু শয্যা আলাদা।

তারা রক্তমাংসের মানুষ বটে, কিন্তু মাংসের বশে জীবনযাপন করে না; এই মর্তলোকে দিন কাটায় বটে, কিন্তু স্বর্গলোকেরই নাগরিক তারা; তারা নির্ধারিত নিয়ম-কানুন পালন করে বটে, কিন্তু নিজেদের জীবনাচরণে তারা সেই সমস্ত নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে। তারা সকলকে ভালবাসে, আর সকলে তাদের নির্যাতনই করে। তারা অপরিচিত, অথচ তাদের দণ্ডিত করা হয়; তাদের নিহত করা হয়, কিন্তু এতে তারা জীবনই পায়। তারা নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করে; তাদের সবকিছুরই অভাব, অথচ সবকিছুতে উপচে পড়ে। তাদের অসম্মান করা হয়, অথচ সেই অসম্মানে তাদের গৌরবই প্রকাশ পায়। তাদের নিন্দা করা হয়, অথচ এতে তাদের ধর্মময়তাই প্রতিপন্ন হয়।

তাদের অপমান করা হয়, আর তারা আশীর্বাদ করে; তাদের অবমাননা করা হয়, আর তারা সকলের কাছে সম্মানই প্রদর্শন করে। সকলের উপকার করলেও তারা দুর্জনের মত দণ্ডিত, কিন্তু দণ্ডিত হয়েও আনন্দই করে, কেমন যেন জীবনই তাদের দেওয়া হয়। ইহুদীরা তাদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের বিরুদ্ধেই যেন সংগ্রাম করে, এবং গ্রীকেরা তাদের নির্যাতন করে; কিন্তু যারা তাদের ঘৃণা করে, তারা নিজেরা তেমন শত্রুতার কারণ বলতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে গিয়ে, মানবদেহে আত্মার যে ভূমিকা, জগতে খ্রীষ্টানদের সেই একই ভূমিকা: আত্মা দেহের অঙ্গগুলির মধ্যে পরিব্যাপ্ত; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতের সমস্ত শহরে বিস্তৃত। কিন্তু, দেহের মধ্যে অবস্থান করলেও আত্মা দেহের নয়; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতে বাস করলেও তবু জগতের নয়। অদৃশ্য আত্মা দৃশ্যমান দেহের মধ্যে কারারুদ্ধ; তেমনি খ্রীষ্টানেরা জগতে দৃশ্যমান, কিন্তু তাদের প্রকৃত উপাসনা অদৃশ্য হয়ে থাকে।

আত্মা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দেহ আত্মাকে ঘৃণা করে ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়লালসা মেটানোর সুখভোগ করায় তাকে বাধা দেয়। তেমনি জগৎ আঘাতগ্রস্ত না হলেও খ্রীষ্টানদের ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়লালসা মেটাতে তারা তাকে বাধা দেয় ব'লে।

দেহ আত্মাকে ঘৃণা করলেও আত্মা দেহকে আর তার অঙ্গগুলিকে ভালবাসে; তেমনি খ্রীষ্টানেরা, তাদের যারা ঘৃণা করে, তাদের ভালবাসে। আত্মা দেহের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সে-ই দেহের নির্ভর; তেমনি খ্রীষ্টানেরাও একটা কারাগারের মত এজগতে আবদ্ধ হয়ে আছে, কিন্তু তারাই জগতের নির্ভর। অমর আত্মা মরণশীল তাঁবুতে বসবাস করে; তেমনি প্রবাসীর মত খ্রীষ্টানেরাও ক্ষয়শীল বস্তুর মধ্যে বসবাস করে, আর সেই অক্ষয়শীলতার প্রতীক্ষা করে, স্বর্গলোকেই যার অবস্থান।

খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কষ্ট দিলে আত্মার উন্নতি হয়; তেমনি খ্রীষ্টানেরা অত্যাচারিত হলেও তবু তাদের

সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঈশ্বর তাদের এমন মহান স্থানেই নিযুক্ত করেছেন, যা পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে আদৌ সমুচিত নয়।

শ্লোক যোহন ৮:১২; সিরা ২৪:২৫ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র আমিই জগতের আলো;
উ যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে। আল্লেলুইয়া।
প্র আমিই ন্যায় পথ ও পূর্ণ সত্য; আমিই জীবনদায়ী আশা ও শক্তি;
উ যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৭:১৯-৩৪

এথেন্সে পলের বাণীপ্রচার

পলকে হাত ধরে তারা আরেওপাগসে নিয়ে গেল, ও সেখানে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন ধর্মতত্ত্ব আপনি প্রচার করছেন, তা কী? কারণ আপনি আমাদের যথেষ্ট অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছেন, তাই আমাদের জানবার ইচ্ছা আছে, এসব কিছুর অর্থ কী।' বাস্তবিকই এমনটি মনে হয় যে, এথেন্সের সকল লোক ও সেখানে যে সকল বিদেশীরা বাস করে, তারা সকলে নতুন কোন বিষয়ে কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতেই সময় ব্যয় করতে পারে না।

তখন পল আরেওপাগসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এথেন্সের মানুষেরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দিক দিয়ে আপনারা বড়ই দেবতাভক্ত; কেননা শহরে ঘুরতে ঘুরতে ও আপনাদের পুণ্যনির্মিতি লক্ষ করতে করতে আমি একটা বেদি দেখতে পেলাম যার উপরে লেখা আছে, "অজ্ঞাত দেবের উদ্দেশে।" সুতরাং আপনারা যাঁকে না জেনে ভক্তি করেন, তাঁরই কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করি। *ঈশ্বর, যিনি নির্মাণ করেছেন জগৎ ও তার মধ্যে যা কিছু আছে,* তিনিই স্বর্গমর্তের প্রভু, ফলে মানুষের হাতে গড়া মন্দিরে তিনি বাস করেন না। আরও, তিনি এমন কোন কিছুর অভাবে ভুগছেন না যে, মানুষের হাতের সেবার উপরেই তাঁকে নির্ভর করতে হবে, কেননা তিনিই সকলকে জীবন ও প্রাণবায়ু ও সমস্ত কিছুই দান করে থাকেন। তিনি একটি মানুষ থেকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ভব ঘটালেন, যেন তারা সারা পৃথিবী জুড়ে বাস করে; আর শুধু তা নয়, তাদের অস্তিত্বকাল ও বসবাসের সীমাও স্থির করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এ: মানুষ ঈশ্বরের অন্বেষণ করবে, যেন তারা, কেমন যেন হাতড়ে হাতড়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে কোনমতে তাঁর সন্ধান পায়; বাস্তবিকই তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নন; কারণ তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত, ঠিক যেমনটি আপনাদের নিজেদের কয়েকজন কবিও বলেছেন,

"আমরা তাঁরই বংশ"।

মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ হাসাহাসি করতে লাগল; অন্য কেউ বলল, 'আচ্ছা, আপনার কাছে এবিষয় আর একদিন শুনব।' এভাবে পল সেই বৈঠক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু তবু কোন কোন মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগ দিল ও বিশ্বাসী হল; এদের মধ্যে ছিলেন নগরপরিষদের সদস্য দিওনিসিওস ও দামারিস নামে একজন মহিলা, এবং এঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন।

শ্লোক শিষ্য ১০:৪০,৪২; ১৭:২৮

প্র ঈশ্বর নাজারেথীয় যীশুকে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত করেছেন,
উ তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত।
উ তিনি আদেশ করলেন, আমরা যেন জনগণের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, তাঁকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। আল্লেলুইয়া।

আমাদের দু'টো পুনরুত্থান দরকার

এসো, আমরা এ গৌরবময় মহোৎসব, সব মহোৎসবের মধ্যে এ মহত্তম মহোৎসব উদ্‌যাপন করি: এদিনে প্রভু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন! এসো, আমরা এ মহোৎসব আনন্দ ও ভক্তির সঙ্গেই উদ্‌যাপন করি। প্রভু পুনরুত্থান করেছেন ও নিজের সঙ্গে সমগ্র জগৎকেও পুনরুত্থিত করে তুলেছেন! তিনি পুনরুত্থান করে মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

পাপ করে আদমের মৃত্যু ঘটল। কোন পাপ না করেই তো খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন। এ ব্যাপার অসাধারণ ও বিস্ময়কর! একজন পাপ করেই মরলেন, অন্য একজন কোন পাপ না করেও মরলেন। এর কারণ কী? এ ঘটল যাতে যে পাপ করে মরেছিল, সে যেন, যিনি নিষ্পাপ হয়ে মরলেন, তাঁরই দ্বারা মৃত্যুর শ্বাসরোধক হাত সরিয়ে দিতে পারে। টাকাপয়সার বেলায় একইভাবেই ঘটে: বড় ঋণী একজন টাকা পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ায় জেলে যায়। এরপর একজন ব্যক্তি যার কোন ঋণ নেই কিন্তু টাকা দিতে সক্ষম, এ ব্যক্তি সেই ঋণী লোকের জন্য টাকা জমা দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেয়। আদমের বেলায় ঠিক তাই ঘটল: ঋণী হওয়ায় আদম শয়তানের হাতে বন্দি ছিলেন, কিন্তু ঋণ শোধ করতে অক্ষম ছিলেন। ঋণমুক্ত হওয়ায় খ্রীষ্ট শয়তানের বন্দি ছিলেন না, কিন্তু মুক্তিমূল্য দিতে সক্ষম ছিলেন। তিনি এসে শয়তানের সেই বন্দির জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যাতে বন্দি আদমকে মুক্ত করে দিতে পারেন।

তুমি কি দেখতে পার খ্রীষ্টের পুনরুত্থান কী না ঘটিয়েছে? আমরা দু'বারই মৃত ছিলাম, সুতরাং এখন আমাদের দু'টো পুনরুত্থানেই আশা রাখা দরকার। খ্রীষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, ফলে একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন। আমি বলতে চাই, আদম দেহ ও আত্মার দিক দিয়েই মরলেন: তিনি পাপ-সংক্রান্ত মৃত্যু আর প্রাকৃতিক মৃত্যু বরণ করলেন। শাস্ত্রে বলে, *যখন তুমি এ গাছের ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবে।* সেদিন তিনি প্রাকৃতিক মৃত্যু নয় পাপমৃত্যুই বরণ করলেন। এ হল আত্মারই মৃত্যু, অপরদিকে প্রাকৃতিক মৃত্যু হল দেহেরই মৃত্যু। তুমি কিন্তু যখন আত্মার মৃত্যুর কথা শোন, তখন যেন মনে না কর, আত্মার অস্তিত্ব গেল, কেননা আত্মা তো অমর। না, আত্মার মৃত্যু হল পাপ ও অনন্ত শাস্তি; এজন্যই খ্রীষ্ট একদিন বললেন, *যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু আত্মাকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি আত্মা ও দেহ দুই-ই নরকে বিনাশ করতে পারেন।*

সুতরাং, যেহেতু আমাদের মৃত্যু দ্বিগুণ, সেহেতু আমাদের দ্বিগুণ পুনরুত্থানেরও প্রয়োজন। কোন পাপ করেননি বলে খ্রীষ্ট একবারই মাত্র মরলেন, আর সেই মৃত্যুও ঘটল আমাদেরই জন্য: সেই মৃত্যু তাঁর ঋণের প্রতিফল ছিল না। পাপের কাছে ঋণী ছিলেন না বলে তিনি মৃত্যুর কাছেও ঋণী ছিলেন না। ফলে তিনি একবারই মাত্র মৃত্যু বরণ করে একবারই মাত্র পুনরুত্থান করলেন; কিন্তু আমরা যারা দু'টো মৃত্যু বরণ করি, আমাদের জন্য দু'টো পুনরুত্থানও রয়েছে। একটা পুনরুত্থান হল পাপ থেকে পুনরুত্থান: এ পুনরুত্থান আমাদের বেলায় ইতিমধ্যে ঘটেছে, কেননা দীক্ষাস্নানে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়ে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছি। প্রথম পুনরুত্থান পাপ থেকেই আমাদের মুক্ত করে দেয়; দ্বিতীয় পুনরুত্থান হল দেহেরই পুনরুত্থান। আমরা যখন পাপের ভারী মৃত্যুকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম ও আমাদের পুরনো জীবনাচরণের পোশাক খুলে ত্যাগ করলাম, তখন আমরা সেই মহত্তর প্রথম পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা করলাম। অতএব এসো, দ্বিতীয় সেই সহজ পুনরুত্থান আমাদের ঘটবে কিনা, এমন সন্দেহ আমরা যেন কখনও না বোধ করি।

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২; রো ৫:১৯

প্র খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।

℟ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২১:১-৮

নব যেরুসালেমে

আমি, যোহন, এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী মিলিয়ে গেছিল; সমুদ্রও আর ছিল না।

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন, তারা হবে তাঁর আপন জনগণ, আর তিনি হবেন তাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। স্বয়ং তিনি তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন; মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।'

আর সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তিনি বললেন, 'দেখ, আমি সমস্ত কিছু নতুন করে তুলছি।' এবং বলে চললেন, 'একথা লেখ যে, এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।' এবং আমাকে বললেন: 'যা ঘটবার ঘটেছে! আমিই আল্ফা ও ওমেগা, আদি ও অন্ত; যে তৃষ্ণার্ত, আমিই তাকে জীবন-জলের উৎস থেকে বিনামূল্যে জল দেব। যে বিজয়ী, সে এই সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হবে; এবং আমি হব তার আপন ঈশ্বর, ও সে হবে আমার আপন পুত্র। কিন্তু যারা ভীরু, অবিশ্বাসী, ঘৃণ্য, নরঘাতক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, মন্ত্রজালিক ও পৌত্তলিক, তাদের ও সব ধরনের মিথ্যাবাদীর স্বত্বাংশ হবে আগুনে ও গন্ধকে জ্বলন্ত সেই হ্রদের মধ্যে—এই তো দ্বিতীয় মৃত্যু।'

শ্লোক প্রত্যা ২১:৩,৪

প্র দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন;
℟ ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন। আল্লেলুইয়া।
প্র মৃত্যু আর থাকবে না, শোকও থাকবে না, বিলাপ বা দুঃখবেদনাও আর থাকবে না, কারণ আগের সবকিছু গত হল।
℟ ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে প্রতিটি অশ্রুজল মুছে দেবেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, ১ম উপদেশ

নবসৃষ্টির প্রথমজাত

জীবনের রাজত্ব এসেছে ও মৃত্যুর আধিপত্যের বিলোপ ঘটেছে। আবির্ভূত হয়েছে অন্যরকম জন্ম, অন্যরকম জীবন, অন্যরকম জীবনধারণ, আমাদের স্বয়ং স্বরূপের পরিবর্তন। এ জন্ম কোন্ জন্ম? এমন জন্ম *যা রক্ত থেকে নয়, মানুষের বাসনা থেকেও নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই গড়া।* তুমি জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে তেমন কিছু হতে পারে? শোন, আমি স্বল্প কথায় তা ব্যাখ্যা করব। এ ভ্রূণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে গর্ভে উদ্ভূত হয়, দীক্ষাস্নানের নবজন্মের মধ্য দিয়ে আলোতে বেরিয়ে আসে, মণ্ডলীই তার জননী, তার ধর্মশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানগুলির দুধ চুষে খায়, স্বর্গীয় রুটিই তার খাদ্য, উত্তম জীবনাচরণই তার বয়সের পরিপক্কতা, প্রজ্ঞার ঘনিষ্ঠতাই তার বিবাহ, আশাই তার স্বাধীনতা, রাজ্যই তার গৃহ, পরমদেশের আনন্দই তার উত্তরাধিকার ও ঐশ্বর্য, মৃত্যু নয়, বরং সেই জীবনই তার পরিণাম, যে ধন্য ও অনন্ত জীবন যোগ্যদের জন্য প্রস্তুত আছে।

এই তো সেই দিন, যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন, এমন দিন যা বিশ্বসৃষ্টির আদিতে প্রতিষ্ঠিত ও কালচক্রে নির্ধারিত দিনগুলি থেকে অনেক ভিন্ন। ভিন্ন এ দিনটিই নবসৃষ্টির সূচনা, কেননা নবীর কথা অনুসারে এদিনেই ঈশ্বর নতুন

আকাশ ও নতুন পৃথিবী গড়েন। কোন্ আকাশ? খ্রীষ্টে বিশ্বাসের গগনতলই সেই আকাশ। আর কোন্ পৃথিবী? প্রভুর উক্তি অনুসারে, যে কোমল হৃদয় ও যে ভূমি নিজের উপর সিঞ্চিত বর্ষা পান ক'রে শতগুণ শস্য উৎপাদন করে, তা হল সেই পৃথিবী।

এ নবসৃষ্টিতে পুণ্যজীবন হল সূর্য, সদ্‌গুণাবলি হল তারকারাজি, স্বচ্ছ আচরণ হল বাতাস, *ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ঐশ্বর্যের গভীরতা* হল সাগর, নির্ভুল ধর্মশিক্ষা ও ঐশনির্দেশ হল ঘাস ও উদ্ভিদ যা খেয়ে পাস্কার জনগণ, অর্থাৎ ঈশ্বরের মেষপাল পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, আজ্ঞাবলির প্রতি বাধ্যতা হল ফলদায়ী গাছপালা।

এদিনে প্রকৃত মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়। *এদিন যা স্বয়ং প্রভুই গড়লেন*, এ সূচনাই কি তোমার জগৎ হওয়া উচিত নয়? কেননা এবিষয়েই তো নবী বলেছেন, এদিনটি অন্যান্য দিনগুলির মত নয়, আর এ রাতও অন্যান্য রাতের মত নয়।

কিন্তু এ অনুগ্রহদানে যা সুন্দরতম, সে কথা এখনও ব্যাখ্যা করিনি: এদিনটি মৃত্যুজনিত দুঃখযন্ত্রণা বিলুপ্ত করেছে, এদিনটি মৃতদের মধ্য থেকে সেই প্রথমজাতকে জন্ম দিয়েছে।

প্রভু বলেছিলেন, *আমি তাঁরই কাছে আরোহণ করছি, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর।* আহা, কী সুন্দর ও মঙ্গলকর সংবাদ! ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হয়েও যিনি আমাদের জন্য মানুষ হলেন, আমাদের তাঁর আপন ভাই করার জন্য তিনি সত্যকার পিতার সামনে মানুষরূপেই এসে দাঁড়ান যেন নিজের মধ্য দিয়ে তাঁর সকল আত্মীয়কেও টেনে নিয়ে যেতে পারেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:২১-২২; ২ পি ৩:১৩

প্র যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান;
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় রয়েছি;
উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৮:১-২৮

করিন্থে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

পল এথেন্স ছেড়ে করিন্থে গেলেন। সেখানে আকুইলা নামে একজন ইহুদীর দেখা পেলেন: ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিসিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন, কারণ ক্লাউদিউসের রাজাজ্ঞা অনুসারে সমস্ত ইহুদীকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হল। পল তাঁদের কাছে গেলেন; একই পেশার মানুষ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাড়িতে উঠলেন ও তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। [কেননা তাঁদের পেশা ছিল তাঁবু-নির্মাণ]। প্রতিটি সাব্বাৎ দিনে তিনি সমাজগৃহে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, এবং ইহুদীদের ও গ্রীকদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

সিলাস ও তিমথি মাকিদনিয়া থেকে আসবার পর পল বাণীপ্রচারেই সমস্ত সময় দিতে লাগলেন, ইহুদীদের প্রমাণ দিচ্ছিলেন যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু তারা প্রতিরোধ করছিল ও অপমানজনক কথা বলছিল বিধায় তিনি চাদর ঝেড়ে ফেলে তাদের বললেন, 'তোমাদের রক্ত তোমাদেরই মাথায় পড়ুক, এতে আমি নির্দোষ! এখন থেকে আমি বিজাতীয়দের কাছে চললাম।' আর সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তিতিউস ইউস্তুস নামে একজন ঈশ্বরভক্তের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন; তার বাড়ি ছিল সমাজগৃহের পাশাপাশি। সমাজগৃহের অধ্যক্ষ ক্রিস্পস তাঁর বাড়ির সকলের সঙ্গে প্রভুতে বিশ্বাসী হলেন; এবং করিন্থীয়দের অনেকে পলকে শুনে বিশ্বাসী হয়ে দীক্ষাস্নাত হল।

একদিন, রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, 'ভয় করো না, বরং কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি নিজেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; কেউই তোমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে না, কারণ এই শহরে আমার লোক অনেকেই আছে।' তাই তিনি আঠারো মাস ওখানে থেকে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শিখিয়ে

দিলেন।

গাল্লিও যে সময় আখাইয়ার প্রদেশপাল, সেসময় ইহুদীরা একজোট হয়ে পলকে আক্রমণ করল, ও তাঁকে প্রদেশপালের দরবারে নিয়ে গেল। তারা বলল, 'এই লোকটা জনগণকে ঈশ্বরের এমনভাবে উপাসনা করতে প্ররোচিত করে যা বিধান বিরুদ্ধ।' পল তখনও মুখ খোলেননি, সেসময়ে গাল্লিও ইহুদীদের বললেন, 'ইহুদী সকল! ব্যাপারটা যদি কোন অন্যায় বা জঘন্য কাজ সংক্রান্ত হত, তবে তোমাদের অভিযোগ শোনা আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হত; কিন্তু সমস্যা যদি কোন কথা বা নাম বা তোমাদের নিজেদের বিধান সংক্রান্ত হয়, তবে তোমরা নিজেরাই সেইসব বুঝে নাও। আমি সেই সব ব্যাপারের বিচারক হতে রাজি নই।' আর তিনি দরবার থেকে তাদের বের করে দিলেন। তাই সকলে সমাজগৃহের অধ্যক্ষ সোস্থেনেসকে ধরে দরবারের সামনে মারতে লাগল; কিন্তু গাল্লিও সেই সব ব্যাপারে কিছুই মনোযোগ দিতে সম্মত হলেন না।

পল আরও কয়েক দিন সেখানে থাকার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে প্রিসিল্লা ও আকুইলাও গেলেন; তাঁর একটা মানত ছিল বিধায় তিনি কেংক্রেয়া বন্দরে মাথা মুড়িয়ে নিলেন। পরে তাঁরা এফেসসে এসে পৌঁছলে তিনি সেই দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; আগে কিন্তু একাকী সমাজগৃহে গিয়ে ইহুদীদের সঙ্গে ধর্ম-সংক্রান্ত আলোচনা করলেন। তারা তাঁকে তাদের মধ্যে আর কিছু দিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। তথাপি তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আর এক সময় তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' পরে তিনি জলপথে এফেসস ছেড়ে চলে গেলেন। সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলে তিনি মণ্ডলীকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাতে গেলেন; পরে আন্তিওখিয়ায় গেলেন।

সেখানে কিছুদিন কাটাবার পর তিনি আবার যাত্রা করলেন; এবং পর পর গালাতিয়া অঞ্চল ও ফ্রিজিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিষ্যদের সুস্থির করছিলেন।

সেসময়ে আপল্লোস নামে একজন ইহুদী এফেসসে এসে উপস্থিত হলেন, যিনি জন্মসূত্রে আলেকজান্দ্রিয়ার মানুষ। তিনি ছিলেন সুবক্তা, এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি প্রভুর পথ সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন, এবং ভক্তপ্রাণ হওয়ায় যীশু সম্বন্ধে সূক্ষ্মরূপেই কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কেবল যোহনের দীক্ষাস্নানের কথা জানতেন। ইতিমধ্যে তিনি সৎসাহসের সঙ্গে সমাজগৃহে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। যখন প্রিসিল্লা ও আকুইলা তাঁর উপদেশ শুনলেন, তখন তাঁকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং ঈশ্বরের পথের কথা আরও গভীরতরভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। যেহেতু তিনি আখাইয়ায় যেতে অভিপ্রেত ছিলেন, সেজন্য ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন, এবং শিষ্যদের কাছে পত্র লিখলেন, তারা যেন তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে। আর তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, যারা অনুগ্রহ-গুণে বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের যথেষ্ট উপকার করলেন, কারণ যীশুই যে সেই খ্রীষ্ট, একথা শাস্ত্রবাণীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ ক'রে অধিকারের সঙ্গে সকলের সামনে ইহুদীদের একেবারে নিরুত্তর করতেন।

শ্লোক শিষ্য ১৮:৯-১০; যাত্রা ৪:১২

প্র রাতের বেলায় প্রভু দর্শনযোগে পলকে বললেন, ভয় করো না।
উ তুমি কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আল্লেলুইয়া।
প্র আমি তোমার মুখের সঙ্গে সঙ্গে থাকব ও কী বলতে হবে তোমাকে শেখাব।
উ তুমি কথা বলতে থাক, নীরব থেকো না; কারণ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' **৪র্থ পুস্তক**

যখন খ্রীষ্টে বাস করি, তখন আর কিসের আকাঙ্ক্ষা?

হস্তার্পণ-সাক্রামেন্তের পর আমরা এখন পবিত্র ভোজের কথা তুলে ধরি: যে জীবনের কথা আমরা ব্যাখ্যা করে আসছি, যে জীবন লাভ ক'রে আমাদের পরিলক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত আনন্দের আর কোন অভাব থাকবে না, পবিত্র

ভোজই তো তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা তেমন জীবনে মৃত্যু ও সমাধি নেই, সাধারণ জীবনের উচ্চতর পর্যায়ও নেই, সেই জীবনে বরং তিনি আছেন যিনি পুনরুত্থিত হলেন। সেখানে আমরা যে আমাদের সাধ্য অনুসারে আত্মার দানগুলি গ্রহণ করি, তা শুধু নয়, স্বয়ং দাতাকেই গ্রহণ করি, গ্রহণ করি সেই স্বয়ং মন্দির যেখানে অনুগ্রহের যত ঐশ্বর্য গচ্ছিত রয়েছে। অবশ্যই তিনি প্রতিটি সাক্রামেন্তে বিদ্যমান, ও তাঁর মধ্যে আমরা একপ্রকারে তৈলাভিষিক্ত ও স্নাত হই; বা আরও সূক্ষ্ম ভাষায়, তিনি নিজেই আমাদের তৈলাভিষেক ও প্রক্ষালন, আর সেইসঙ্গে আমাদের খাদ্য।

তথাপি তিনি তাদেরই অন্তরে বিদ্যমান যারা দীক্ষাস্নাত হয়; তাদেরই কাছে আপন দানগুলি দান করেন; ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দানগুলি দান করেও তবু তিনি সকলকে স্নাত ক'রে রিপুর কাদা মুছে দেন ও সকলের অন্তরে আপন সাদৃশ্য মুদ্রাঙ্কিত করেন; তাদের তৈলাভিষিক্ত করে তিনি আত্মার সেই কাজগুলিতে তাদের সক্রিয় ও সৎসাহসী করে তোলেন, যে কাজগুলিকে তিনি মানবদেহ ধারণ করে নিজেরই মধ্যে গচ্ছিত করে রেখেছিলেন।

কিন্তু দীক্ষিতকে ভোজে চালিত করার পর, অর্থাৎ তাকে আপন দেহদান খেতে চালিত করার পর তিনি তাকে নিজেতে রূপান্তরিত করে তার সম্পূর্ণই পরিবর্তন ঘটান। এজন্য এ হল সমস্ত সাক্রামেন্তের মধ্যে প্রধান সাক্রামেন্ত, কেননা তার অতীতে আর যাওয়া যায় না, তিনিও আর বেশি দিতে পারতেন না।

দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি দেখায় দীক্ষাস্নান সাক্রামেন্তের প্রতি সে কতই না ঋণী; তবু তা তো পূর্ণতা নয়, কেননা সে এখনও পবিত্র আত্মার সেই দানগুলি পায়নি যেগুলিকে পবিত্র তৈলাভিষেকে দান করা হয়।

ফিলিপ যাদের দীক্ষাস্নাত করেছিলেন, তাদের উপর পবিত্র আত্মা এ বিশেষ উপকার নিয়ে তখন নেমে আসেননি। পিতর ও যোহনের হাতেরই প্রয়োজন ছিল: *পবিত্র আত্মা তাদের কারও উপরে তখনও আসেননি; বাস্তবিকই তারা কেবল প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছিল। তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল।*

অথচ যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল, যারা ভবিষ্যদ্বাণী দিত, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত ও অন্য গুণাবলির জন্য বিখ্যাত ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত ও আধ্যাত্মিক মানুষের পর্যায় থেকে তখনও বেশ দূরে ছিল, কেননা হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিবাদ বা এ ধরনের কতগুলি রিপু দ্বারা আলোড়িত ছিল। ঠিক এবিষয়েই পল তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন, *তোমরা এখনও সাংসারিক, তোমরা তো সাধারণ সাংসারিক পর্যায়েই জীবনধারণ করছ;* অথচ অনুগ্রহের একদিক থেকে তারা আত্মিক বটে, তবু তাদের অন্তর থেকে সমস্ত দুষ্টতা উচ্ছেদ করতে তা যথেষ্ট ছিল না। খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্তে তেমন কিছু ঘটতে পারে না। যাদের অন্তরে জীবন-রুটি এমন কাজ সাধন করেছে যা গুণে মৃত্যুকে এড়ানো হয়, ভোজে অংশ নিয়ে তারা যদি নিজেদের কোন অপরাধের দায়ী না করে থাকে বা পরবর্তীতেও যদি তেমন অপরাধে পতিত না হয়ে থাকে, তাহলে কেউই সেইভাবে তাদের অভিযুক্ত করতে পারবে না। অবশ্য এ রহস্য সবদিক দিয়ে কার্যকারী হতে পারে না: আমি বলতে চাই, দীক্ষিতদের সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত করতে পারে না।

কেন? কেননা রহস্যটি তখনই এভাবে কার্যকর হয়, যখন যারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নেয়, তাদের মধ্যে উপযুক্ত কোন শর্তের অভাব থাকে না। ভোজের প্রতিশ্রুতি আমাদের খ্রীষ্টে ও খ্রীষ্টকে আমাদের অন্তরে অবস্থান করিয়েছে। তিনি তো বলেন, *সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি।* যখন খ্রীষ্ট আমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তখন আমরা আর কীসের অনুসন্ধান করব? যখন আমরা খ্রীষ্টে বসবাস করি, তখন আর কীসের আকাঙ্ক্ষা করব? তিনি আমাদের অন্তরের বাসিন্দা আর একইসঙ্গে তিনি আমাদের আবাস। আহা, তেমন আবাসের জন্য আমরা কতই না ধন্য, এমনকি দ্বিগুণ ধন্যই আমরা, কেননা তেমন আবাসের বাসিন্দা হয়ে উঠেছি। বস্তুতপক্ষে আত্মা, দেহ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক হয়ে ওঠে, কেননা আমাদের আত্মা খ্রীষ্টের আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়, আমাদের দেহও তাঁর দেহের সঙ্গে ও আমাদের রক্তও তাঁর রক্তের সঙ্গে। এর ফল কী? যা ঊর্ধ্বস্থিত তা নিম্নস্থিতের উপর জয়ী হয় ও যা মানবীয় তা ঐশ্বরিক দ্বারা পরাজিত হয়, কেননা যেভাবে পল পুনরুত্থান বিষয়ে লিখেছেন, সেই অনুসারে *যা মরণশীল তা যেন জীবন দ্বারা কবলিত হয়।*

আর যাই কিছু বলা যেতে পারে না কেন, একথা যথেষ্ট হোক: *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন।*

শ্লোক যোহন ১৫:৫; গা ২:২০

প্র যীশু আপন শিষ্যদের বললেন, যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

উ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।

উ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২১:৯-২৭

মেশষাবকের কনে সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমের দর্শন

[আমার দর্শনে আমি, যোহন, দেখতে পেলাম:] যে সপ্ত স্বর্গদূতের কাছে সাতটা শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সেই সাতটা বাটি ছিল, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাছে এসো, আমি তোমাকে সেই কনেকে দেখাব যে মেষশাবকের নববধূ।' সেই স্বর্গদূত আমাকে আত্মায় নিয়ে গেলেন উচ্চ একটা মহাপর্বতের উপর, এবং আমাকে দেখালেন, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই ঈশ্বরের গৌরবে মণ্ডিতা হয়ে নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী যেরুসালেম। তার প্রভা যেন বহুমূল্য কোন রত্নেরই মত, যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ কোন সূর্যকান্ত মণিরই মত! নগরীটি বিশাল ও উচ্চ একটা প্রাচীরে ঘেরা; প্রাচীরে রয়েছে বারোটা তোরণদ্বার; দ্বারগুলোর উপরে বারোজন স্বর্গদূত থাকেন, এবং সেগুলোর উপরে কয়েকটা নাম লেখা আছে—ইস্রায়েল সন্তানদের বারোটা গোষ্ঠীর নাম। পুব দিকে তিন দ্বার, উত্তর দিকে তিন দ্বার, দক্ষিণ দিকে তিন দ্বার, ও পশ্চিম দিকে তিন দ্বার। নগরীর প্রাচীরটা বারোটা ভিত্তিপ্রস্তরের উপরে বসানো, সেগুলির উপরে রয়েছে মেষশাবকের সেই বারোজন প্রেরিতদূতের বারোটা নাম।

আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে নগরটি ও তার দ্বারগুলি ও তার প্রাচীর মাপার জন্য সোনার একটা নল ছিল। নগরটি চতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে সমান। সেই স্বর্গদূত সেই নল দিয়ে নগরটিকে মেপে দেখলেন: বারো হাজার তীর—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উচ্চতা, সবই সমান। তার প্রাচীরও তিনি মেপে দেখলেন: মানবীয়, অর্থাৎ স্বর্গদূতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী একশ' চুয়াল্লিশ হাত উচ্চ। প্রাচীরের গাঁথনি সূর্যকান্ত পাথরের, এবং নগরী নির্মল কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনার। নগরীর প্রাচীরের সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তর সবরকম মণিমাণিক্যে অলঙ্কৃত: প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর সূর্যকান্তমণির, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা মরকতমণির, পঞ্চমটা বৈদূর্যমণির, ষষ্ঠটা রুধিরাখ্যমণির, সপ্তমটা হেমকান্তিমণির, অষ্টমটা ফিরোজা মণির, নবমটা পোখরাজমণির, দশমটা হেমহরিৎ মণির, একাদশটা গোমেদ মণির আর দ্বাদশটা রাজাবর্তমণির। বারোটা তোরণদ্বার ছিল বারোটা মুক্তা: এক একটা তোরণদ্বার এক একটা গোটা মুক্তা দিয়ে তৈরী; এবং নগরীর সদর রাস্তা স্বচ্ছ কাঁচের মত দেখতে নিখাদ সোনা দিয়ে তৈরী। সেই নগরীতে আমি কোন মন্দির দেখতে পেলাম না; কেননা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রভু ও সেই মেষশাবক, তাঁরাই তার মন্দির। তার মধ্যে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের দরকার হয় না, কেননা স্বয়ং ঈশ্বরের গৌরব নগরীকে উদ্ভাসিত করে রাখে এবং স্বয়ং মেষশাবকই তার প্রদীপ। নগরীর সেই আলোতে সর্বজাতি চলতে থাকবে, এবং পৃথিবীর রাজারা নিজেদের ঐশ্বর্য নিয়ে আসবেন। নগরদ্বারগুলি দিনের বেলায় কখনও বন্ধ হবে না, কেননা সেখানে রাত আর কখনও নামবে না। আর জাতিসকলের ঐশ্বর্য ও ধন তার মধ্যে আনা হবে। অশুচি কোন কিছু, কিংবা যারা ঘৃণ্য কাজ করে বা মিথ্যা-প্রতারণা করে, তারা তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। তারাই শুধু পারবে, যারা মেষশাবকের

জীবন-পুস্তকে তালিকাভুক্ত।

শ্লোক প্রত্যা ২১:২১; তোবিত ১৩:১৮,১৩ দ্রঃ

প্র যেরুসালেম, তোমার সদর রাস্তা হবে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী; তোমার মধ্যে ধ্বনিত হবে আনন্দগান;
উ তোমার বাড়িতে বাড়িতে সবাই গান করবে: আল্লেলুইয়া।
প্র তুমি উজ্জ্বল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; আর পৃথিবীর সকল দেশ এসে তোমার কাছে প্রণিপাত করবে।
উ তোমার বাড়িতে বাড়িতে সবাই গান করবে: আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **১২৪শ বিভাগ ৫,৭**

দু'টো জীবন

মণ্ডলী দু'টো জীবনের কথা জানে যেগুলো তার কাছে ঐশ্বরিকভাবে প্রচারিত ও অর্পিত হয়েছে: একটা বিশ্বাসে, অপরটা ঐশদর্শনে; একটা একালের তীর্থযাত্রায়, অপরটা অনন্তকালের আবাসে; একটা পরিশ্রমে, অপরটা বিশ্রামে; একটা যাত্রাপথে, অপরটা মাতৃভূমিতে; একটা কাজকর্মে, অপরটা দিব্যদর্শনে যাপিত।

প্রথমটা প্রেরিতদূত পিতরের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়টা যোহনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমটা সম্পূর্ণরূপে ইহলোকে এজগতের সমাপ্তি পর্যন্ত যাপিত হয়ে পরলোকে সমাপ্ত হবে; দ্বিতীয়টা এজগতের সমাপ্তির পরে পূর্ণতা লাভ করবে, কিন্তু ভাবীকালে তার সমাপ্তি নেই। এজন্য যীশু পিতরকে বলেন, *আমার অনুসরণ কর;* কিন্তু যোহন সম্বন্ধে বলেন, *আমি যদি চাই, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক, তাতে তোমার কী? তুমি আমার অনুসরণ কর।*

এ সাময়িক অমঙ্গল সহ্য করে আমাকে অনুকরণ করেই তুমি আমার অনুসরণ কর; সে ততক্ষণ থাকুক যতক্ষণ আমি শাশ্বত মঙ্গলদান দিতে না আসি। একথা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে বলা যেতে পারে: আমার যন্ত্রণাভোগের আদর্শে পূর্ণসম্পাদিত কর্ম আমার অনুসরণ করুক; কিন্তু শুরু-করা-দর্শন অপেক্ষা করুক যতক্ষণ আমি তা পূর্ণ করতে না আসি। ভক্তিপূর্ণ ধৈর্য মৃত্যু পর্যন্তই খ্রীষ্টের অনুসরণ করে; অপরদিকে খ্রীষ্টজ্ঞানের পক্ষে পূর্ণতা লাভের জন্য ততক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার যতক্ষণ তিনি তা প্রকাশ করতে না আসেন। উপরন্তু এখানে, এ মৃতের দেশে ইহলোকের অমঙ্গল সহ্য করা হচ্ছে; সেখানে, সেই জীবিতের দেশে প্রভুর যত মঙ্গলদান দেখা যেতে পারবে।

আমি যদি চাই, আমি না আসা পর্যন্ত সে থাকুক…। আমরা যেন না মনে করি, একথা বলে যীশু যেন বলতে চাচ্ছিলেন, সে এমনিই থাকুক, বা বসে থাকুক, বরং সে অপেক্ষাই করুক, কেননা যা যোহনের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত, তা এখন নয়, খ্রীষ্টের পুনরাগমনেই পূর্ণতা লাভ করবে। অপরদিকে যাঁকে বলা হয়, *তুমি আমার অনুসরণ কর,* সেই পিতরের মধ্য দিয়ে যা প্রদর্শিত, তা প্রত্যাশিত পূর্ণতা লাভ করবেই না, যদি-না এখন কাজকর্ম সাধনে সম্পাদিত হয়।

তথাপি কেউই যেন বিখ্যাত এ দু'জন শিষ্যকে পৃথক না করে! পিতর যার প্রতীক, দু'জনেই তা করলেন; আর যোহন যার প্রতীক, তাও দু'জনেই লাভ করলেন। প্রতীকের বেলায় একজন অনুসরণ করছিলেন আর একজন থেকে যাচ্ছিলেন, বিশ্বাসের বেলায় কিন্তু দু'জনেই এ দুর্যোগময় জগতের অমঙ্গল সহ্য করছিলেন, আবার দু'জনেই ঐশআনন্দের ভাবী মঙ্গল অপেক্ষা করছিলেন।

আর এ দু'জন শুধু নয়, খ্রীষ্টের কনে সেই পবিত্রা গোটা মণ্ডলীও এসব কিছু করে থাকে, মণ্ডলীই তো এজগতের যত পরীক্ষা জয় করতে ব্যস্ত ও ভাবী আনন্দ ভোগ করতে প্রত্যাশী। যে দু'টো জীবন পিতর ও যোহন নির্দেশ করলেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা সেই দু'টোর এক একটার প্রতীক বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'জনে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এজগতে সেই প্রথম জীবন যাপন করলেন, আবার দু'জনে ঐশদর্শনের মধ্য দিয়ে চিরকাল ধরে সেই দ্বিতীয় জীবন উপভোগ করলেন।

খ্রীষ্টের দেহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নিখিল সাধুসাধ্বীকে এজীবনের ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে চালিত করার জন্য, প্রেরিতদের প্রধান সেই পিতর ঐশরাজ্যের চাবিকাঠি পেলেন, তিনি যেন পাপ বেঁধে রাখতে বা মোচন করতে পারেন; অপরদিকে সুসমাচার-রচয়িতা যোহন খ্রীষ্টের বুকে হেলান দিয়ে বসায় একই সাধুসাধ্বীদের

খাতিরে সেই অতি রহস্যময় জীবনের শান্তিপূর্ণ বন্দর দেখালেন।

কেননা পিতর শুধু নয়, গোটা মণ্ডলীই পাপ বেঁধে রাখে ও মোচন করে; অপরদিকে যিনি প্রচার করলেন যে আদিতে বাণী ছিলেন ঈশ্বরের-কাছে-ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব আর ঈশ্বরের ত্রিত্ব ও ঐক্যের সেই সুন্দরতম কথা ব্যক্ত করলেন যা এখন, প্রভুর আগমন পর্যন্ত, যেন দর্পণেই, অস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর কিন্তু ঐশরাজ্যে আমরা মুখোমুখিই দর্শন করতে পারব, সেই যোহনও যে প্রভুর বুক-উৎসের ধারে একাই এসব তত্ত্ব-জল পান করলেন, তেমন নয়, বরং স্বয়ং প্রভুই সেই সুসমাচার সারা বিশ্বে বিস্তারিত করলেন যেন যার যার সাধ্য অনুসারে তাঁর সকল ভক্তজন তা থেকে পান করতে পারে।

শ্লোক ১ পি ৫:১০; ২ করি ৪:১৪

প্র খ্রীষ্টযীশুতে আপন অনন্ত গৌরবের অংশীদার হতে যিনি তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন, সকল অনুগ্রহদানকারী সেই ঈশ্বর নিজেই

উ এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন।

উ এই ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রণাভোগের পর তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সুস্থির, সবল ও স্থিতমূল করে তুলবেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৯:১-২০

এফেসসে মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা

আপল্লোস যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেসময়ে পল উত্তর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এফেসসে এসে পৌঁছলেন; সেখানে বেশ কয়েকজন শিষ্যকে পেলেন। তাদের বললেন, 'বিশ্বাসী হওয়ার সময়ে তোমরা কি পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলে?' তারা তাঁকে বলল, 'পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, আমরা তাও শুনিনি।' তিনি বললেন, 'তবে কিসে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলে?' তারা বলল, 'যোহনের দীক্ষাস্নানে।' পল বললেন, 'যোহন মনপরিবর্তনেরই দীক্ষাস্নানে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতেন; কিন্তু জনগণকে বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাঁতেই, অর্থাৎ যীশুতেই তাদের বিশ্বাস করতে হবে।' একথা শুনে তারা প্রভু যীশু-নামের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হল। আর পল তাদের উপর হাত রাখলেই পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন, আর তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয় বাণী দিতে লাগল। তাদের মোট সংখ্যা ছিল আনুমানিক বারোজন পুরুষলোক।

পরে তিনি সমাজগৃহে যেতে লাগলেন; তিন মাস ধরে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন ও যুক্তি দেখালেন। কিন্তু যখন কয়েকজন জেদ দেখিয়ে ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে সকলের সামনে সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, তখন তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি নিজের শিষ্যদের আলাদা করে নিয়ে প্রতিদিন তিরান্নসের সভাগৃহে নিজের ধর্মালোচনা চালাতে লাগলেন। এভাবে দু'বছর চলল; ফলে এশিয়ার অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাণী শুনতে পেল।

পলের হাত দ্বারা ঈশ্বর এমন অভিনব পরাক্রম-কর্ম সাধন করতেন যে, তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা তোয়ালে রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের অসুখ ছাড়ত ও মন্দাত্মাগুলো বেরিয়ে যেত। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ কয়েকজন ইহুদী ওঝাও মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকদের উপরে প্রভু যীশুর নাম করতে চেষ্টা করছিল, তারা বলছিল, 'পল যাঁর কথা প্রচার করেন, সেই যীশুর দিব্যি!' স্কেভা নামে ইহুদী একজন প্রধান যাজক ছিলেন, যাঁর সাত সন্তান ঠিক এভাবেই কাজ করছিল। মন্দাত্মা উত্তরে তাদের বলল, 'যীশুকে আমি জানি, পলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে?' আর মন্দাত্মাগ্রস্ত লোকটা তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং দু'জনকে কাবু করে ফেলে তাদের এতই প্রচণ্ডভাবে মারতে লাগল যে, তারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। ঘটনা এফেসস-অধিবাসী ইহুদী ও গ্রীক সকলেরই কাছে জানাজানি হল, ফলে সকলে ভয়ে অভিভূত হল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হতে লাগল।

আর যারা বিশ্বাসী হয়েছিল, তাদের অনেকে এসে নিজেদের কুকাজ খোলাখুলি স্বীকার করল, ও যারা আগে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে ফেলল; হিসাব করলে দেখা গেল, সেই সব পুঁথিপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার রুপোর টাকা। এভাবে প্রভুর বাণী বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও প্রবল হয়ে উঠছিল।

শ্লোক শিষ্য ১৫:৮-৯; ১১:১৮

প্র অন্তর্যামী পরমেশ্বর, যেমন আমাদের কাছে, তেমনি তাদেরও কাছে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছেন।
উ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।
আল্লেলুইয়া।
প্র ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।
উ তিনি তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্যও রাখেননি; বিশ্বাসগুণেই তাদের অন্তর শুচিশুদ্ধ করেছেন।
আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ৩য় পুস্তক

পবিত্র আত্মার অভিষেক

দীক্ষাস্নানের কাজ হল আত্মাকে মঙ্গলময় আত্মার শক্তি ও কার্যকারিতার অংশীদার করা; এবং তৈলাভিষেক, অর্থাৎ হস্তার্পণ-সাক্রামেন্ত, আত্মায় সেই প্রভু যীশুকে প্রবেশ করায় যাঁর মধ্যে গোটা মানবপরিত্রাণ, মঙ্গলের গোটা আশা বিরাজিত; তাঁরই মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অংশগ্রহণ ও পিতার কাছে প্রবেশাধিকার সাধিত।

কিন্তু এ তেল খ্রীষ্টানদের কাছে যা সবসময় ব্যবস্থা করবে, যা জীবনকালের সকল সময়েই উপকারী হবে, তা হল সেই ভক্তি, প্রার্থনা, ভ্রাতৃপ্রেম, শুচিতা ও কতগুলি দান যেগুলি গ্রহীতাদের পক্ষে খুবই উপকারী। তবু একথা অনেক খ্রীষ্টানদের কাছে একেবারে চেতনার অতীত, এ সাক্রামেন্ত যে কতই না গুরুত্বপূর্ণ এবিষয়ে তারা অচেতন, এমনকি যেমন লেখা আছে, *পবিত্র আত্মা বলতে যে কিছু আছে, তারা তাও শোনেনি।*

কেউ কেউ এ তৈলাভিষেক উপযুক্ত বয়সের আগে গ্রহণ করেছে বিধায় তার অর্থ বুঝতে অক্ষম; অন্য কেউ যৌবনকালেই তা গ্রহণ করে যখন পাপময় বস্তুর দিকে আকর্ষিত হওয়ায় আত্মার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তথাপি পবিত্র আত্মা আপন দানগুলিকে *ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান ক'রে* সত্যিকারেই সেই দানগুলি দীক্ষিতদের কাছে প্রদান করেন। প্রভুও যে আমাদের মঙ্গল সাধন করতে বিরত হয়েছেন তেমন নয়, কেননা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি জগতের শেষদিন পর্যন্ত সর্বদাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সুতরাং এ দীক্ষা মোটেই অনর্থক ও মূল্যহীন নয়; বরং, দিব্য প্রক্ষালন থেকে আমরা যেমন পাপমুক্তি, ও পবিত্র ভোজ থেকে খ্রীষ্টের দেহ গ্রহণ করেছি—আর এ মঙ্গলদানগুলির যিনি ভিত্তিস্বরূপ, তিনি না আসা পর্যন্ত এগুলি বলবৎ থাকবেই—তেমনি এ উচিত, খ্রীষ্টানেরা যেন পবিত্রতম তেলের উপকার উপভোগ করে, এমনকি পবিত্র আত্মার দানগুলির অংশীদার হওয়া তাদের একান্ত কর্তব্য।

পবিত্র আত্মা যে অন্যান্য সাক্রামেন্তগুলি কার্যকারিতায় পূর্ণ ক'রে এটিকে ফলশূন্য রাখবেন, একথা সত্যি হতেই পারে না। তবে কেমন করে সন্দেহ পোষণ করব ও একইসঙ্গে সাধু পলের সঙ্গে বিশ্বাস করব যে, *যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত?* যেহেতু হয় সকল সাক্রামেন্ত মূল্যহীন, না হয় সকল সাক্রামেন্ত মূল্যবান, এবং যেহেতু একমাত্র মেষশাবকের বলিদান একমাত্র হওয়ায় সবগুলির মধ্যে একমাত্র শক্তি সক্রিয়, সেজন্য একথা নিশ্চিত যে, তাঁর মৃত্যু ও তাঁর রক্ত সকল সাক্রামেন্তেই পূর্ণতা সঞ্চার করে। অতএব পবিত্র আত্মাকে সত্যিই দেওয়া হয়: কাউকে এমনটি দেওয়া হয় তারা যেন পরের কল্যাণ সাধন করতে পারে ও, পলের কথামত, তারা যেন ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে বা রহস্যাবৃত সত্যগুলি প্রচারে বা নিজ বাণীতে অসুস্থতা দূর করে দিয়ে মণ্ডলীকে গেঁথে তুলতে পারে; আবার কাউকে এমনটি দেওয়া হয় তারা যেন ভক্তি বা শুচিতা বা অসাধারণ বিনম্রতায় আদর্শবান হয়ে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠতে পারে। তবে একথা স্মরণযোগ্য: সকল দীক্ষিতের অন্তরে এক একটা সাক্রামেন্ত নিজ নিজ গুণ অনুসারে কার্যকর হয়।

শ্লোক এফে ১:১৩-১৪; ২ করি ১:২১,২২

প্র বিশ্বাস করেই তোমরা প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিমদানস্বরূপ।

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২২:১-৯

জীবন-জলের নদী

সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও নদীর দুই শাখার মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে; আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে। তখন কোন বিনাশ-মানত আর থাকবে না; তার মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে; তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এই সমস্ত বাণী বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য। সেই ঈশ্বর, যিনি নবীদের প্রেরণা দেন, সেই স্বয়ং প্রভুই তাঁর আপন দূতকে প্রেরণ করেছেন, তিনি যেন, যা শীঘ্র অবশ্যই ঘটবার কথা, তা তাঁর দাসদের কাছে ব্যক্ত করেন। দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; সুখী সেই জন, যে এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো পালন করে!'

আমি, যোহন, আমি নিজেই এই সমস্ত কিছু শুনলাম ও দেখলাম। এই সমস্ত কিছু শোনা ও দেখার পর আমি, আমাকে যিনি এই সমস্ত কিছু দেখিয়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতকে প্রণাম করার জন্য তাঁর পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়লাম; কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, 'সাবধান, এমনটি করো না; আমি তোমার, তোমার ভাই সেই নবীদের, ও তাদেরই সহদাস, যারা এই পুস্তকের বাণীগুলো পালন করে। ঈশ্বরের উদ্দেশেই প্রণিপাত কর।'

শ্লোক প্রত্যা ২২:৫,৩ দ্রঃ

প্র রাত আর থাকবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন,

উ আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

প্র পবিত্র নগরীর মধ্যে থাকবে ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন, এবং তাঁর দাস সকল তাঁর উপাসনা করবে।

উ আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - প্রত্যাদেশ পুস্তকে দৈত্জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা ২২শ অধ্যায়

পবিত্র আত্মাই পুণ্যজনদের জীবন ভালবাসায় পূর্ণ করেন

সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন—তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত। নগরীর সদর রাস্তার মাঝখানে, ও নদীর দুই শাখার মাঝখানে এমন জীবনবৃক্ষ রয়েছে, যা বারো বার ফল উৎপন্ন করে, প্রতিটি মাসে একবার করে; আর তার পাতা জাতিসকলকে আরোগ্য দান করে।

যে নদীর কথা এখানে বর্ণিত হয়, তা হল সেই আনন্দ-স্ফূর্তির নদী যা একটা সামসঙ্গীতের বর্ণনা অনুসারে *আনন্দিত করে তোলে পরমেশ্বরের নগর,* সেই নদী যে নদীর বিষয়ে আর একটা সামসঙ্গীত বলে, *হে প্রভু, তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত হবে, তুমি তোমার অমৃতধারায় তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে।* একই ধরনের ভাষায় ইসাইয়া যেরুসালেমের অধিবাসীদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, *প্রভু একথা বলেন, আমি এখন তার উপর প্রবাহিত করব নদীর মতই শান্তি, প্লাবিনী স্রোতস্বতীর মতই জাতি-বিজাতির গৌরব।*

সুতরাং যোহনের দর্শনের নদী হল প্রভুর প্রতীক। আরও সূক্ষ্ম ভাবে আমরা সেই নদীতে দেখতে পারি পবিত্র আত্মারই একটি ছবি। পবিত্র আত্মাই তো সেই শান্তির নদী, গৌরবের সেই স্রোতস্বতী, সেই আনন্দদায়ী নদী, সেই অমৃতধারা ও প্রভুর গৃহের সেই প্রাচুর্য, কেননা তিনি নিজে হলেন সেই ভালবাসা যা সেই গৌরবময় নগরীতে বর ও কনেকে মিলিত করে, তিনি নিজে হলেন সেই ভালবাসা যা সেই নগরবাসীদের আনন্দের আধার।

পবিত্র আত্মার প্রতীক সেই ভালবাসা হল পুণ্য স্বর্গদূত ও সকল পুণ্যজনদের জীবন, এজন্যই স্বর্গদূত যোহনকে যে নদী দেখালেন তা জীবনদায়ী জলের নদী বলে। তার জল আলো ও শক্তি দান করে বিধায় সেই নদীর জল স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ বলে বর্ণিত: এ তুলনা খুবই সুন্দর ও উপযুক্ত, কেননা স্ফটিক এমন পদার্থ যা অধিক আলোময় শুধু নয়, খুবই দীর্ঘস্থায়ী পদার্থও বটে, আর এগুলো এমন গুণ যা আমরা নিজেরা সেই গৌরবময় জীবনে লাভ করি। আমাদের মন ঐশআলোতেই পূর্ণপ্লাবিত হবে; তাছাড়া সেই অমৃতলোকে, সেই সনাতন আনন্দলোকে আমাদের দেহ দিব্য অমরত্ব-গুণ লাভে এমন শক্তি অর্জন করবে যা স্ফটিকেরই মত।

আমরা জানি, সাধু যোহন-রচিত সুসমাচারে আমাদের প্রভু পবিত্র আত্মার প্রেরণের কথা বলেন: *সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যময় আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে আসেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন।* সুসমাচারে ছাড়া সাধু যোহন প্রত্যাদেশ পুস্তকেও সেই শিক্ষা প্রদান করেন। বস্তুতপক্ষে তিনি পবিত্র আত্মার কথা ঠিক এ বচনেই ইঙ্গিত করেন যেখানে আমাদের বলেন যে *ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই নদীটি উৎসারিত।*

শ্লোক যোহন ৭:৩৭-৩৮; ৪:১৪ দ্রঃ

প্র কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।
উ যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র আমি যে জল দেব, সেই জলই মানুষের অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।
উ যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১৯:২১-৪১

এফেসসে রৌপ্যকারিগরদের দাঙ্গা

এই সমস্ত ঘটনার পর পল আত্মায় স্থির করলেন, তিনি মাকিদনিয়া ও আখাইয়া পার হয়ে যেরুসালেমে যাবেন; তিনি বলছিলেন, 'সেখানে যাবার পর আমাকে রোমও দেখতে হবে।' তাঁর সহকারীদের দু'জনকে—তিমথি ও এরাস্তসকে—মাকিদনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি নিজে আর কিছু দিন এশিয়ায় রইলেন।

সেসময়েই এই পথকে কেন্দ্র করে বড় গোলযোগ বেধে গেল; কারণ দেমেত্রিওস নামে একজন রৌপ্যকার ছিল, যে আর্তেমিস দেবীর ছোট্ট ছোট্ট রুপোর মন্দির গড়ায় কারিগরদের যথেষ্ট কাজ যোগাত। লোকটা এদের, এবং যারা একই ধরনের পেশার মানুষ, তাদেরও ডেকে বলল, 'বন্ধু সকল, আপনারা জানেন, এই কাজের উপরেই নির্ভর করে আমাদের সমৃদ্ধি! আর আপনারা নিজেরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছেন যে, শুধু এই এফেসসে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়াতেও এই পল বহু বহু লোকের মন জয় করে বিপথে ফিরিয়েছে; সে নাকি বলে বেড়ায় যে, মানুষের হাতে গড়া দেবতাগুলো আসলে ঈশ্বর নয়। ফলে শুধু যে আমাদের এই ব্যবসার দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা নয়, কিন্তু লোকে মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরটাও মূল্যহীন বলে গণ্য করবে, এবং যাঁকে সমস্ত এশিয়া,

এমনকি বিশ্বজগৎও পূজা করে, তাঁকেও তাঁর নিজের মহত্ত্ব হারাতে হবে।'

একথা শুনে তারা ক্রোধে জ্বলে উঠে জোর গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' তখন শহরে বিরাট গণ্ডগোল বেধে গেল; সকলে মিলে সজোরে রঙ্গভূমির দিকে ছুটে চলল এবং পলের দু'জন মাকিদনীয় সহযাত্রী সেই গাইউস ও আরিস্তার্খসকে টানতে টানতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। পল নিজে জনতার কাছে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। তখন প্রদেশের কয়েকজন কর্তা-ব্যক্তি পলের বন্ধু ছিলেন বিধায় তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন রঙ্গভূমিতে গিয়ে নিজের বিপদ না ঘটান। এদিকে নানা লোকে নানা কথা বলে চেঁচাচ্ছে, সভায় দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে, বেশির ভাগ লোকের জানা নেই তারা কিজন্য এসেছে।

তখন ইহুদীরা আলেকজান্দারকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলছিল, আর ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বাইরে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দিল, আর হাত দিয়ে ইশারা করে সে জনগণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল, সে ইহুদী, তখন সকলে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একসুরে চিৎকার করতে থাকল, 'এফেসীয়দের আর্তেমিসই মহাদেবী!' শেষে নগরসচিব জনতাকে ক্ষান্ত করতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, 'এফেসীয় সকল, বল দেখি, এফেসস নগরীই যে মহাদেবী আর্তেমিস-মন্দিরের ও আকাশ থেকে পতিত তাঁর প্রতিমার রক্ষিকা, মানুষদের মধ্যে কে একথা না জানে? সুতরাং, একথা যখন খণ্ডনের অতীত, তখন তোমাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত, ও অবিবেচিত কোন কাজ না করাও উচিত। কারণ এই যে লোকদের তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ, তারা তো মন্দিরের পবিত্রতাও নষ্ট করেনি, দেবীর নিন্দাও করেনি; সুতরাং, যদি কারও বিরুদ্ধে দেমেত্রিওসের ও তার সঙ্গী কারিগরদের কোন অভিযোগ থাকে, তবে এর জন্য আদালত আছে, প্রদেশপালেরাও আছেন: যে যার অভিযোগ আদালতেই পেশ করুক। আর যদি তোমাদের অন্য কোন দাবি থাকে, তবে নিয়মিত সভায়ই তার নিষ্পত্তি হবে। বস্তুতপক্ষে, আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গার দায়ে আমাদের অভিযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে, যেহেতু এমন কোন কারণ নেই যার জোরে এই বিশৃঙ্খল জনসমাবেশের বিষয়ে আমরা যুক্তি দেখাতে পারি।' আর একথা বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

শ্লোক ২ করি ১:৮,৯ দ্রঃ

℣ এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে তা আমরা চাই না,
℟ আমরা কিন্তু নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করেছি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। আল্লেলুইয়া।
℣ অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল,
℟ আমরা কিন্তু নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করেছি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ১ম পুস্তক

ভাবী জীবনের ক্ষেত্রে আমরা অজাত শিশুমাত্র

যে আন্তরিক নবমানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, এই বর্তমান জীবনের গর্ভেই তার উদ্ভব, ও ইহলোকেই সে নির্মিত ও গঠিত, তবু পরিপূর্ণ ও বার্ধক্যের অতীত পরলোকেই সে পরিপূর্ণ আকারে জন্মলাভ করে।

দিনের আলোতে ভাবী জীবনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে যেমন অজাত শিশু প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুসারে মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গঠিত হয়, তেমনি পুণ্যজনদের বেলায়ও তা ঘটে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত পল গালাতীয়দের কাছে লিখেছিলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।*

তবু এখনও-অজাত শিশু এজীবনের কথা জানে না, কিন্তু ইহলোকে থেকেই পুণ্যজনেরা পরলোক সম্বন্ধে আগে থেকে অনেক বিষয় জানে। এর কারণ হল এ, যদিও একসময় তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে, তবু গর্ভস্থিত শিশুদের পক্ষে এজীবন ভোগ করা এখনও সম্ভব নয়: বস্তুত শিশুরা যেখানে থাকে, সেই অন্ধকারময় গর্ভস্থলে

সূর্যের কোন রশ্মি এখনও প্রবেশ করেনি, ও আমাদের জীবন যার উপর নির্ভর করে ও অবলম্বন করে, সেই বিষয়গুলোর একটাও সেখানে এখনও প্রবেশ করেনি। আমাদের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম: যে জীবনের প্রত্যাশায় রয়েছি, তা এ জীবনের সঙ্গে ঠিক যেন জড়িত ও মিশ্রিত; ও তার সূর্য প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদেরও উদ্ভাসিত করল; এ জগতের দুর্গন্ধময় বাতাসে স্বর্গীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হল, ও স্বর্গদূতদের রুটি মানুষকেও দেওয়া হল।

ফলে এ জীবনকালে পুণ্যজনদের এমনটি দেওয়া হয়, তারা যেন সেই পরজীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ও তা সম্বন্ধে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে; আর শুধু তা নয়, সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে ও আচরণ করতেও তাদের দেওয়া হয়। তিমথির কাছে পত্রে পল বলেন, *অনন্ত জীবন ধরে রাখ।* আর ধন্য ইগ্নাসিউস লিখেছেন, 'এমন জীবন্ত জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, পিতার কাছে এসো।'

এধরনের বাণীতে শাস্ত্র তো পূর্ণ, কিন্তু এগুলির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্বয়ং জীবনের প্রতিশ্রুতি, যা অনুসারে তিনি নিজে পুণ্যজনদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি বলেছিলেন, *আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব।* আমি যা বলে এসেছি, এ বাণী কি তার প্রমাণ দেয় না? কেননা তিনি যখন এ মর্তের জন্য জীবন-বীজ ব্যবস্থা করলেন ও আগুন ও খড়্গ এনে দিলেন, তিনি তখন সেই বীজ যত্ন করতে, সেই আগুন জ্বালাতে ও সেই খড়্গ হাতে নিতে আমাদের একা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাননি। না! তিনি বরং সত্যিকারে উপস্থিত আছেন, এবং সাধু পলের কথা অনুসারে *আমাদের দান করেন কাজ করবার ইচ্ছা ও শক্তি।* তিনি নিজেই সেই আগুন জ্বালিয়ে ইন্ধন দেন, তিনি নিজেই সেই খড়্গ হাতে ধরেন। এক কথায়, *কুড়াল দিয়ে যে কাটে, কুড়াল কি তার উপর আস্ফালন করবে?* সর্বোত্তম ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া কেউই মঙ্গলকর কিছু সাধন করতে পারে না।

শ্লোক যোহন ১৫:৪-৫; ফিলি ৪:১৩

প্র আঙুরলতায় না থাকলে শাখা যেমন নিজে থেকে ফল ফলাতে পারে না, তেমনি আমাতে না থাকলে তোমরাও ফলশালী হতে পার না।

উ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

প্র যিনি আমাকে শক্তি যোগান, তাঁর মধ্যে আমি সবই করতে সক্ষম।

উ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না। আল্লেলুইয়া।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - প্রত্যা ২২:১০-২১

আমাদের ভরসার স্বীকারোক্তি

সেই স্বর্গদূত আমাকে আরও বললেন, 'এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো সীল দিয়ে মোহরযুক্ত করো না, কেননা কাল সন্নিকট। যে অধর্মাচরণ করে, সে নিজের অধর্মাচরণ করে চলুক; যে কলুষিত, সে নিজের কলুষে চলুক; যে ধার্মিক, সে নিজের ধর্মাচরণ করে চলুক; যে পবিত্র, সে নিজের পবিত্রতায় চলুক।

দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত। সুখী তারা, যারা নিজেদের পোশাক ধৌত করে, কারণ জীবনবৃক্ষে তাদের অধিকার থাকবে, ও তোরণদ্বারগুলো দিয়ে নগরীতে প্রবেশাধিকার পাবে। যত কুকুর, মন্ত্রজালিক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, নরঘাতক ও পৌত্তলিক, এবং মিথ্যা ভালবেসে যারা মিথ্যার সাধক, তারা সকলে বাইরে থাকুক!

আমিই, যীশু, মণ্ডলীগুলির খাতিরে তোমাদের কাছে এই সমস্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমার দূতকে পাঠালাম। আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা।'

আত্মা ও কনে বলছেন: 'এসো!' আর যে শোনে, সেও বলুক, 'এসো!' আর যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

যারা এই পুস্তকের নবীয় বাণীর বচনগুলো শোনে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি নিজেই গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে: কেউ যদি এতে কোন কিছু যোগ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে সমস্ত আঘাতের বর্ণনা দেওয়া আছে, ঈশ্বর তার উপর তেমন আঘাত যোগ দেবেন; তেমনি কেউ যদি এই নবীয় বাণী-পুস্তকের বচনগুলো থেকে কোন কিছু বাদ দেয়, তবে এই পুস্তকে যে জীবনবৃক্ষ ও পবিত্র নগরীর কথা লেখা আছে, ঈশ্বর তেমন প্রাপ্য থেকে তাকে বাদ দেবেন।

এই সমস্ত বিষয়ে যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি শীঘ্রই আসছি।'

আমেন; এসো, প্রভু যীশু!

প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।

শ্লোক প্রত্যা ২২:১৬-১৭,২০; ইসা ৫৫:১,৩

℣ আমিই দাউদ বংশের মূল-শিকড় ও উজ্জ্বল প্রভাতী তারা। আত্মা ও কনে বলছেন, এসো!
℟ যে শোনে, সেও বলুক, এসো। আমেন। এসো, প্রভু যীশু। আল্লেলুইয়া।
℣ ওহে, তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো; কান দাও, আমার কাছে এসো।
℟ যে শোনে, সেও বলুক, এসো। আমেন। এসো, প্রভু যীশু। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ২য় পুস্তক

ভালবাসা ও আনন্দ হল পবিত্র আত্মার দান

খ্রীষ্টই মানবাত্মার বিশ্রামস্থান, কেননা কেবল তিনিই মঙ্গলময়তা, সত্য ও সমস্ত ভালবাসার আধার। অতএব যারা তাঁর মধ্যে বিশ্রাম নেয়, তাদের অন্তরে তিনি আদিতে যে ভালবাসা সঞ্চারিত করলেন, সেই পূর্ণ ভালবাসায় ভালবাসতে বা যথাসাধ্য আনন্দ করতে তাদের কিছুই বাধা দিতে পারে না; তাদের মানবতাও সদ্‌গুণ ও নবজন্মদানকারী জল দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে।

যা ভুলবশত এজীবনের মঙ্গল বলা হয়, আমরা তা ভালবাসতে বা তাতে আনন্দ পেতে পারি না, কেননা একটা কিছু মঙ্গলকর মনে হলেও তা আসলে সত্যকার মঙ্গলের নিম্ন ধরনের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। খ্রীষ্টে কিন্তু এমন কিছুই নেই যা অবর্ণনীয় বিস্ময়কর ভালবাসা বা অচিন্তনীয় আনন্দ দেখাতে আমাদের বাধা দিতে পারে। এমনটি ঘটে কেননা ঈশ্বর নির্ধারণ করলেন যেন এ অনুভূতি দু'টো তাঁর নিজের দিকেই লক্ষ্য করে, এবং এর ফলে আমরা যেন কেবল তাঁকেই ভালবাসি, কেবল তাঁকে নিয়ে আনন্দ করি। আর আমি মনে করি যে এর ফলে, অসীম মঙ্গল এ অনুভূতি দু'টোর লক্ষ্য হওয়ায় আমাদের ভালবাসা ও আমাদের আনন্দ সেই অসীম মঙ্গলের মত অসীম ও তার মত মহান।

এসো, আমরা এ ভালবাসার মহত্ত্ব ও তার শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ ভেবে দেখি। আমাদের প্রতি তাঁর মহা মঙ্গলময়তার প্রতিদানে ঈশ্বর কেবল আমাদের ভালবাসাই প্রত্যাশা করেন। আমাদের ভালবাসা পেলে, তবে তিনি আমাদের ঋণ মোচন করেন। ঐশ বিচারকর্তা যখন ভালবাসাকেই অসংখ্য আশিসধারার সমভার বস্তু বলে গণ্য করেন, তখন ভালবাসার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে? কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, ভালবাসার পূর্ণতার সঙ্গে শুধু আনন্দের পূর্ণতাই পূর্ণমাত্রায় সমকক্ষ হতে পারে। আনন্দ সবদিক দিয়েই ভালবাসার অনুরূপ, ও একটার পূর্ণতা অপর একটার পূর্ণতা অনুসরণ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানবাত্মার পক্ষে ভালবাসা ও আনন্দ করার মহা ও বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে; আর এসব কিছু আমরা তখনই পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারি, যখন সেই প্রেমিকের সামনে, অর্থাৎ সেই সত্যকার সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়াই। এ হল সেই আনন্দ যা ত্রাণকর্তা বলেন পূর্ণ আনন্দ। ফলে যখন পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে বাস করতে এসে তাঁর দানগুলি বয়ে নিয়ে আসেন, তখন ভালবাসা ও আনন্দই সবগুলির মধ্যে প্রথম উপস্থিত হয়।

শাস্ত্রের কথা অনুসারে, *পবিত্র আত্মার ফল হল ভালবাসা ও আনন্দ।* এমনটি ঘটে কেননা ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে আসেন, তিনি তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেন; আর যে কেউ সর্বোত্তম মঙ্গলের উপস্থিতিতে সচেতন হয়, সে ভাল না বেসে বা আনন্দ না করে পারে না।

শ্লোক মথি ২২:৩৭; গা ৫:২২

প্র এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা:

উ তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

প্র আত্মার ফল হল: ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম।

উ তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২০:১-১৬

পল এফেসস ছেড়ে চলে যান

সেই হাঙ্গামা থেমে যাওয়ামাত্র পল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন, এবং তাদের উৎসাহ দেওয়ার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলেন। সেই নানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি অনেক উপদেশ দানে শিষ্যদের উৎসাহ দিয়ে গ্রীসে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিন মাস কাটাবার পর তিনি যখন জলপথে সিরিয়ায় যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল বিধায় তিনি মাকিদনিয়া হয়েই ফিরে যেতে স্থির করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন বেরেয়ার পিরসের ছেলে সোপাত্রস, থেসালোনিকির আরিস্তার্খস ও সেকুন্দুস, দের্বার গাইউস, তিমথি ও এশিয়ার তিখিকস ও ত্রফিমস। তাঁরা আমাদের আগে গিয়ে ত্রোয়াসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। আমরা কিন্তু খামিরবিহীন রুটি পর্বের দিনগুলির পরে ফিলিপ্পি থেকে জলপথে রওনা হলাম আর পাঁচ দিন পর ত্রোয়াসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম; সেখানে সাত দিন কাটালাম।

সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ছিলাম, এবং পল তাদের উপদেশ দিতে শুরু করলেন; পরদিন তাঁকে চলে যেতে হবে বিধায় তিনি মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলে চললেন। উপরতলার যে কক্ষে আমরা সমবেত ছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি জ্বলছিল। এউতিখস নামে একটি যুবক জানালার ধারে বসে ছিল; পল আরও কথা বলে চলছেন, এমন সময়ে তার ভীষণ ঘুম পাওয়ায় ঘুমের ঘোরে সেই যুবক তিনতালা থেকে নিচে পড়ে গেল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত। পল নেমে গিয়ে তার দেহের উপরে পড়লেন, ও তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না; তার মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।' পরে আবার উপরে গিয়ে রুটি ছিঁড়ে খেয়ে আরও বহুক্ষণ ধরে, এমনকি প্রভাত পর্যন্ত কথা বললেন, আর শেষে বিদায় নিলেন। আর তারা সেই ছেলেটিকে জীবিত অবস্থায় নিয়ে এসে যথেষ্ট স্বস্তি পেল।

আর আমরা, আগে আগে জাহাজে করে যাদের রওনা হওয়ার কথা ছিল, আসোসের দিকে যাত্রা করলাম; কথা ছিল, সেইখানে পলকে তুলে নেব, কারণ তিনি স্থলপথে যেতে স্থির করেছিলেন। তিনি আসোসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতিলেনের দিকে গেলাম। পরদিন সেখান থেকে জাহাজে করে আমরা খিয়সের সামনে পর্যন্ত গেলাম; দ্বিতীয় দিন সামোস দ্বীপে ভিড়লাম, এবং ত্রোগিলিওনে থাকবার পর পরদিন মিলেতসে গিয়ে পৌঁছলাম। পল স্থির করেছিলেন, এশিয়ায় যেন তাঁর বেশি দেরি না হয়, এফেসসের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন; সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে যেরুসালেমে উপস্থিত থাকবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন।

শ্লোক ২ করি ৩:৪,৬,৫

প্র ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের এই ভরসা আছে যে,

উ তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি।

আল্লেলুইয়া।

℣ আমরা যে নিজেরাই কিছু ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে;

℟ তিনিই আমাদের নতুন এক সন্ধির যোগ্য সেবক করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই সেবক।

আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু জাষ্টিন-লিখিত 'খ্রীষ্টানদের পক্ষসমর্থন' **৬৬-৬৭**

ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠান

আমরা যা শিখি, যে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে; পাপমোচনের ও নবজন্মের উদ্দেশে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই প্রক্ষালনে যে স্নাত হয়েছে; খ্রীষ্ট যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেইভাবে যে জীবনযাপন করে, সে ছাড়া কারও পক্ষে প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়া বিধেয় নয়।

আমরা প্রভুর ভোজের রুটি ও আঙুররস সাধারণ রুটি ও আঙুররস বলে গ্রহণ করি না, কেননা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যেমন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট ঐশবাণী দ্বারা দেহধারী হলেন ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য তাঁর মাংস ছিল, রক্তও ছিল, তেমনি যে খাদ্যের উপরে সেই প্রার্থনার বাণী দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করা হয়েছে যা তিনি নিজে নির্দেশ করেছিলেন, যে খাদ্য থেকে রূপান্তর-গুণে আমাদের মাংস ও রক্ত পুষ্টি লাভ করে, সেই খাদ্য হল সেই দেহধারী যীশুর মাংস ও রক্ত।

সুসমাচার বলে পরিচিত তাঁদের আপন ব্যাখ্যা-গ্রন্থে প্রেরিতদূতেরা এ সম্প্রদান করেছেন যে, যীশু এইভাবে চাইলেন: রুটি গ্রহণ করে নিলেন ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন, *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর। এ আমার দেহ।* তেমনি ভাবে পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ও ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তিনি বললেন, *এ আমার রক্ত*, আর কেবল তাঁদের হাতে তা দিলেন।

সেই সময় থেকে আমরা সর্বদাই এসব কিছু পরস্পরের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই; আর যাদের কিছু আছে, তারা সকল অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে; আর আমরা সবসময়ই এক। তাছাড়া সব অর্ঘ্য-নিবেদনে আমরা তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার প্রশংসাবাদ করি।

রবিবার দিনে শহর ও গ্রামবাসী সকলকে নিয়ে এক জায়গায় সম্মেলন হয়; তখন যতক্ষণ সম্ভব হয়, ততক্ষণ ধরে প্রেরিতদূতদের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ও নবীদের লেখা পাঠ করা হয়।

তারপর, পাঠক শেষ করলে, সভার যিনি প্রধান তিনি সাবধান ও প্রেরণা-বাণী প্রদান করেন যাতে পাঠের তেমন উজ্জ্বল আদর্শ অনুকরণ করা হয়।

এরপর আমরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মিনতি নিবেদন করি, এবং প্রার্থনা শেষে সেই রুটি, আঙুররস ও জল আনা হয় ও সভার যিনি প্রধান তিনি ভক্তিভরে ধন্যবাদস্তুতি প্রার্থনাটি নিবেদন করেন; এতে জনগণ বলে ওঠে, আমেন! অবশেষে যেটির উপরে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করা হল, তা বিতরণ ক'রে উপস্থিত সকলকেই তার সহভাগী করা হয় ও পরিসেবকদের দ্বারা অনুপস্থিতদের কাছে পাঠানো হয়।

যারা প্রাচুর্যশীল তারা ইচ্ছা করলে যা কিছু দিতে চায় তা ইচ্ছামত দান করে; যা সংগ্রহ করা হয় তা সভার প্রধানের কাছে দেওয়া হয়: তিনি এতিম, বিধবা ও যারা যে কোন কারণে হোক প্রয়োজনে ভুগছে যথা অসুস্থ, কারারুদ্ধ, বাইরে থেকে আগত পথযাত্রী সকলকেই সাহায্য করেন—এক কথায়, যারা অভাবগ্রস্ত, তিনি তাদের সকলের প্রতি যত্ন নেন।

আমরা রবিবারেই সকলে একসঙ্গে একত্র হই: এর কারণ, এদিন হল সপ্তাহের সেই প্রথম দিন যখন ঈশ্বর অন্ধকার ও এলোমেলো যত কিছু দূর করে দিয়ে জগৎকে সৃষ্টি করলেন; উপরন্তু এই একই দিনেই আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন। তিনি তো শনিবারের আগের দিন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ও সেদিনের পরবর্তী দিন অর্থাৎ রবিবারেই আপন প্রেরিতদূত ও শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়ে সেই সবকিছু শিখিয়ে দিলেন যা আমরা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছি তোমরা যেন সদ্বিবেচনার সঙ্গেই তা ধ্যান কর।

শ্লোক

℣ জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময়ে আপন মৃত্যুর স্মারকচিহ্ন রূপে
℟ যীশু আপন দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লেলুইয়া।
℣ দেহ খাদ্যরূপে ও রক্ত পানীয়রূপে দান করে তিনি বললেন, তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।
℟ যীশু আপন দেহরক্ত-সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। আল্লেলুইয়া।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ১:১-১০

জীবন-বাণী ও ঈশ্বরের আলো যীশু

যা আদি থেকে ছিল,
যা আমরা শুনেছি,
যা নিজেদের চোখেই দেখেছি,
যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি
ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে,
আমরা তারই বিষয়ে কথা বলছি।
কেননা সেই জীবন সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছিল ;
আমরা তা দেখেছি,
তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি
আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি
যা পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে—
যা আমরা দেখেছি ও শুনেছি,
তোমাদের কাছে তারই সংবাদ জানাচ্ছি,
তোমরাও যেন আমাদের জীবনের সহভাগী হতে পার ;
পিতার সঙ্গে ও তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গেই
আমাদের এই জীবন-সহভাগিতা।
আর আমরা এই সমস্ত কথা লিখছি,
আমাদের আনন্দ যেন পূর্ণ হয়।
আর যে সংবাদ তাঁর কাছ থেকে শুনেছি
ও তোমাদের কাছে জানাচ্ছি, তা এ :
ঈশ্বর আলো, তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই।
আমরা যদি বলি তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে,
অথচ অন্ধকারে চলি,
তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।
কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি
—আলোতেই আছেন তিনি!—
তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে
আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত

সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।
আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই,
তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি
এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।
আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি
—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—
তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন
ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন।
আমরা যদি বলি পাপ করিনি,
তাহলে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি,
এবং তাঁর বাণী আমাদের অন্তরে নেই।

শ্লোক ১ যোহন ১:২; ৫:২০

প্র সেই জীবন আত্মপ্রকাশ করেছিল; আমরা তা দেখেছি, তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি আর তোমাদের কাছে সেই অনন্ত জীবনেরই সংবাদ জানাচ্ছি,
উ যে জীবন পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লেলুইয়া।
প্র আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন: তিনিই সত্যকার ঈশ্বর, তিনিই অনন্ত জীবন।
উ যে জীবন পিতামুখী ছিল ও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **১ম বিভাগ ৫-৬**

ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়

ভ্রাতৃগণ, আমরা তো প্রবাসী, আমরা তো মাতৃভূমি অভিমুখে ছুটেই যাচ্ছি, আর আমরা যদি সেখানে পৌঁছতে নিরাশ হই, তাহলে ঠিক এ নিরাশার ফলেই নিঃশেষিত হই। কিন্তু যিনি চান আমরা সেখানে পৌঁছব তিনি যেন সেই মাতৃভূমিতে আমাদের রক্ষা করতে পারেন, তিনি তো পথে আমাদের খাদ্য দান করেন। সুতরাং এসো, একথা শুনি: *আমরা যদি বলি যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, অথচ অন্ধকারে চলি, তাহলে মিথ্যা বলি, আমরা সত্যের সাধক নই।* এসো, আমরা যদি অন্ধকারেই চলি, তবে যেন না বলি যে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে। *কিন্তু আমরা যদি আলোতে চলি,—আলোতেই আছেন তিনি!—তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে।* তবে যেইভাবে তিনি নিজেও আলোতে আছেন, এসো, আমরাও আলোতে চলি, যাতে তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা থাকতে পারে। আর আমাদের পাপের কী হবে? শোন পরবর্তী কথা: *তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শোধন করে।* সমস্ত পাপ থেকে বলতে কী বোঝায়? শোন: আমরা যাদের 'শিশু' বলি, তারা কিছুকাল আগে খ্রীষ্টনাম স্বীকার করেছে বিধায় তাদের সমস্ত পাপ সেই খ্রীষ্টের নামে তাঁর রক্ত-গুণেই মুছে দেওয়া হয়েই গেছে। তারা প্রাচীন হয়ে ঢুকল, নবীন হয়ে বেরিয়ে এল। এর অর্থ কী? তারা বৃদ্ধ হয়ে ঢুকল, শিশু হয়ে বেরিয়ে এল: সেই প্রাক্তন জীবন ছিল বার্ধক্যকাল, কিন্তু এ নবজীবন হল নবজন্মের শৈশবকাল। তবে আমাদের কী করতে হবে? আগের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয়েছে—তাদেরই শুধু নয়, আমাদেরও! অথচ সমস্ত পাপ ক্ষমা ও ধৌত করা হলে পর, এ জগতের নানা প্রলোভনের মাঝে জীবনযাপন করতে করতে হয় তো আমরা আবার পাপ করেছি। তাহলে মানুষ যা করতে পারে তাই করুক: অর্থাৎ, সে যে অবস্থায় আছে তা স্বীকার করুক, যাতে নিরাময় হয়ে ওঠে তাঁরই দ্বারা যিনি সর্বদাই সেইভাবে থাকেন যেইভাবে আছেন: কেননা তিনি সর্বদাই ছিলেন ও আছেন, আমরা ছিলাম না আর এখন আছি।

দেখ শাস্ত্র কী বলে, *আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি, এবং আমাদের মধ্যে সত্য নেই।* সুতরাং তুমি যদি নিজেকে পাপী বলে স্বীকার কর, তাহলে সত্য তোমার মধ্যে আছে, কেননা সত্য হচ্ছে আলো। তুমি এখনও পাপ কর বিধায় তোমার জীবন এখনও সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল নয়, তবু তুমি পাপ স্বীকার করছ বিধায় ইতিমধ্যে আলোকিত হতে চলছ। পরবর্তী বাণী শোন, *আমরা কিন্তু যদি আমাদের পাপ*

স্বীকার করি—বিশ্বস্ত ও ধর্মময় তিনি!—তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন ও সমস্ত অধর্ম থেকে আমাদের শোধন করবেন। কেবল অতীতকালের পাপ নয়, দীক্ষাস্নানের পরে যে সমস্ত পাপ আমরা হয় তো করেছি, তা থেকেও তিনি আমাদের শোধন করবেন; কেননা যতদিন মানুষ এ দেহে জীবনযাপন করে, সেই পাপ যত লঘুভারই হোক না কেন সে পাপ না করে পারে না। এই সকল লঘু পাপ যা উল্লেখ করেছি, তা তুমি তত তুচ্ছ মনে করবে না। লঘু ভারের জন্য তুমি যদি সেই সকল পাপ তুচ্ছ কর, তবু তাদের সংখ্যার জন্যই ভয়ে অভিভূত হও।

বহু লঘু জিনিস নিয়ে একটা ভারী জিনিস হয়, বহু জলবিন্দুতে নদী ভরে ওঠে, বহু বীজ মিলে বিরাট কাঁড়ি হয়। তবে কী আশা আছে? সর্বপ্রথমে পাপস্বীকার: কেউই যেন নিজেকে ন্যায়বান না মনে করে, আর সেই যে মানুষ একসময় ছিল না অথচ এখন আছে, সেই মানুষ যেন কঠিনমনা না হয় সেই ঈশ্বরের সামনে যিনি যা আছে তা দেখেন। অতএব, সর্বপ্রথমে পাপস্বীকার, তারপরে ভালবাসা: কেননা ঐশভালবাসা সম্বন্ধে লেখা আছে, *ভালবাসা অসংখ্য পাপ ঢেকে দেয়।*

শ্লোক ১ যোহন ৪:১৯,১০-১১; যোহন ১৫:১৩

প্র ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবেসেছেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। আল্লেলুইয়া।
প্র বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা নেই।
উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২০:১৭-৩৮

এফেসস মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের কাছে পলের বিদায়বাণী

মিলেতস থেকে তিনি এফেসসে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রবীণবর্গকে ডাকিয়ে আনলেন। তাঁরা এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'আপনারা জানেন, এশিয়ায় আমার আসার প্রথম দিন থেকে আমি কিভাবে আপনাদের মধ্যে বরাবর দিন কাটিয়েছি: আমি সম্পূর্ণ মনের বিনম্রতায় ও চোখের জল ফেলতে ফেলতে, ইহুদীদের পাতা ষড়যন্ত্রের নানা পরীক্ষার মধ্য থেকে প্রভুর সেবা করে এসেছি। আপনারা জানেন, যেন সকলের উপকার হয় আমি কোন কিছু করতে কখনও দ্বিধা করিনি; সকলের সামনে ও ঘরে ঘরে আমি প্রচার করেছি ও সদুপদেশ দিয়েছি; ইহুদী ও গ্রীক উভয়েরই কাছে আমি ঈশ্বরের দিকে মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ রেখেছি। এখন দেখুন, আমি আত্মা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যেরুসালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার কি কি ঘটবে, তা জানি না। একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি যদি নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়তে পারি, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহের শুভসংবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবাদায়িত্ব প্রভু যীশু থেকে পেয়েছি, তা যদি সম্পন্ন করতে পারি, তবে আমার নিজের প্রাণেরও কোন মূল্য দেব না।

দেখুন, আমি জানি, যাদের মধ্যে আমি ঘুরে ঘুরে রাজ্যের কথা প্রচার করে এসেছি, সেই আপনারা সকলে আমার মুখ আর দেখতে পাবেন না; এজন্য আমি আজ ঘোষণা করছি যে, কারও বিনাশের জন্য আমি দায়ী হব না, কারণ আপনাদের কাছে ঈশ্বরের গোটা সঙ্কল্প জ্ঞাত করায় আমি কখনও পিছিয়ে যাইনি। আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর শিকার-ললুপ নেকড়ে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করবে, তারা পালকে রেহাই দেবে না। আপনাদের মধ্য থেকেও কয়েকটা লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের পিছনে আকর্ষণ করার

জন্য নানা বিরোধী কথা প্রচার করবে। সুতরাং জেগে থাকুন; মনে রাখুন, আমি তিন বছর ধরে দিনরাত প্রত্যেককে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চেতনা দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হইনি।

এখন আমি প্রভুর কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাণীর কাছে আপনাদের সঁপে দিচ্ছি; তাঁর অনুগ্রহই তো আপনাদের গেঁথে তুলতে সক্ষম, ও সকল পবিত্রিতজনের মধ্যে উত্তরাধিকার মঞ্জুর করতেও সক্ষম। আমি কারও রুপো বা সোনা বা পোশাক পেতে কখনও আকাঙ্ক্ষা করিনি। আপনারা নিজেরাই তো জানেন, আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে। আমি যে কোন উপায়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এভাবে পরিশ্রম করেই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে—সেই প্রভু যীশুর বাণী মনে রেখে, যিনি নিজে বলেছেন, পাওয়ার চেয়ে দেওয়ারই মধ্যে বেশি সুখ।'

একথা বলে তিনি সকলের সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, এবং পলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; তাঁরা এজন্যই বিশেষভাবে দুঃখ পাচ্ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, তাঁরা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবেন না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

শ্লোক শিষ্য ২০:২৮; ১ করি ৪:২

প্র আপনারা সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন,

উ ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করুন যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

প্র গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

উ ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করুন যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৫:১-২**

ঈগলের সঙ্গে খ্রীষ্টের তুলনা

বৃদ্ধ মানুষ ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা শৈশবকালে ফিরে আসে, এবং বার্ধক্যের জন্য অতিদুর্বল হয়েও সে আচরণের দিক দিয়ে নিষ্পাপ শিশুর মত নবজন্ম নেয়, ফলে পুণ্য সাক্রামেন্ত গ্রহণ ক'রে আমরা যারা বৃদ্ধ ছিলাম দেখি আমরা আবার শিশু হয়ে গেছি। যারা 'নবায়িত' বলে অভিহিত, যা ছিল তা ত্যাগ ক'রে, ও আদিতে যা ছিল তা ধারণ ক'রে তারা তেমন নবায়নেই আহূত, যার ফলে নবজীবনের উদ্দেশ্যে অতীতকালের অপরাধ ছেড়ে তারা সরলতাপূর্ণ সৌন্দর্য পরিধান করে—যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।* এজন্য দাউদও বলেন, *তোমার যৌবনকাল ঈগলের মত নবায়িত হবে।* এ বাণীগুলিতে তুমি দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহের ইঙ্গিত পেতে পার, যা গুণে আমাদের জীবনে যা মরণাপন্ন তা নবজন্ম লাভ করতে পারে, ও পাপজনিত বার্ধক্যের দরুন যা নষ্ট তা যৌবনকালে নবীভূত হতে পারে। আর যাতে তুমিও জানতে পার যে নবী দীক্ষাস্নানেরই বিষয়ে কথা বলেন, তিনি নবায়নটা ঈগলের নবায়নের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেননা ঈগলের বেলায় বলা হয়, সে প্রতিনিয়তই পালক বদলায়: পুরনো পালক ত্যাগ করতে করতে নতুন নতুন পালক বেড়ে উঠলেই সে নিজ যৌবন নবীকৃত করে, যার ফলে অতীতকালের যা কিছু জীর্ণ তা ছেড়ে সে সতেজ যৌবনের সজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করে।

যারা সম্প্রতি দীক্ষাস্নাত হয়েছে, আমাদের সেই 'নবায়িতরাও' ঈগলের মত অতীতের জীর্ণ পোশাক ছেড়ে পবিত্রতার নবপোশাক পরিধান করেছে, এবং প্রাক্তন পাপগুলি বিনষ্ট হতে না হতেই তারা অমরত্বের অনুগ্রহে অলঙ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে জীবন নয়, কেবল বার্ধক্যের প্রাচীন পাপগুলিই বৃদ্ধ হয়েছে; এবং ঈগল যেমন নবায়িত যৌবনে রূপান্তরিত হয়, তারা তেমনি আধ্যাত্মিক শৈশবে নবজন্ম গ্রহণ করে। তারা পুরনো জীবনের জাগতিক আচরণের কথা মনে রাখে বটে, কিন্তু এতেই নিরাপত্তা পায় যে, তারা অনুগ্রহ দ্বারা নবায়িত হয়েছে।

শ্লোক রো ৭:৬; ৫:৫ দ্রঃ

প্র এখন আমরা বিধান থেকে মুক্ত হয়েছি, যেহেতু যার কাছে আবদ্ধ ছিলাম, তার কাছে মরেছি,

℟ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।
℣ ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা যাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে,
℟ যেন অক্ষরের প্রাচীন ব্যবস্থায় নয়, কিন্তু আত্মার নবীন ব্যবস্থায়ই সেবা করি। আল্লেলুইয়া।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ২:১-১১

নতুন আজ্ঞা

বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি,
তোমরা যেন পাপ না কর।
কিন্তু যদি কেউ পাপ করে,
পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন:
সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি।
তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ
—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়,
সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!
এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি,
আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।
যে বলে, 'আমি তাঁকে জানি,'
অথচ তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করে না,
সে মিথ্যাবাদী, তার অন্তরে সত্য নেই।
কিন্তু যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে,
ঈশ্বরের ভালবাসা তার অন্তরে সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।
এতেই জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি।
যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে,
তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।
প্রিয়জনেরা, তোমাদের কাছে আমি নতুন কোন আজ্ঞার কথা নয়,
সেই পুরাতন আজ্ঞারই কথা লিখছি,
আদি থেকে যা তোমরা পেয়েছ:
যে বাণী তোমরা শুনেছ, তা-ই সেই পুরাতন আজ্ঞা।
তবু একদিকে নতুন এক আজ্ঞার কথা তোমাদের লিখছি,
আর তা তাঁর মধ্যে ও তোমাদের অন্তরে সত্যিই রয়েছে,
কারণ অন্ধকার ঘুচে যাচ্ছে
ও সত্যকার আলো এর মধ্যেই দেদীপ্যমান।
যে বলে সে আলোতে আছে অথচ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে,
সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে।
নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে,
আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।
কিন্তু নিজের ভাইকে যে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারে রয়েছে ও অন্ধকারে চলে;
কোথায় যাচ্ছে তা জানে না,

কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করেছে।

শ্লোক যোহন ১৩:৩৪; ১ যোহন ২:১০,৩

℣ আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।

℟ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

℣ এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি।

℟ নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি ১ম বিভাগ ৯-১২

ঐশভালবাসার একতায়ই ভ্রাতৃপ্রেম

এতেই জানতে পারি যে আমরা খ্রীষ্টকে জেনেছি, আমরা যদি তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন করি। কোন্ আজ্ঞাগুলি? এসো, দেখি আজ্ঞাটি ভালবাসার আজ্ঞা কিনা। সুসমাচারের দিকে মনোযোগ দাও: *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* আর যোহন বলেন, *যে কেউ তাঁর বাণী পালন করে, তার অন্তরে ঐশভালবাসা সত্যি সিদ্ধি লাভ করেছে।* তিনি ভ্রাতৃপ্রেমে সিদ্ধপুরুষেরই কথা বলেন।

সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম কী? শত্রুদের ভালবাসা, ও তাদের এমনভাবে ভালবাসা উচিত তারা যেন ভাই হয়ে ওঠে। কেননা আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম সাংসারিক হওয়ার কথা নয়। তোমার শত্রুদের ভালবাস তারা যেন তোমার ভাই হয়, তোমার শত্রুদের ভালবাস তারা যেন তোমার সহভাগিতায় আহূত হয়। কেননা ঠিক এভাবেই তিনি ভালবেসেছেন যিনি ক্রুশে থাকাকালে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।* তিনি করুণাপূর্ণ মিনতি ও মহাপরাক্রম গুণে তাদের কাছ থেকে চরমকালীন মৃত্যু দূর করে দিচ্ছিলেন। তাদের অনেকে বিশ্বাস করল, ও খ্রীষ্টের রক্তপাতের জন্য ক্ষমা পেল। তাঁকে নির্যাতন করায়ই তারা তাঁর রক্তপাত করল, বিশ্বাস করায়ই সেই রক্ত পান করল। এতেই বুঝতে পারি, আমরা তাঁর মধ্যে আছি, যদি আমাদের অন্তরে তাঁর ভালবাসা সিদ্ধিলাভ করে থাকে। এ শত্রুদের প্রতি সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমের কথা প্রসঙ্গেই প্রভু বলেন, *তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধতামণ্ডিত, তেমনি তোমরাও সিদ্ধতামণ্ডিত হও।*

নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না। যারা পদস্খলিত হয় বা পরকে পদস্খলিত করে, তারা কারা? যারা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর জন্য পদস্খলিত হয়, তারাই। তুমি যদি ঐশভালবাসা আঁকড়িয়ে ধর, তবে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে নিয়ে পদস্খলিত হবে না, খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে পরিত্যাগও করবে না। কেননা যে মণ্ডলীকে ত্যাগ করে, সে যখন খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিতে থাকে না, তখন কী করে সে খ্রীষ্টে থাকতে পারে? যে খ্রীষ্টের দেহে থাকে না, সে কী করে খ্রীষ্টে থাকতে পারে? সুতরাং তারাই পদস্খলিত হয়, যারা খ্রীষ্টকেও ত্যাগ করেছে, মণ্ডলীকেও ত্যাগ করেছে। এ উদাহরণের কথা ভাব: যেমন একটা লোক [যাকে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা চিকিৎসা করা প্রয়োজন হলে] চিৎকার করে বলে 'আমি আর পারি না, আমি তা সহ্য করতে পারি না' আর তা ব'লে পিছিয়ে যায়, তেমনি যারা মণ্ডলীতে কোন একটা কিছুও সহ্য করে না ও খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর নাম থেকে সরে যায়, তারা পদস্খলিত হয়।

দেখ কেমন করে পদস্খলিত হয়েছিল সেই সকল দৈহিক মানুষ যাদের কাছে খ্রীষ্ট আপন মাংসের কথা প্রচার করে বলেছিলেন, *তোমরা যদি মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই।* প্রায় সত্তরজন লোক বলেছিল, *এ কথা কঠিন!* আর তা বলে পিছিয়ে গেছিল: কেবল সেই বারোজন থাকলেন। আর যাতে মানুষ না মনে করে যে, খ্রীষ্টে বিশ্বাস রেখে আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে কোন উপকার পাই না, বরং আমরাই তাঁর উপকার করি, সেজন্য তিনি অবশিষ্ট সেই বারোজনকে বলে চললেন, *তোমরাও কি চলে যেতে চাও,* যাতে বুঝতে পার আমিই তোমাদের কাছে প্রয়োজন, তোমরা আমার কাছে নও? তাঁরা কিন্তু পিতরের মুখ দিয়ে উত্তরে বলেছিলেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।*

তবে, ভাইকে যে ভালবাসে, কেন তার মধ্যে পদস্খলনের মত কিছু নেই? কারণ ভাইকে যে ভালবাসে, সে

একতার খাতিরে সবকিছুই সহ্য করে, কেননা ঐশভালবাসার একতায়ই রয়েছে ভ্রাতৃপ্রেম! শোন প্রভু কী কথা বলেন, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* বিধান বলতে ভালবাসা ছাড়া আর কী বোঝাতে পারে? তারা পরস্পরকে সহ্য করে বিধায়ই তারা পদস্খলিত হয় না, যেইভাবে পল বলেন, *গভীর ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হয়ে তোমরা শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।* এ হল খ্রীষ্টের বিধান: এবিষয়ে শোন প্রেরিতদূত আর কী বলেন, *তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর, এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।*

শ্লোক এজে ২০:১৯; যোহন ১৫:১০

℣ আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, আমারই বিধিপথে চল।

℟ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর। আল্লেলুইয়া।

℣ তোমরা যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি।

℟ আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে পালন কর। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২১:১-২৬

যেরুসালেম যাত্রা

তাঁদের কাছ থেকে মর্মভেদী বিদায় নেওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলপথে রওনা হয়ে সোজা চলে এলাম কোস দ্বীপে, পরদিন রোদ দ্বীপে, এবং সেখান থেকে পাতারায় এসে পৌঁছলাম। এখানে এমন একটা জাহাজ পেলাম, যা পার হয়ে ফিনিশিয়ায় যাবে; তাই সেই জাহাজে উঠে আমরা যাত্রা করলাম। দূর থেকে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখে তা বাঁ দিকে ফেলে আমরা সিরিয়ার দিকে তুরসে এসে পৌঁছলাম; সেখানে জাহাজের মালপত্র নামিয়ে দেওয়ার কথা। সেখানকার শিষ্যদের খুঁজে বের করে আমরা সাত দিন তাদের সঙ্গে থেকে গেলাম। তারা আত্মার আবেশে পলকে শুধু শুধু বলছিলেন, তিনি যেন যেরুসালেমে না যান। কিন্তু সেই কয়েক দিন কেটে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়ে রওনা হলাম; তখন তারা সকলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে শহরের বাইরে পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখানে, সমুদ্রের ধারে নতজানু হয়ে আমরা প্রার্থনা করলাম, এবং পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমরা জাহাজে উঠলাম ও তারা বাড়ি ফিরে গেল।

তুরস ছেড়ে তলেমাইসে এসেই আমরা আমাদের জলযাত্রা শেষ করলাম; ভাইদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম; পরদিন আবার রওনা হয়ে সীজারিয়ায় এসে পৌঁছলাম, এবং সুসমাচার-প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকলাম—এই ফিলিপ হলেন সেই সাতজনের একজন। তাঁর চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা সকলে নবী ছিলেন। আমরা সেখানে কয়েক দিন ধরে ছিলাম, সেসময়ে যুদেয়া থেকে আগাবস নামে একজন নবী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের কাছে এসে পলের কোমর-বন্ধনী নিয়ে তা দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধে বললেন, 'পবিত্র আত্মা একথা বলছেন, এই কোমর-বন্ধনী যার, ইহুদীরা তাকে যেরুসালেমে এভাবেই বেঁধে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবে।' তা শুনে সেখানকার ভাইয়েরা ও আমরা পলকে অনুরোধ করলাম, যেন তিনি যেরুসালেমে না যান। উত্তরে পল বললেন, 'এত চোখের জল ফেলে ও আমার হৃদয় ভেঙে তোমরা এ কি করছ? প্রভুর নামের জন্য আমি তো যেরুসালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি।' এভাবে তিনি আমাদের অনুরোধ মেনে নিতে সম্মত না হলে আমরা শেষে ক্ষান্ত হয়ে বললাম, 'প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

এই সকল দিন শেষে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যেরুসালেমের দিকে রওনা হলাম। সীজারিয়া থেকে কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গে চললেন; তাঁরা সাইপ্রাস দ্বীপের ম্নাসোন নামে একজনকে সঙ্গে করে এনেছিলেন যিনি পুরনো একজন শিষ্য; তাঁরই বাড়িতে আমাদের গিয়ে ওঠার কথা।

যেরুসালেমে এসে পৌঁছলে পর ভাইয়েরা আমাদের আনন্দপূর্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। পরদিন পল আমাদের

সঙ্গে যাকোবকে দেখতে গেলেন; সেখানে প্রবীণবর্গও সকলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানানোর পর তিনি তাঁদের কাছে তন্ন তন্ন করে সেই সমস্ত কর্মের বর্ণনা দিলেন, যা ঈশ্বর তাঁর সেবাকাজের মধ্য দিয়ে বিজাতীয়দের মধ্যে সাধন করেছিলেন। তা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করলেন, পরে তাঁকে বললেন, 'ভাই, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, ইহুদীদের মধ্যে কত হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, আর তারা সকলে বিধানের প্রতি খুবই অনুরক্ত। তোমার বিষয়ে তারা এমন কথা শুনেছে যে, বিজাতীয়দের মধ্যে যে ইহুদীরা বাস করে, তুমি নাকি তাদের সকলকে মোশীর পথ ত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে বলে থাক, তারা যেন শিশুদের পরিচ্ছেদিত না করে ও যথারীতি পথে না চলে। এখন কী করা যায়? তারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে যে, তুমি এসেছ। তাই আমরা যা বলি, তুমি তা কর: আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যাদের মানত রয়েছে; তাদের নিয়ে গিয়ে তুমিও তাদের সঙ্গে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া পালন কর, এবং তারা যেন মাথা মুড়িয়ে নিতে পারে সেই সব খরচ তুমিই বহন কর। এমনটি করলে, তবে সকলেই জানতে পারবে যে, তোমার সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনেছে, তাতে সত্য কিছু নেই, তুমি নিজেও বরং নিজের আচার-আচরণে বিধান পালন করছ। কিন্তু যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয়েছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের কাছে আগে লিখে জানিয়ে দিয়েছি যেন প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।'

তাই পরদিন পল সেই কয়েকজনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এবং তাদের সঙ্গে নিজেও শুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুরু করার পর মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর সেখানে সেই তারিখ জানিয়ে দিলেন, যে তারিখে আত্মশুদ্ধি-কাল শেষ হলে তাদের প্রত্যেকের জন্য অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হবে।

শ্লোক শিষ্য ২১:১৩; কল ১:২৪

প্র আমি তো যেরুসালেমে শুধু বন্দি হতে নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি

উ প্রভুর নামের জন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

প্র যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

উ প্রভুর নামের জন্য। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৬:১-২**

স্বর্গারোহণ হল খ্রীষ্টের মহাবিজয়

গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। সুতরাং প্রভু সমাধি থেকে পুনরুত্থান করায় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হলেন; স্বর্গারোহণ করায় ফল উৎপন্ন করলেন। মাটির বুক থেকে যখন গজে ওঠেন তখন তিনি ফুল, যখন ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি ফল। তাঁর নিজের কথা অনুসারে, যখন ক্রুশের উপরে একাকী হয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেন তখন তিনি গমের দানা, যখন প্রেরিতদূতদের মহাবিশ্বাসে আবিষ্ট হন তখন তিনি ফল। কেননা পুনরুত্থানের পরবর্তী চল্লিশ দিন শিষ্যদের সঙ্গে অতিবাহিত করে তিনি পরিপক্কতার পূর্ণতায় তাঁদের শিক্ষা দিলেন, ও সেই শিক্ষার উর্বরতায় ফলশালী হতে তাঁদের প্রেরণা দিলেন। তারপর তিনি স্বর্গে, অর্থাৎ পিতার কাছে আরোহণ করে মাংসের ফল সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ও শিষ্যদের হাতে রেখে গেলেন ধর্মময়তার বীজ।

তবে প্রভু পিতার কাছে আরোহণ করলেন। তোমাদের অবশ্যই মনে আছে, আমরা ত্রাণকর্তার সঙ্গে সেই ঈগলের তুলনা করেছিলাম, সামসঙ্গীত-মালায় যা বিষয়ে লেখা আছে ঈগল নিজ যৌবন নবীকৃত করে। সাদৃশ্যটা সামান্য নয়। ঈগল যেমন মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বের দিকে লক্ষ রেখে আকাশ পর্যন্ত ওড়ে, তেমনি ত্রাণকর্তাও পাতালের নিম্নদেশ ছেড়ে পরমদেশের উচ্চতার দিকে লক্ষ রেখে ঊর্ধ্বলোক ভেদ করে স্বর্গে প্রবেশ করলেন। আর যেমন ঈগল ময়লা মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে উড়ে বাতাসের নির্মলতা ভোগ করে, তেমনি প্রভু মর্তপাপের কাদা ছেড়ে আপন পবিত্রজনদের সঙ্গে ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠে পবিত্রতম জীবনের নির্মলতায় আনন্দ করেন।

সুতরাং সবদিক দিয়েই আমরা ত্রাণকর্তার সঙ্গে ঈগলের তুলনা করতে পারি। কিন্তু ঈগল যে প্রায়ই শিকার

অপহরণ করে ও পরের জিনিস নিয়ে যায়, এবিষয়ে কী বলব? এতেও ত্রাণকর্তা ঈগল থেকে ভিন্ন নন। তিনি তখনই শিকার অপহরণ করলেন যখন মানুষকে পাতালের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন, অর্থাৎ তিনি যাকে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই দাসকে আপন বন্দিরূপে ঊর্ধ্বলোকে চালিত করলেন, যেইভাবে নবী বলেন, *ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে তিনি বন্দিদশাকে বন্দি করে নিয়ে গেলেন, মানুষকে তিনি উপঢৌকন দিলেন।* বাক্যটি বলতে চায়, বিজয়ী বীরের মত তিনি বন্দিদের স্বর্গ পর্যন্ত উন্নীত করলেন। বস্তুতপক্ষে বন্দিদশা দু'টো একই শব্দে ব্যক্ত, তবু তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে! শয়তানের বন্দিদশা মানুষকে ক্রীতদাস করে; খ্রীষ্টের বন্দিদশা মানুষকে স্বাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

শ্লোক সাম ৪৭:৬; এফে ৪:৮

প্র পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, আল্লেলুইয়া,
উ প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র খ্রীষ্ট ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
উ প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ২:১২-১৭

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী

বৎসেরা, আমি তোমাদের লিখছি:
তাঁর নাম গুণে তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন করা হয়েছে।
পিতারা, তোমাদের লিখছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখছি:
তোমরা সেই ধূর্তজনকে জয় করেইছ!
বৎসেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো পিতাকে জান।
পিতারা, তোমাদের লিখেছি:
আদি থেকে বিদ্যমান যিনি, তাঁকে তোমরা তো জান।
তরুণেরা, তোমাদের লিখেছি:
তোমরা তো বলবান,
ঈশ্বরের বাণী তোমাদের অন্তরে বসবাস করে,
এবং সেই ধূর্তজনকে তোমরা জয়ই করেছ।
জগৎ বা জগতের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না!
কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে,
তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।
কেননা জগতের যা কিছু আছে
—দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ—
এ সমস্ত পিতা থেকে নয়, জগৎ থেকেই উদ্গত।
আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে,
তার লালসাও তাই,

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী।

শ্লোক ১ যোহন ২:১৭,১৫

প্র জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই;

উ কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

প্র কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই;

উ কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **২য় বিভাগ ৮-১৪**

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে সে চিরকালস্থায়ী

জগৎকে ভালবাসলে আমরা কী করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারব? সুতরাং এসো, ভালবাসা যেন আমাদের অন্তরে বাস করে, সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিই। দুই প্রকার ভালবাসা আছে: জগতের ও ঈশ্বরের: আমাদের অন্তরে জগতের ভালবাসা বাস করলে, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা ঢুকতে পারবে না। জগতের ভালবাসা বেরিয়ে যাক, ও ঈশ্বরের ভালবাসাই বাস করুক: যেটা উত্তম সেটাই স্থান গ্রহণ করুক। তুমি জগৎকে ভালবাসছিলে, তাকে আর ভালবেসো না; সাংসারিক ভালবাসা থেকে তোমার হৃদয় শুদ্ধ করলেই তুমি ঐশভালবাসা পূর্ণমাত্রায় পান করবে; আর তখনই সেই ঐশভালবাসা বাস করতে শুরু করবে যা থেকে কোন অনিষ্ট উদ্গত হতে পারে না। যিনি পরিষ্কার করতে আসেন, তাঁর কথা শোন, তিনি তো মানুষের হৃদয় মাঠেরই মত পান। তিনি কিন্তু কী পান? বন পেলে তিনি তা উচ্ছেদ করেন, পরিষ্কার মাঠ পেলে তিনি পোঁতেন। তিনি এখানে একটা গাছ পুঁততে চান, ঐশভালবাসারই গাছ। আর তিনি কোন্ বন উচ্ছেদ করতে চান? জগতেরই ভালবাসাকে উচ্ছেদ করতে চান। তাঁকে শোন: *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই ভালবেসো না! কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই।*

পুত্রের সহউত্তরাধিকারী হবার জন্য তুমি কি পিতার ভালবাসা চাও? তাহলে জগৎকে ভালবেসো না। জগতের অমঙ্গলকর ভালবাসা বের করে দাও যাতে ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হতে পার। তুমি একটা পাত্র, কিন্তু এখনও ভরা। তোমার যা আছে তা ফেলে দাও যাতে তোমার যা অভাব আছে তা লাভ করতে পার। অবশ্যই আমাদের ভাইয়েরা জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেই গেছে, আর আমরা কতদিন আগে থেকেই না জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম লাভ করেছি! জগৎকে ভাল না বাসা আমাদের পক্ষে ভাল, যাতে সাক্রামেন্তগুলি পরিত্রাণের অবলম্বন না হয়ে আমাদের দণ্ডে পরিণত না হয়। পরিত্রাণের অবলম্বন হল ভালবাসার শিকড়ের অধিকারী হওয়া, ভক্তির অধিকারী হওয়া, আর তা শুধু বাহ্যিক রূপে নয়। রূপ তো ভাল ও পবিত্র, কিন্তু তার শিকড় না থাকলে রূপের কী মূল্য আছে?

এসো, আমরা যেন জগৎকে ও জগতের কোন কিছু ভাল না বাসি। কেননা *জগতের যা কিছু আছে, তা হল দেহলালসা, চক্ষুলালসা ও ঐশ্বর্যের দম্ভ।* এ তিনটে জিনিস বিষয়ে প্রভুও শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। তিনি দেহলালসায় পরীক্ষিত হলেন যখন শয়তান তাঁকে বলল, *তুমি যদি সত্যি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এ পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।* তিনি কী করে সেই প্রলুব্ধকারীকে দূর করে দিলেন ও সৈন্য আমাদেরই লড়াই করতে শিখিয়ে দিলেন? তাঁর উত্তরে মনোযোগ দাও: *মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়, তাতেই বাঁচবে।* আবার, তিনি সেই অলৌকিক কাজের ব্যাপারে চক্ষুলালসায় পরীক্ষিত হলেন যখন তাঁকে বলা হল, *নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে, তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন;* আরও, *তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন, পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।* যীশু কিন্তু সেই প্রলুব্ধকারীকে প্রতিরোধ করলেন।

কীভাবে প্রভু ঐশ্বর্যের দম্ভে পরীক্ষিত হলেন? তখনই যখন তাঁকে সেই উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বলা হল, *তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব।* শয়তান জাগতিক রাজ্যের অভিলাষে সর্বযুগের রাজাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু যিনি স্বর্গমর্ত গড়লেন সেই প্রভু শয়তানকে

পদদলিত করলেন। শয়তান যে ঈশ্বর দ্বারা পরাজিত, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তবু তিনি শয়তানকে উত্তর দিলেন যাতে তোমাকেই শেখাতে পারেন পরীক্ষার সময়ে তোমাকে কী উত্তর দিতে হবে: *লেখা আছে, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করবে, কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।*

তোমরা এসব কিছু মনে রাখলে জগতের লালসা থেকে মুক্ত হবে; জগতের লালসা তোমাদের না থাকলে, তাহলে দেহলালসা, চক্ষুলালসা, ঐশ্বর্যের দম্ভ কিছুই তোমাদের বশীভূত করবে না; তবেই তোমরা ঐশভালবাসার আগমনের জন্য স্থান দেবে যাতে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পার। ঐশভালবাসা রক্ষা কর, তবেই তুমি চিরকালস্থায়ী হবে যেইভাবে ঈশ্বর নিজে চিরকালস্থায়ী, কেননা একজনের ভালবাসা যেমন, সে নিজেই তেমন। তুমি কি মাটি ভালবাস? তবে তুমি মাটি হবে। ঈশ্বরকে ভালবাস? 'তুমি ঈশ্বর' আমি কি তেমন কিছু বলব? নিজে থেকে তেমন কথা বলার সাহস আমার নেই, সুতরাং এসো, শাস্ত্রের কথা শুনি: *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলেই পরাৎপরের সন্তান।* অতএব তোমরা যদি ঐশজীব ও পরাৎপরের সন্তান হতে চাও, তাহলে *জগৎ বা জগতের কোন কিছুই ভালবেসো না। আর জগৎ নিজেই তো লোপ পেতে চলেছে, তার লালসাও তাই, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পালন করে, সে চিরকালস্থায়ী,* যেইভাবে ঈশ্বর নিজে চিরকালস্থায়ী।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১৪; গা ৫:১৪

প্র আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
উ যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।
প্র সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।
উ যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২১:২৭-৩৯

যেরুসালেমে পলকে গ্রেপ্তার

সেই সাত দিন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল এমন সময় এশিয়ার ইহুদীরা মন্দিরের মধ্যে তাঁর দেখা পেয়ে লোকদের উত্তেজিত করে তুলল, এবং তাঁকে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল: 'ইস্রায়েলের মানুষেরা, সাহায্য কর! এই সেই লোক, যে সব জায়গায় সকলের কাছে আমাদের জাতির ও বিধানের আর এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, আর এই পবিত্র স্থান কলুষিত করেছে।' বস্তুত তারা আগে শহরের মধ্যে পলের সঙ্গে এফেসীয় ত্রফিমসকে দেখেছিল; মনে করেছিল, তাকেই পল মন্দিরের মধ্যে এনেছে। এতে সমগ্র শহরটা কেঁপে উঠল, জনগণ চতুর্দিক থেকে ছুটে এল, এবং পলকে ধরে মন্দিরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল; আর তখনই সমস্ত দরজা বন্ধ করা হল। তারা তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করছিল, সেসময় সৈন্যদলের সহস্রপতির কাছে এই খবর এল যে, সমগ্র যেরুসালেমে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সৈন্য ও শতপতিকে সঙ্গে করে তাদের দিকে ছুটে এলেন; আর লোকেরা সহস্রপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেয়ে পলকে মারা বন্ধ করে দিল। তখন সহস্রপতি কাছে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে হুকুম দিলেন যেন তাঁকে দু'টো শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়; তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটা কে ও কী করেছে। লোকদের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে কেউ কেউ এক ধরনের কথা বলছিল, কেউ কেউ অন্য ধরনের কথা; তাই তেমন গণ্ডগোলের কারণে কিছুই বুঝতে না পারায় তিনি তাঁকে দুর্গে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। পল যখন সিঁড়ির কাছে এসেছেন, তখন জনতার এত হিংস্রতার জন্য সৈন্যেরা পলকে কাঁধে করে বহন করতে বাধ্য হল, কারণ লোকের ভিড় পিছু পিছু আসছিল আর জোর গলায় বলছিল, 'ওকে শেষ করে ফেল!'

তারা পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, সেসময় পল সহস্রপতিকে বললেন, 'আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?' তিনি বললেন, 'তুমি কী গ্রীক ভাষা জান? তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে দিল ও সেই চার হাজার খুনী মানুষকে সঙ্গে করে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেছিল?' পল বললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসের মানুষ; এমন শহরেরই মানুষ যা তত অপরিচিত নয়। আপনাকে মিনতি

করি : জনগণের কাছে আমাকে কথা বলতে অনুমতি দিন।'

শ্লোক ২ করি ৪:১১; রো ৮:৩৬

প্র আমরা যীশুর খাতিরে সর্বদাই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি,
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।
প্র তোমার খাতিরেই, প্রভু, আমাদের সারাদিন মৃত্যুর হাতে তোলা হচ্ছে ; আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য !
উ যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৩:১-২**

এসো, ঐশব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ জানাই

প্রিয়জনেরা, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ধন্য ও গৌরবময় পুনরুত্থানের তিন দিন পরে ঐশপরাক্রম ঈশ্বরের সত্যকার সেই মন্দিরকে পুনরুত্তোলন করলেন, যা ইহুদীদের অধর্ম ধ্বংস করে দিয়েছিল ; আর আজ সেই চল্লিশ পুণ্যদিনের সংখ্যা পূর্ণতা লাভ করে, যা ঐশব্যবস্থা আমাদের উপকারিতার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন যাতে করে প্রভু একালে আপন শারীরিক উপস্থিতি প্রসারিত করতে করতে পুনরুত্থানে বিশ্বাস কতিপয় প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যদান দ্বারা বলবান হয়ে উঠতে পারে।

কেননা খ্রীষ্টের মৃত্যুতে তাঁর শিষ্যদের অন্তর গভীরভাবেই বিচলিত হয়েছিল ; ক্রুশারোপণে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা, তাঁর প্রাণ-সমর্পণ, তাঁর মৃত দেহের সমাধি, এসব কিছুর জন্য তাঁরা দুঃখে এতই ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন যে ঠিক যেন অশুভ নিরাশাই তাঁদের হৃদয় দখল করেছিল। এমনকি, সুসমাচারের বিবরণী অনুসারে, সেই পুণ্যবতী নারীরা যখন এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, সমাধি থেকে পাথরখানা সরিয়ে দেওয়া আছে, তাঁর দেহ সমাধিমন্দিরে আর নেই আর স্বর্গদূতেরা জীবিত প্রভুরই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছেন, তখন প্রেরিতদূতদের ও অন্যান্য শিষ্যদের মনে হয়েছিল তাঁরা উন্মাদ হয়ে গেছেন। মানবীয় দুর্বলতা-সংক্রান্ত তেমন দ্বিধা আপন প্রচারকদের হৃদয় দখল করবে, সত্যময় আত্মা এমনটি কখনও ঘটতে দিতেন না, যদি-না সেই টলমল উদ্বেগ ও সেই সন্দিগ্ধ কৌতূহল আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি-স্থাপনের জন্য উপকারী না হত।

প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমাদেরই সংশয় ও দ্বিধা নিরাময় করা হচ্ছিল, এবং সেই ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদেরই শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছিল আমরা যেন ধর্মহীনদের নিন্দা ও জাগতিক জ্ঞানের তর্কাতর্কির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি। তাঁরা দেখলেন, এতে আমরাই শিক্ষা পেয়েছি ; তাঁরা শুনলেন, এতে আমরাই জ্ঞান পেয়েছি ; তাঁরা ছুঁইলেন, এতে আমরাই দৃঢ়বিশ্বাসী হয়েছি। এসো, ঐশব্যবস্থার জন্য ও পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের প্রয়োজনীয় দ্বিধার জন্য ধন্যবাদ জানাই ! তাঁরা সন্দেহ করলেন আমরা যেন সন্দেহ না করি।

সুতরাং, হে প্রিয়জনেরা, প্রভুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী দিনগুলি এমনিই কাটেনি ; বরং সেই দিনগুলিতে মহা সাক্রামেন্তগুলি প্রতিষ্ঠিত হল ও মহা রহস্যগুলি প্রকাশিত হল। সেই দিনগুলিতে নির্মম মৃত্যুর আতঙ্ক দূর করা হল ও আত্মার শুধু নয়, দেহেরও অমরত্বের সংবাদ দেওয়া হল। সেই দিনগুলিতে প্রভুর ফুৎকারে সকল প্রেরিতদূতের অন্তরে পবিত্র আত্মাকে সঞ্চার করা হল ; অন্যান্যদের ঊর্ধ্বে ধন্য প্রেরিতদূত পিতরেরই হাতে রাজ্যের চাবি ছাড়া প্রভুর মেষপাল পালনের দায়িত্বও দেওয়া হয়। সেই দিনগুলিতে প্রভু সেই দু'জন শিষ্যের সহযাত্রী হলেন ও আমাদেরই সংশয়ের কুয়াশা ঘুচিয়ে দেবার জন্য তাঁদের ভীতিপূর্ণ ও উদ্বেগপূর্ণ মন্থর বিশ্বাস ভর্ৎসনা করলেন। আর দেখ, প্রভু তাঁদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ অনাবৃত করতেই সেই দু'জনের শীতোষ্ণ হৃদয় বিশ্বাসের শিখায় আলোকিত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভোজে বসে রুটি-ছেঁড়ার সময়ে তাঁদের চোখ খুলে গেল : নিজেদের অপরাধ দে'খে লজ্জায় অভিভূত আমাদের আদি পিতা-মাতার চোখের তুলনায়, মানবস্বরূপের গৌরবারোপণ দে'খে এ চোখই অতিশয় আনন্দে পূর্ণ হল !

শ্লোক যোহন ১৬:১৭; ২০:১৭

প্র আর অল্পকাল, পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, আল্লেলুইয়া ; আবার অল্পকাল, পরে আমাকে দেখতে পাবে, আল্লেলুইয়া ;

℣ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।
℟ আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর;
℣ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। আল্লেলুইয়া।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ২:১৮-২৯

খ্রীষ্টবৈরী

বৎসেরা, এই তো অন্তিম ক্ষণ!
তোমরা শুনেছিলে যে, খ্রীষ্টবৈরী আসছে।
দেখ, এর মধ্যে বহু খ্রীষ্টবৈরী আবির্ভূত হয়েছে;
এতে আমরা জানতে পারি যে, এটি অন্তিম ক্ষণ।
তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে,
অথচ তারা আমাদেরই ছিল না;
কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত;
কিন্তু এমনটি ঘটেছে যেন প্রকাশিত হয় যে, সকলে আমাদের নয়।
তোমাদের কিন্তু এমন তৈলাভিষেক আছে,
যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ
—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান।
আমি তোমাদের এমনটি লিখিনি যে তোমরা সত্য জান না,
বরং, তোমরা তা জান, এবং এও জান যে,
সত্য থেকে কোন মিথ্যা আসে না।
যীশু যে সেই খ্রীষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে,
সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?
সে-ই খ্রীষ্টবৈরী, পিতা ও পুত্রকে যে অস্বীকার করে।
পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে।
যা তোমরা আদি থেকে শুনেছ, তা যেন তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে;
যা আদি থেকে শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে,
তবে তোমরাও পুত্রেতে ও পিতাতে স্থিতমূল থাকবে।
আর যা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছেন,
সেই প্রতিশ্রুতি এ—অনন্ত জীবন।
যারা তোমাদের প্রতারণা করতে চায়,
তাদেরই বিষয়ে তোমাদের এই সমস্ত লিখেছি।
তোমরা কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ,
তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে,
আর তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে,
কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে।
কিন্তু যেহেতু তাঁর সেই তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে
—আর সেই তৈলাভিষেক সত্য, মিথ্যা নয়!—

এজন্য তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে,
তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক।
তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক,
তিনি যখন আবির্ভূত হবেন,
তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি,
এবং তাঁর আগমনে
আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।
তোমরা যদি জান, তিনি ধর্মময়, তবে এও জেনে নাও যে,
যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁরই থেকে সঞ্জাত।

শ্লোক ১ যোহন ২:২৭; যোয়েল ২:২৩; ইসা ৩০:২০ দ্রঃ

প্র তোমরা যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকুক। তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে:

উ যেহেতু তাঁর সেই অভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লেলুইয়া।

প্র উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর, কেননা তিনি এমন সদ্‌গুরু তোমাদের দান করবেন যিনি ধর্মময়:

উ যেহেতু তাঁর অভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **৪র্থ বিভাগ ৪**

পবিত্র আত্মার অভিষেক

তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমরা যারা উপদেশ দিই, যারা বাইরে থেকেই তোমাদের কানের কাছে কথা বলি, আমরা যেন কৃষকের মত যারা বাইরে থেকে গাছের যত্ন নেয় কিন্তু তার মধ্যে বৃদ্ধি-শক্তি দিতে পারে না, ফলও ফলাতে পারে না; কিন্তু যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, মুক্ত করেছেন, আহ্বান করেছেন ও বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তিনিই যদি তোমাদের অভ্যন্তরে কথা না বলেন, তবে আমরা বৃথাই চিৎকার করি।

একথা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করে? কেননা যদিও অনেকে শোনে, তবু যারা প্রচারিত বাণী গ্রহণ করে তারা অনেক নয়; তারাই মাত্র গ্রহণ করে যাদের অভ্যন্তরে ঈশ্বরই কথা বলেন। তিনি কিন্তু তাদেরই অভ্যন্তরে কথা বলেন, যারা তাঁকে স্থান দেয়; আর তারাই ঈশ্বরকে স্থান দেয়, যারা শয়তানকে স্থান দেয় না। কেননা শয়তান মানুষের হৃদয়ে বাস করতে চায়, আর সেখানে বসে সর্বনাশের যত কথা বলতে চায়। প্রভু যীশু কিন্তু কী বলেন? *এ জগতের অধিপতিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।* কোত্থেকে তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে? হয় তো কি স্বর্গ বা মর্ত থেকে? কিংবা সৃষ্ট জগৎ থেকে? না, বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে। অন্যায্য দখলকারীকে যখন বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন মুক্তিসাধকই বাস করুন, কেননা যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মুক্তি সাধন করেছেন। এখন শয়তান কেবল বাইরে থেকেই যুদ্ধ করে, কিন্তু যিনি অন্তরকে দখল করেন, তাঁকে সে পরাস্ত করতে পারে না। নানা প্রলোভন ঢুকিয়েই শয়তান বাইরে থেকে যুদ্ধ করে; কিন্তু সে-ই সম্মতি দেয় না, যার অভ্যন্তরে ঈশ্বর কথা বলেন ও সেই তৈলাভিষেকও স্থান পেয়েছে, যার কথা তোমরা এইমাত্র শুনেছ।

যোহন বলেন, *সেই তৈলাভিষেক সত্য;* সেই অভিষেক অর্থাৎ স্বয়ং পবিত্র আত্মা যিনি মানুষকে শিক্ষা দেন, মিথ্যা বলতে অক্ষম। *সেই তৈলাভিষেক মিথ্যা নয়; তিনি তোমাদের যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক। তাই এখন, বৎস, তোমরা তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাক, তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন আমরা যেন সৎসাহসের সঙ্গেই দাঁড়াতে পারি, এবং তাঁর আগমনে আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়।*

শ্লোক যোহন ১৬:৭,১৩

℣ আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।

℟ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

℣ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন।

℟ তিনি যখন আসবেন, তখন পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২১:৪০–২২:২১

ইহুদীদের সামনে পলের আত্মপক্ষসমর্থন

সহস্রপতি অনুমতি দিলে পল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে হাত দিয়ে ইশারা দিলেন; তখন মহা নিস্তব্ধতা নেমে এল, আর তিনি হিব্রু ভাষায় তাদের কাছে একথা বলতে শুরু করলেন: 'ভাই ও পিতা সকল, আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা শুনুন।' যখন তারা শুনল, তিনি তাদের কাছে হিব্রু ভাষায়ই কথা বলছেন, তখন নিস্তব্ধতা আরও গভীরতর হল। তিনি বলে চললেন, 'আমি ইহুদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সসে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরীতেই মানুষ হয়েছি; গামালিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি পিতৃবিধানের সূক্ষ্মতম নিয়ম অনুসারেই শিক্ষা পেয়েছি; ঈশ্বরের প্রতি আমারও গভীর আগ্রহ ছিল, যেমন আপনাদের সকলের আজ রয়েছে। আমি প্রাণনাশ পর্যন্তই এই পথ নির্যাতন করতাম, পুরুষ-মহিলাদের বেঁধে কারাগারে তুলে দিতাম। এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কাসে যাত্রা করছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুসালেমে নিয়ে আসতে পারি।

তখন এমনটি ঘটল যে, যেতে যেতে আমি দামাস্কাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি, এমন সময় হঠাৎ দুপুর বারোটায় আকাশ থেকে একটা তীব্র আলো আমার চারদিকে জ্বলতে লাগল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, এবং শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ? আমি উত্তর দিলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাজারেথীয় যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল বটে, অথচ যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা বলছিল, তা তারা শুনতে পেল না। পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কী করব? প্রভু আমাকে বললেন, ওঠ, দামাস্কাসে যাও; আর তোমাকে কী করতে হবে বলে নিরূপিত আছে, সেই সমস্ত তোমাকে বলা হবে। আর যেহেতু সেই আলোর তেজে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, সেজন্য আমার সঙ্গীরা আমাকে হাত ধরে চালিত করতে করতেই আমি দামাস্কাসে এসে পৌঁছলাম।

আনানিয়াস নামে কোন একজন লোক, যিনি ভক্তপ্রাণ বিধান-পরায়ণ ও সেখানকার অধিবাসী সকল ইহুদী যাঁর সুখ্যাতি করত, তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই সৌল, দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও! আর সেই ক্ষণেই আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলাম। পরে তিনি বললেন, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য এবং সেই ধর্মাত্মাকে দেখবার ও তাঁর মুখের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আগে থেকে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন; কারণ তুমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছ, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে তোমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আর এখন তুমি কেন দেরি করছ? ওঠ, তাঁর নাম করে দীক্ষাস্নাত হও ও তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেল।

এমনটি ঘটল যে, আমি যেরুসালেমে ফিরে এসে মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল, তখন তাঁকে দেখতে পেলাম; তিনি আমাকে বললেন, দেরি না করে শীঘ্রই যেরুসালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আমি বললাম, প্রভু, তারা তো জানে যে, যারা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠছিল, আমিই তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতাম ও প্রতিটি সমাজগৃহে তাদের বেত

মারতাম। আর যখন তোমার সাক্ষী সেই স্তেফানের রক্তপাত হয়, তখন আমি নিজেই পাশে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের জামাকাপড় পাহারা দিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, বিজাতীয়দেরই কাছে, প্রেরণ করতে যাচ্ছি।'

শ্লোক শিষ্য ২২:১৪,১৫; গা ১:১৫-১৬ দ্রঃ

প্র আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা জানবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেছেন।
উ আমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছি, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে আমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র যিনি তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছেন, তিনি স্থির করলেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর পুত্রের কথা ঘোষণা করি।
উ আমি যা দেখতে ও শুনতে পেয়েছি, সকল মানুষের কাছে সেই সমস্ত বিষয়ে আমাকে তাঁর সাক্ষী হতে হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৩:৪-৫**

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ হল আমাদের গৌরব

প্রিয়জনেরা, প্রভুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী যতদিন কেটেছিল, সেই সময় দূরদর্শী ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করলেন যেন এ শিক্ষা ও আপনজনদের চোখে ও হৃদয়ে এ সত্য স্থিতমূল হয় যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেমন সত্যিই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন ও মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তেমনি তিনি সত্যিই পুনরুত্থান করেছিলেন। এজন্যই যাঁরা ক্রুশে তাঁর পরিণামের জন্য তত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখতে টলমল হয়েছিলেন, সেই ধন্য প্রেরিতদূতেরা ও সকল শিষ্য এমন নিশ্চয়তার সঙ্গে সত্যে সুস্থির হলেন যে প্রভুকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করতে দেখে কোন দুঃখ ভোগ করলেন না, এমনকি মহা আনন্দে আনন্দিত হলেন।

আর সত্যিই মহান ও অবর্ণনীয় ছিল সেই আনন্দের কারণ: সেই অসংখ্য পুণ্যজনদের চোখের সামনে মানবস্বরূপ স্বর্গীয় সকল জীবদের ও স্বর্গবাহিনীর চেয়ে এমন উচ্চতর মর্যাদায় আরোহণ করছিল যাতে মহাদূতদের উচ্চতম পর্যায়ের ঊর্ধ্বেও উন্নীত হতে পারে; মানবস্বরূপ তেমন সর্বোচ্চ গৌরবোন্নয়ন লাভ করতে পারতই না, যদি-না যাঁরই স্বরূপের সঙ্গে পুত্রের মধ্যে সে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল তাঁরই গৌরবাসনের অংশীদার হয়ে সে সনাতন পিতার সাহচর্যে গৃহীত না হত। সুতরাং, যেহেতু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ হল আমাদের গৌরবোন্নয়ন, আর যেহেতু মাথার গৌরব যতই উন্নীত হল দেহের প্রত্যাশা ততই অনুপ্রাণিত হল, সেহেতু, প্রিয়জনেরা, এসো, উপযুক্ত আনন্দে মেতে উঠি ও ধন্যবাদ জানিয়ে উল্লাস করি। আজ আমরা পরমদেশের অধিকারী বলে সপ্রমাণিত হয়েছি শুধু নয়, বরং খ্রীষ্টে আমরা স্বর্গলোকের পরমসৌন্দর্যেও প্রবেশ করেছি; এতে আমরা শয়তানের হিংসার দরুন যা হারিয়ে ফেলেছিলাম, খ্রীষ্টের পরম অনুগ্রহ দ্বারা এখন তার চেয়ে বেশি লাভ করেছি। কেননা বিষাক্ত শত্রু যাদের প্রথম আবাসের সুখ থেকে দূরীকৃত করেছিল, ঈশ্বরের পুত্র তাদের নিজের দেহে একীভূত করায় তাদের স্থান দিয়েছেন সেই পিতার ডান পাশে, যাঁর সঙ্গে তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক সাম ৫৭:১১; ১৯:৭ দ্রঃ

প্র প্রভুর মহিমা আজ স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত, তাঁর প্রভা মেঘলোকের ঊর্ধ্বে সঙ্কীর্তিত।
উ তাঁর নাম চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।
প্র আকাশের এক প্রান্ত থেকে উঠে তিনি অপর প্রান্তে পরিক্রমা করেন।
উ তাঁর নাম চিরস্থায়ী। আল্লেলুইয়া।

বৃহস্পতিবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শুক্রবারের ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৬২১।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের এ বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়:

প্রভুর স্বর্গারোহণ

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে মহাপর্বটির নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শুক্রবারের ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৬২১।

প্রথম পাঠ - এফে ৪:১-২৪

ঊর্ধ্বে আরোহণ করে খ্রীষ্ট মানুষের হাতে দিলেন যত দান

ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে সেই বন্দি এই আমি তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হয়েছ, তারই যোগ্য ভাবে চল: সম্পূর্ণ বিনম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে, এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে চল, ভালবাসায় পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল হও, শান্তির বন্ধনেই আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও। দেহ এক, এবং আত্মা এক, যেমন তোমাদের আহ্বানের সেই প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হয়েছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। তথাপি খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখা আছে:

তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
মানুষের হাতে দিলেন যত দান।

কিন্তু, তিনি 'আরোহণ করলেন', এর অর্থ কি এই নয় যে, তিনি আগে পৃথিবীতে, এই নিম্নলোকেই অবরোহণ করেছিলেন? যিনি অবরোহণ করেছিলেন, তিনিই আবার নিখিল স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, যেন সমস্ত কিছুই নিজেতে পূর্ণ করতে পারেন। আর সেই 'দেওয়াটা' অনুসারে তিনি নিজেই কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী, কাউকে সুসমাচার-প্রচারক, কাউকে পালক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করলেন, যেন খ্রীষ্টের দেহ গেঁথে তোলার লক্ষ্যে তিনি সেবাকর্মের জন্য পবিত্রজনদের যথার্থই উপযুক্ত করে তুলতে পারেন—যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরপুত্র-সম্পর্কিত বিশ্বাস ও জ্ঞানের ঐক্যে পৌঁছে খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি, যেন আমরা আর শিশু না থাকি, এবং মানুষের চতুরতা এবং কুটিল ও ভ্রান্তিজনক ছলনার হাতে পড়ে আমরা যেন তরঙ্গমালার আঘাতে আলোড়িত না হই ও যে কোন মতবাদের বায়ুতে এদিক ওদিক চালিত না হই; বরং ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমরা যেন সব দিক দিয়ে তাঁরই উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, যিনি মাথা, সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রভাবে গোটা দেহটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হয়ে যত গ্রন্থির সহযোগিতায় ও প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারে এমনভাবে গড়ে উঠছে যেন ভালবাসায় নিজেকে গেঁথে তুলতে পারে।

সুতরাং আমি বলছি, প্রভুতেই জোর দিয়ে বলছি: তোমরা বিধর্মীদের মত আর চলো না: তারা তো শুধু নিজ নিজ অসার ধ্যানধারণায় চালিত, তাদের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের অন্তরের অজ্ঞতার দরুন ও তাদের হৃদয়ের কঠিনতার দরুন তারা ঈশ্বরের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তারা নিতান্ত লোলুপতার সঙ্গে সব ধরনের অশুচি কাজ করার জন্য অতৃপ্তিকর লোভের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে তেমন শিক্ষা পাওনি—অবশ্য যদি তাঁর কথা সত্যি শুনে থাক, ও তাঁর মধ্যে দীক্ষিত হয়ে থাক সেই সত্য অনুসারে যা যীশুতে নিহিত। সেই শিক্ষা অনুসারে, আগেকার জীবনধারণ ছেড়ে তোমাদের সেই পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে হবে, যে মানুষ প্রতারণাময় কামনা-বাসনায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছে; মনের নবপ্রেরণায় নিজেদের নবীকৃত করতে হবে, এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করতে হবে, যে মানুষ ধর্মময়তা ও

সত্যজনিত পুণ্যতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট।

শ্লোক এফে ৪:৮; সাম ৬৮:১৯; ৪৭:৬

প্র তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, বন্দিদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন,
উ তিনি মানুষকে উপঢৌকন দিলেন। আল্লেলুইয়া।
প্র পরমেশ্বর আরোহণ করছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে:
উ তিনি মানুষকে উপঢৌকন দিলেন। আল্লেলুইয়া।

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **১০ম বিভাগ ৯**

স্বর্গে আরোহণ করার আগে খ্রীষ্টের শেষ বাণী

সেই চত্বারিংশত্তম দিনে স্বর্গারোহণ করে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর যে দেহ নিম্নলোকে থাকবে, সেই দেহের যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন, কেননা তিনি জানতেন, তিনি স্বর্গারোহণ করছেন বিধায় অনেকে তাঁকে সম্মান জানাবে; কিন্তু তারা হয় তো পৃথিবীতে থাকা তাঁর নিজের অঙ্গগুলিকে মাড়িয়ে দেবে এ ভেবেই তিনি তাদের এ সম্মান-প্রদর্শন অসঙ্গত মনে করছিলেন। কেউ যে স্বর্গস্থিত মাথাকে সম্মান জানাবে আর মর্তস্থিত পা মাড়িয়ে দেবে, তেমন ভুল যেন না হয়, সেজন্য তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন তাঁর অঙ্গগুলি কোথায় থাকবে। স্বর্গারোহণ করতে উপক্রম হলে তিনি তাঁর চরম বাণী উচ্চারণ করলেন—এরপর পৃথিবীতে তিনি আর কোন কথা বলেননি: স্বর্গারোহণকারী মাথা তাঁর সেই মর্তস্থিত অঙ্গগুলির যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন, এরপর তিনি চলে গেলেন। খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে কথা বলতে তুমি আর শুনতে পাও না; তাঁকে কথা বলতে শুনতে পাও বটে, কিন্তু স্বর্গ থেকেই তিনি কথা বলেন। তিনি কেন স্বর্গ থেকে কথা বললেন? কেননা এ পৃথিবীতে তাঁর অঙ্গগুলিকে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। নির্যাতনকারী সৌলকে তিনি ঊর্ধ্ব থেকে বললেন, *সৌল, সৌল, তুমি আমাকে নির্যাতন করছ কেন?* আমি স্বর্গে আরোহণ করেছি বটে, তবু আমি এখনও পৃথিবীতে রয়েছি; আমি এখানে পিতার ডান পাশে আসীন বটে, তবু পৃথিবীতে আমি এখনও ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও প্রবাসী।

তবে স্বর্গারোহণের সময় উপস্থিত হলে তিনি কেমন করে পৃথিবীতে থেকে যাওয়া তাঁর আপন দেহের যত্ন করার কথা মনে রাখতে বললেন? শিষ্যেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, *প্রভু, আপনি কি এই সময়েই ইস্রায়েলের জন্য রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন?* তখন তিনি উত্তরে বললেন, *পিতা যে সকল কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়; তোমরা পরাক্রম লাভ করবে—সেই পবিত্র আত্মারই পরাক্রম, যিনি তোমাদের উপরে নেমে আসবেন, তখন তোমরা আমার সাক্ষী হবে।*

লক্ষ কর তিনি কত দূরে নিজ দেহকে প্রসারিত করছেন; লক্ষ কর কোথায় তিনি পদদলিত হতে চান না: *যেরুসালেম, সমস্ত যুদেয়া ও সামারিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।* আমি যেখানে আরোহণ করছি, সেই স্বর্গেই তো থাকছি। আরোহণ করছি, কেননা আমি মাথা, কিন্তু আমার দেহ এখনও পৃথিবীতে রয়েছে। তা কোথায় থাকে? পৃথিবী জুড়েই থাকে। সাবধান, তুমি যেন তাকে আঘাত না কর, কলুষিত না কর, পদদলিত না কর: স্বর্গারোহণ-লগ্নে এই তো খ্রীষ্টের চরম বাণী।

ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টীয় মনোভাব নিয়ে একটু ভেবে দেখ: সমাধির বুকে চলে যাওয়ার সময় মরণাপন্ন ব্যক্তির বাণী যখন উত্তরাধিকারীদের কাছে খুবই মধুময়, মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ লাগে, তখন সমাধির বুকে নেমে যাওয়ার সময় নয়, বরং স্বর্গে আরোহণ করার সময়ে উচ্চারিত খ্রীষ্টের চরম বাণী তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে আর কতই না কী হবার কথা!

জীবনযাপন ক'রে যে মারা গেছে, তার আত্মাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, তার দেহ মাটিগর্ভে শায়িত হয়; তার কথা কেউ মানে কিনা, তেমন চিন্তা এ ব্যক্তির নেই; তার এখন অন্য কিছু করার বা ভোগ করার আছে: সেই সমাধিতে অচেতন একটা লাশ রয়েছে; অথচ মৃত্যুকালে উচ্চারিত তার সেই চরম বাণী যত্নের সঙ্গেই পালন করা হয়।

যিনি স্বর্গে সমাসীন আছেন, যিনি দেখতে পান তাঁর বাণী অমান্য করা হয় কিনা, যিনি বললেন, সৌল, সৌল,

তুমি আমাকে নির্যাতন করছ কেন, যিনি তাঁর আপন অঙ্গগুলির নির্যাতন দে'খে শেষ বিচারের জন্য তার হিসাব রাখেন, যারা তাঁর চরম বাণী পালন করে না, তারা কীবা আশা রাখতে পারে?

শ্লোক সাম ২৪:৭; যোহন ১২:২৩

প্র হে তোরণ, উত্তোলন কর শির!

উ উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। আল্লেলুইয়া।

প্র মানবপুত্র গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে।

উ উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করুন গৌরবের রাজা। আল্লেলুইয়া।

বিকল্প **(খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **প্রভুর স্বর্গারোহণ, উপদেশ**

যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন,
তিনি ব্যতীত কেউই স্বর্গে আরোহণ করেনি

আজ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেছেন; আমাদের হৃদয় তাঁর সঙ্গে আরোহণ করুক!

এসো, আমরা প্রেরিতদূতের বাণী শুনি: *তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়।* কেননা যেমন তিনি স্বর্গারোহণ করলেন অথচ আমাদের ছেড়ে যাননি, তেমনিভাবে আমাদের দেহে প্রতিশ্রুতি এখনও প্রকাশ না পেলেও তবু আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে তাঁর সঙ্গে আছি।

তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন বটে, তথাপি তাঁর অঙ্গগুলি হয়ে আমরা পৃথিবীতে যত কষ্ট অনুভব করি, তিনিও তা ভোগ করেন। এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে তিনি ঊর্ধ্বলোক থেকে বলেন, *সৌল, সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন কর?* আবার বলেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ।*

তবে কেনই বা আমরাও পৃথিবীতে এমনভাবে পরিশ্রম করি না যাতে করে সেই বিশ্রাম, আশা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে (এর দ্বারাই তো আমরা তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত আছি!) তাঁর সঙ্গে স্বর্গলোকে ইতিমধ্যেই বিশ্রাম পেতে পারি? সেখানে থাকলেও তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন; এখানে থাকলেও আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। তিনি সেখানে আছেন ঈশ্বরত্ব, আধিপত্য ও ভালবাসায় মণ্ডিত হয়ে; এখানে আমরা তাঁর মত ঈশ্বরত্বে মণ্ডিত হতে না পারলেও, তবু তাঁর মধ্যে থেকে আমরাও ভালবাসায় মণ্ডিত হতে পারি।

যখন তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের কাছে নেমে এলেন তখন স্বর্গ ছেড়ে আসেননি; তিনি আবার স্বর্গারোহণ করে আমাদেরও ছেড়ে যাননি। তিনি যে পৃথিবীতে থাকাকালেও স্বর্গলোকে ছিলেন, একথায় তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: *স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র।*

একথা ঐক্যের খাতিরেই বলা হয়েছিল, কেননা তিনি হলেন আমাদের মাথা আর আমরা হলাম তাঁর দেহ। অতএব তিনি ব্যতীত কেউই তেমন কাজ সাধন করতে পারে না, কেননা আমরা ও তিনি একই, এই কারণে যে, তিনি আমাদের জন্য মানবসন্তান, আর আমরা তাঁর জন্য ঈশ্বরের সন্তান।

এ প্রসঙ্গে প্রেরিতদূত বলেন, দেহ যেমন এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব ক'টি মিলে এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ। প্রেরিতদূত বলেন না 'খ্রীষ্ট সেইরূপ,' বরং 'খ্রীষ্টও সেইরূপ।' অতএব খ্রীষ্ট হলেন সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আবার একদেহ।

তাই যিনি দয়ার খাতিরে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, একা তিনিই স্বর্গে আরোহণ করলেন, কিন্তু অনুগ্রহের খাতিরে আমরাও তাঁর মধ্যে ছিলাম। একা খ্রীষ্টই নেমে এলেন, একা খ্রীষ্টই স্বর্গারোহণ করলেন, কিন্তু এর কারণ এ নয় যে, পাছে মাথার মর্যাদা দেহের সঙ্গে মিশে যায়, বরং দেহের ঐক্য যেন মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়।

শ্লোক শিষ্য ১:৩,৯,৪

প্র নিজের যন্ত্রণাভোগের পরে খ্রীষ্ট চল্লিশদিন ধরে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে

নানা কথা বলেছিলেন।

℣ তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আল্লেলুইয়া।

℟ তাঁদের সঙ্গে থাকাকালে তিনি আদেশ করেছিলেন, তাঁরা যেরুসালেম থেকে চলে না গিয়ে বরং যেন পিতার সেই প্রতিশ্রুতি-পূরণের অপেক্ষায় থাকেন।

℣ তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আল্লেলুইয়া।

বিকল্প (গ বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **২য় পুস্তক ১,৩৩,৩৫**

খ্রীষ্টে পিতার দান

প্রভু তো পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে, অর্থাৎ স্রষ্টা, ও একমাত্র পুত্র ও দানের স্বীকারোক্তিতে মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে আদেশ দিলেন।

সর্বস্রষ্টা এক। কেননা সেই পিতা ঈশ্বর যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়, তিনি এক; আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই একমাত্র পুত্র যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, তিনিও এক; আর সেই আত্মা যাঁকে সকলের মধ্যে দানরূপে দেওয়া হয়েছে, তিনিও এক। অতএব সবকিছু যার যার শক্তি ও গুণ অনুসারেই নিরূপিত: এক অধিকার তথা এক পিতা যাঁর কাছ থেকে সবকিছু উদ্গত হয়; এক সন্তান যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে; এক দান তথা এক আত্মা যাঁতে পূর্ণ প্রত্যাশা অবস্থিত। তেমন সিদ্ধির মধ্যে অভাবের মত কিছুও পাওয়া যাবে না; কেননা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা পরম সিদ্ধতামণ্ডিত: সেই সনাতন জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলতে কিছু নেই; প্রতিমূর্তিতে রয়েছে সত্যপ্রকাশ; ও সেই দানে রয়েছে উপভোগ।

এসো, স্বয়ং প্রভুর মুখে শুনি আমাদের মধ্যে তাঁর ভূমিকা কী; তিনি বলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না। তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যময় আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন। তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন।*

অনেক প্রতিশ্রুতির মধ্যে এগুলি জ্ঞান-পথের জন্য বলা হয়েছে, এগুলিতে ব্যক্ত আছে দাতার ইচ্ছা এবং দানের স্বরূপ ও শর্ত। যেহেতু আমাদের দুর্বলতা পিতা ও পুত্রের রহস্য বুঝতে সক্ষম নয়, সেজন্য পবিত্র আত্মার দান ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ঈশ্বরের দেহধারণ কঠিন মর্মসত্য বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস আলোকিত করে।

সুতরাং সেই দান জ্ঞানের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়। কেননা মানবীয় ইন্দ্রিয়গুলি নিরর্থক হয়ে যেত যদি সেগুলির কর্মশক্তি শেষ হয়ে যেত, যেমন: আলো বা দিন না থাকলে, চোখের কোন উপকারিতা হয় না; কণ্ঠ বা শব্দ না থাকলে, কান কোন কাজে লাগে না; গন্ধ-বিস্তার না থাকলে, নাক নিষ্কর্মা থাকে; আর তেমন কিছু তাদের স্বরূপের দোষে ঘটে না, বরং তা ঘটে ব্যবহার্য বস্তুর অভাবে। ঠিক তাই ঘটে মানবাত্মার বেলায়: বিশ্বাসগুণে সে যদি পবিত্র আত্মার দান গ্রহণ করে না থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধে তার একপ্রকার জ্ঞান থাকবেই বটে, কিন্তু তাঁকে জানবার আলোই তার থাকবে না।

খ্রীষ্টে যে দান দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণরূপে সকলকেই দান করা হয়: কোন দিকে তার কোন অভাব নেই; প্রত্যেকজনের চাহিদা অনুসারেই তা দেওয়া হয়; প্রত্যেকজনের স্বেচ্ছাকৃত যোগ্যতা অনুসারেই তা মানুষের অন্তরে বাস করে। এ দান জগতের সমাপ্তি পর্যন্তই আমাদের সঙ্গে থাকবে, এ দান হল আমাদের প্রত্যাশার সান্ত্বনা, এ দান হল ভাবীকালের মঙ্গলদানগুলির পূর্ণতার অগ্রিমদান, এ দান হল আমাদের মনের আলো,

আমাদের অন্তরের প্রভা।

শ্লোক যোহন ১৪:১; ১৬:৭,২৬

প্র যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমার পক্ষে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে; তোমরা দুঃখ করো না, তোমাদের হৃদয় যেন কম্পিত না হয়।

উ আমি তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তোমাদের রক্ষা করেন। আল্লেলুইয়া।

প্র আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; বরং যদি যাই, তাহলে আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাব।

উ আমি তোমাদের জন্য পিতাকে অনুরোধ করব, তিনি যেন তোমাদের রক্ষা করেন। আল্লেলুইয়া।

শুক্রবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৬ষ্ঠ সপ্তাহের শনিবারের ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৬২৬।

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৩:১-১০

আমরা ঈশ্বরসন্তান

প্রিয়জনেরা, দেখ, পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন,
যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত,
আর আমরা তো তাই!
এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না,
কারণ তাঁকেই সে জানেনি।
প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান;
আর কী হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।
আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব,
কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে,
সে নিজেকে পুণ্যবান করে তোলে, তিনি নিজেই যেমন পুণ্যবান।
কেউ যদি পাপ করে, সে জঘন্য কাজ করে,
আর পাপটা হল এ জঘন্য কাজ।
আর তোমরা তো জান যে,
পাপ হরণ করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন,
আর তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই।
যে কেউ তাঁর মধ্যে স্থিতমূল থাকে,
সে পাপ করে না।
যে কেউ পাপ করে,
সে তাঁকে দেখেওনি, তাঁকে জানেওনি।
বৎস, কেউ যেন তোমাদের প্রতারণা না করে:
যে ধর্মাচরণ করে, সে ধর্মময়, তিনি নিজে যেমন ধর্মময়।
যে পাপ করে, সে দিয়াবল থেকে উদ্গত,

কারণ আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে।
দিয়াবলের কর্ম বিনাশ করার জন্যই
ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন।
যে কেউ ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত, সে পাপ করে না,
কারণ তাঁর বীজ তার অন্তরে থাকে;
পাপ করার শক্তি তার নেই, কারণ সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত।
এতেই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান নির্ণিত হয়:
যে কেউ ধর্মাচরণ করে না, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গত নয়;
আর নিজের ভাইকে যে ভালবাসে না, সেও নয়।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১,২

প্র দেখ, পিতা কী অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:
উ আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই। আল্লেলুইয়া।
প্র আমরা জানি, তিনি প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।
উ আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **৪র্থ বিভাগ ৪-৬**

খ্রীষ্টানের সমস্ত জীবন একটি পুণ্য আকাঙ্ক্ষা

দেখ, পিতা কী অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন, যার জন্য আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই। যারা সন্তান বলে অভিহিত হয়েও সন্তান নয়, তাদের যখন সেই বাস্তবতা নেই, তখন 'সন্তান' নামটি ধরে তাদের কী লাভ? অনেকেই তো নামে চিকিৎসক অথচ চিকিৎসা করতে অক্ষম; অনেকে নামে প্রহরী অথচ সারা রাত ঘুমায়! একই প্রকারে অনেকে নিজেদের খ্রীষ্টান বলে অভিহিত করে অথচ কাজে তেমন নয়, অর্থাৎ জীবনধারণে খ্রীষ্টান নয়, আচরণেও নয়, বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসায়ও নয়। জগতে সবাই খ্রীষ্টান আবার সবাই দুর্জন, কেননা সারা জগদ্‌জুড়েই রয়েছে দুর্জনেরা আবার সারা জগদ্‌জুড়েই রয়েছে ধার্মিকেরা: কিন্তু এরা ওদের জানে না। *এজন্যই জগৎ আমাদের জানে না, কারণ তাঁকেই সে জানেনি।* স্বয়ং প্রভু যীশুখ্রীষ্টই এজগতে চলাচল করেছিলেন: আমাদের মাংসের দুর্বলতায় গুপ্ত হয়ে তিনি মানবেশ্বর ছিলেন। কেন কেউ তাঁকে জানল না? কারণ তিনি মানুষের সামনে তাদের সমস্ত পাপ তুলে ধরতেন। পাপের কামনায় আসক্ত হয়ে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারত না; রিপুজনিত জ্বর যা দেখাত তা ভালবাসাতে তারা চিকিৎসককে অপমানই করত।

তবে আমরা? আমরা তো ইতিমধ্যে তাঁর কাছ থেকে জন্ম নিয়েছি বটে, কিন্তু প্রত্যাশায়ই জন্ম নিয়েছি। *প্রিয়জনেরা, এখন তো আমরা ঈশ্বরের সন্তান।* এখন? তাহলে এখন যদি আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তবে কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? *আমরা কী যে হয়ে উঠব, এখনও তা প্রকাশিত হয়নি।* আমরা কি ঈশ্বরের সন্তান না হয়ে বরং আলাদা কিছু হব? পরবর্তী বাণী শোন: *আমরা জানি, প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।* তাহলে আমরা কোন্ দানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি? *আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।* জিহ্বা যতটুকু পেরেছে ততটুকু বলেছে, বাকি কিছু অন্তরেই ধ্যান করা হোক। যিনি আছেন, তাঁর তুলনায় স্বয়ং যোহনের বাণী কী! আর আমরা যারা তাঁর মাহাত্ম্য থেকে বহু দূরে, এ আমরাও কী বলতে পারব?

অতএব এসো, তাঁর সেই তৈলাভিষেকের কাছে ফিরে যাই; এসো, ফিরে যাই সেই তৈলাভিষেকের কাছে যা আমরা যা বলতে অক্ষম তা অন্তরেই শেখায়। আর যেহেতু তোমরা এখনও দেখতে পার না, সেজন্য তোমাদের প্রচেষ্টা আকাঙ্ক্ষায়ই ব্যক্ত হোক। উত্তম খ্রীষ্টানের সমস্ত জীবন একটি পুণ্য আকাঙ্ক্ষা। তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর, তা এখনও দেখতে পাও না, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা করতে করতে তুমি ঠিক যেন প্রসারিত হও, যাতে করে যা দেখবার কথা তা যখন আসবে তখন তুমি তাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পার। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এসো, আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ আমাদের পরিপূর্ণ হতেই হবে।

দেখ কিভাবে পল নিজ প্রাণ প্রসারিত করেন যাতে যা পাবার কথা তিনি পূর্ণমাত্রায়ই তা গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেন, *আমি যে ইতিমধ্যে তেমন পুরস্কার জয় করেছি কিংবা ইতিমধ্যে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছেছি, তা নয়; ভাইয়েরা, আমি নিজের বেলায় মনে করি না, ইতিমধ্যে তা জয় করেছি।* তাহলে এজীবনে তুমি কী করছ, যখন এখনও তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু পেতে পারনি? *আমি এটুকু জানি, পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-সীমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি।* তিনি নিজেকে একাগ্র বললেন; আবার বললেন, তিনি লক্ষ্য অনুসারে দৌড়তে থাকেন। অনুভব করছিলেন, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি,* তিনি তা গ্রহণ করতে অক্ষম ছিলেন। আমাদের জীবন এ: আমরা যেন আকাঙ্ক্ষা করায় চর্চা করি; আর জগতের ভালবাসা থেকে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা যতখানি ছিন্ন করব, আকাঙ্ক্ষা ততখানি আমাদের উদ্দীপিত করবে। এসো, খ্রীষ্টে নিজেদের প্রসারিত করি, তিনি যখন আসবেন তখন যেন আমাদের পরিপূর্ণ করেন: *আমরা তাঁর সদৃশ হব, কারণ তাঁকে দেখতে পাব যেইরূপে তিনি আছেন।*

শ্লোক ফিলি ৩:২০-২১; তীত ২:১২-১৩

প্র আমরা তো পরিত্রাতারূপে প্রভু যীশুখ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় রয়েছি।
উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।
আল্লেলুইয়া।
প্র এসো, আমরা এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময়, ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের
প্রতীক্ষায় থাকি।
উ তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।
আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২২:২২–২৩:১১

ইহুদী মহাসভার সামনে পল

ইহুদীরা এপর্যন্ত তাঁর কথা শুনেছিল, কিন্তু তাঁর এই কথায় জোর গলায় বলতে লাগল, 'ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও! ও বেঁচে থাকার যোগ্য নয়!' এবং চিৎকার করতে করতে নিজেদের চাদর ফেলে দিচ্ছিল ও ধুলো আকাশে উড়িয়ে দিচ্ছিল, তাই সহস্রপতি পলকে দুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন, এবং লোকেরা কোন্ দোষের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এতই চিৎকার করছে, তা জানবার জন্য কড়া বেত মেরে তাঁকে জেরা করতে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু তারা যখন তাঁকে কশা দিয়ে বাঁধল, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পল তাঁকে বললেন, 'একজন রোমীয় নাগরিককে বিচার না করেই বেত মারা আপনাদের পক্ষে কি বিধেয়?' কথাটা শুনে শতপতি সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'আপনি কী করতে যাচ্ছেন? লোকটা তো রোমীয় নাগরিক!' তাই সহস্রপতি তাঁকে এসে বললেন, 'আমাকে বল, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সহস্রপতি প্রতিবাদ করে বললেন, 'এই নাগরিকত্ব আমি বহু অর্থের বিনিময়েই পেয়েছি।' পল বললেন, 'আমি জন্মসূত্রেই তা-ই।' তাই যাদের তাঁকে জেরা করার কথা ছিল, তারা তখনই পিছিয়ে গেল; সহস্রপতিও ভয় পেলেন, কেননা বুঝতে পারলেন যে পল ছিলেন রোমীয় নাগরিক, আর তিনি তাঁকে শেকল দিয়েই বেঁধে রেখেছিলেন।

পরদিন, ইহুদীরা কিজন্যই বা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, তা সঠিকভাবে জানবার ইচ্ছায় সহস্রপতি তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন, ও প্রধান যাজকদের ও গোটা মহাসভাকে সমবেত হবার জন্য আদেশ দিলেন; পরে পলকে এনে তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

মহাসভার দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সবসময়

সদ্বিবেকেই আচরণ করেছি।' এতে মহাযাজক আনানিয়াস তাঁর মুখে আঘাত করতে নিজ অনুচারীদের আজ্ঞা দিলেন। তখন পল তাঁকে বললেন, 'চুনকাম-করা দেওয়াল! একদিন ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি বিধান অনুসারেই আমার বিচার করতে আসন নিয়েছ, অথচ বিধানের বিরুদ্ধেই কি আমাকে আঘাত করতে আজ্ঞা দিয়েছ?' অনুচারীরা বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করছ?' পল বললেন, 'ভাইয়েরা, আমি তো জানতাম না যে, উনি মহাযাজক; কেননা লেখা আছে, *তোমার জাতির কোন নেতাকে তুমি অভিশাপ দেবে না।*'

কিন্তু পল ভালই জানতেন যে, তাদের একটা অংশ সাদুকি ও একটা অংশ ফরিসি, তাই মহাসভার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভাই, আমি ফরিসি ও ফরিসির সন্তান! মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধেই আমার বিচার করা হচ্ছে।' তিনি কথাটা বলতে না বলতেই ফরিসি ও সাদুকিদের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল, সভার সদস্যেরা দু' দলে বিভক্ত হলেন। কারণ সাদুকিরা বলেন, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত ও আত্মাও নেই; অপরদিকে ফরিসিরা দু'টোই স্বীকার করে। তখন বড় কোলাহল শুরু হয়ে গেল, এবং ফরিসি দলের কয়েকজন শাস্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে করতে বললেন, 'আমরা এর কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হতেও পারে যে, কোন আত্মা বা কোন দূত এর কাছে কথা বলেছেন!' বিবাদ এতই তীব্র হয়ে উঠছিল যে, পাছে তারা পলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, এই ভয়ে সহস্রপতি আদেশ দিলেন, যেন সৈন্যেরা নেমে এসে তাদের মধ্য থেকে পলকে কেড়ে নিয়ে দুর্গে নিয়ে যায়। পর রাতে প্রভু পলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুসালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।'

শ্লোক শিষ্য ২৩:১১; ২৬:১৮

প্র প্রভু একথা বললেন, সাহস ধর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যেরুসালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ,
উ তেমনি রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র আমাতে বিশ্বাস রেখে তারা যেন পাপমোচন পেতে পারে এবং পবিত্রিতজনদের মধ্যে উত্তরাধিকার পেতে পারে,
উ সেজন্য রোমেও তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হবে। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৪:৩-৪**

তোমার জন্য মহত্তর কিছু সঞ্চিত রাখছি

বিশ্বাস প্রভুর স্বর্গারোহণ দ্বারা বৃদ্ধি পেল ও পবিত্র আত্মা-দান দ্বারা স্থিতমূল হয়ে উঠল, এজন্যই শিষ্যেরা আর কোন বন্ধন, কারাবাস, নির্বাসন, ক্ষুধা, আগুন, নরগ্রাসী পশু ও নির্দয় নির্যাতকদের তীব্রতম পীড়ন ভয় করলেন না। এ বিশ্বাসের জন্য, সারা বিশ্ব জুড়ে পুরুষ মানুষ শুধু নয়, নারীরাও, ছোট ছেলেরা শুধু নয়, কোমল কুমারীরাও রক্তদান পর্যন্তই লড়াই করল। এ বিশ্বাস-ই অপদূতদের বিতাড়িত করল, অসুস্থদের নিরাময় করল, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করল। সেই ধন্য প্রেরিতদূতেরা যাঁরা তত অলৌকিক কাজ দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েও ও তত উপদেশের শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়েও প্রভুর নির্মম যন্ত্রণাভোগে এতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর পুনরুত্থানের সত্যকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েই গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁর স্বর্গারোহণ দ্বারা এত উপকার পেলেন যে, আগে যা তাঁদের ভয়ে অভিভূত করেছিল, তা এখন আনন্দের কারণেই পরিণত হল। তাঁরা পিতার ডান পাশে সমাসীন সেই খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে ধ্যানমগ্ন ছিলেন; দৈহিক দৃশ্যের বস্তু তাঁদের বাধা দিতে পারছিল না, ফলে তাঁরা অবাধে তাঁরই দিকে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারছিলেন যিনি অবরোহণ করে পিতাকে ছেড়ে যাননি, আরোহণ করেও শিষ্যদের কাছ থেকে দূরে যাননি।

প্রিয়জনেরা, মানবপুত্র তখনই উৎকৃষ্ট ও পবিত্রতম ভাবে নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলে প্রকাশ করলেন, যখন পিতার মহিমময় গৌরবে প্রবেশ করলেন, আর যদিও এখন মানবতায় দূরবর্তী, তবু ঈশ্বরত্বে আগের চেয়ে অধিক উপস্থিত হতে লাগলেন। তখন, খ্রীষ্টে যে দৈহিক পদার্থ পিতার চেয়ে নিম্নতর, তেমন পদার্থের অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস গভীরতর সচেতনতায় মনশ্চক্ষু দিয়েই পিতার সমতুল্য সেই পুত্রের কাছে যেতে লাগল; কেননা গৌরবান্বিত দেহের স্বরূপ থাকা সত্ত্বেও তবু ভক্তদের বিশ্বাস দৈহিক হাত দিয়ে নয়, আত্মিক ধীশক্তি দিয়েই খ্রীষ্টের

মধ্যে সেই একমাত্র-জনিতকে স্পর্শ করতে একাগ্র ছিল যিনি আপন জনকের সমতুল্য। এজন্যই পুনরুত্থানের পরে খ্রীষ্ট সেই মাগদালার মারীয়াকে যিনি মণ্ডলীর প্রতীকস্বরূপ হয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে ব্যগ্র ছিলেন, তাঁকে বললেন, *আমাকে স্পর্শ করো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে আরোহণ করিনি।* অন্য কথায়: আমি চাই না, তুমি দেহগতভাবে আমার কাছে আসবে, তাও চাই না, তুমি দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাকে চিনবে; আমি তোমার জন্য উৎকৃষ্ট কিছু সঞ্চিত রাখছি, মহত্তর কিছু প্রস্তুত করছি। আমি যখন পিতার কাছে আরোহণ করব, তুমি তখন আরও নিখুঁত ও সত্যময় ভাবে আমাকে স্পর্শ করবে, কেননা তুমি যা স্পর্শ কর না তা লাভ করবে, ও যা দেখ না তা বিশ্বাস করবে। আর যখন শিষ্যদের চোখ বিস্ময়ের সঙ্গে সেই প্রভুর দিকে তাকাচ্ছিল যিনি স্বর্গারোহণ করছিলেন, তখন উজ্জ্বল সাদা পোশাক-পরা দু'জন স্বর্গদূত তাঁদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, হে *গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশুকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন।*

মণ্ডলীর সকল সন্তানকে এ বাণী দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, অর্থাৎ, তারা যেন বিশ্বাস করে যে, যে দেহে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গারোহণ করলেন, সেই একই দেহে তিনি প্রকাশ্যে আসবেন। সবকিছু যে তাঁর অধীনে থাকবে, একথাও সন্দেহের অতীত, কেননা জন্মলগ্ন থেকেই তিনি স্বর্গদূতদের সেবার পাত্র ছিলেন। বস্তুতপক্ষে এক দূত ধন্যা কুমারীকে সংবাদ দিলেন তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে খ্রীষ্টকে গর্ভে ধারণ করবেন; আবার, স্বর্গবাহিনীর কণ্ঠ রাখালদের কাছে মারীয়ার গর্ভে তাঁর জন্মের কথা ঘোষণা করল; আবার, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষ্যদান স্বর্গদূতেরাই বহন করলেন; একই প্রকারে দূতেরাই প্রচার করলেন, তিনি জগৎকে বিচার করতে দেহগতভাবে আসবেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য, আমরা যেন একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি বিচারিত হবার জন্য এজগতে এলে যখন এতগুলো স্বর্গীয় প্রাণী তাঁর সেবা করলেন, তিনি বিচার করতে এলে তখন আর কতই না স্বর্গীয় প্রাণী তাঁর চারপাশে থাকবার কথা।

শ্লোক শিষ্য ১:১১,১০

প্র হে গালিলেয়ার মানুষ, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আল্লেলুইয়া।
উ যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র তিনি চলে যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাদা পোশাক-পরা দু'জন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; তাঁরা বললেন:
উ যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, তিনি সেভাবে আবার ফিরে আসবেন। আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

শনিবার

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৬ষ্ঠ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পালনীয়।

প্রভুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব ৭ম সপ্তাহের রবিবারে উদ্‌যাপিত হলে, তাহলে এদিনে ৭ম সপ্তাহের রবিবারের ব্যবস্থা পালনীয়, পৃঃ ৬৩১।

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ যোহন ৩:১১-১৭

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রিয়জনেরা, যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ:
আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।
কাইনের মত যেন না হই: সে ছিল সেই ধূর্তজন থেকে উদ্গত,
এবং নিজের ভাইকে বধ করেছিল।

আর তাকে কেন বধ করেছিল?
কারণ তার নিজের কাজকর্ম ছিল পাপময়,
কিন্তু ভাইয়ের কর্ম ছিল ধর্মসম্মত।
সুতরাং ভাই, জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে,
এতে আশ্চর্য হয়ো না।
আমরা জানি যে,
মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
যে ভালবাসে না, সে মৃত্যুতে বসবাস করে।
যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক;
আর তোমরা তো জান, যে কেউ নরঘাতক,
তার অন্তরে অনন্ত জীবন থাকে না।
এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম,
কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।
কিন্তু কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে
সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও
তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে,
তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে?

শ্লোক ১ যোহন ৩:১৬,১৪

প্র এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন:
উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।
প্র আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছি ভাইদের ভালবাসি বিধায়।
উ সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহনের প্রথম পত্রে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি ৫ম বিভাগ ১১-১৩

বিশ্বাস ও ভালবাসার আজ্ঞা

এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম। এখানে সাধু যোহন সেই সিদ্ধ ভালবাসার কথা বলছেন যা পালনীয় ব'লে আমরা বলে এসেছি: *এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম, কারণ তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছেন; সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।* এই যে, কোত্থেকে আসছিল সেই ভালবাসা: *পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর।* তোমরা যেন একথা জানতে পার যে, তিনি চাচ্ছিলেন পিতর তাঁর মেষগুলিকে এমনভাবেই পালন করবেন যাতে সেই মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন, সেজন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে চললেন, *তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে।* তিনি বলে চলেন, *পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যীশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।* যাঁকে তিনি বলেছিলেন, *তুমি আমার মেষগুলিকে পালন কর,* তিনি তাঁকে তাঁর মেষগুলির জন্য প্রাণ দিতে শেখাচ্ছিলেন।

ভ্রাতৃগণ, ঐশভালবাসা কোথা থেকে শুরু হয়? আর একটু মনোযোগ দাও: ভালবাসা যে কোথায় সিদ্ধিলাভ করে একথা তোমরা শুনেছ; সুসমাচারে প্রভু আমাদের দেখিয়েছেন তার লক্ষ্য ও তার মাধ্যম: *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।* অতএব তিনি সুসমাচারে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ভালবাসা আমাদের দেখালেন; এখানে সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ভালবাসা পালনীয় ব'লে উপস্থাপন করেন। তোমরা কিন্তু নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখছ: কবে আমরা এ ঐশভালবাসা পেতে পারি? নিজের বিষয়ে তত শীঘ্রই নিরাশ হয়ো না; হয় তো

ঐশভালবাসা তোমার অন্তরে জন্মেছে, কিন্তু এখনও সিদ্ধিলাভ করেনি; তার পুষ্টিসাধন কর, যেন নিঃশেষ না হয়। হয় তো তুমি আমাকে বলবে, আমি কোত্থেকে তা জানতে পারব? আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি ঐশভালবাসা কোথায় সিদ্ধিলাভ করে, এবার এসো, শুনি তার উৎপত্তি কোথায়।

কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে? এই তো ঐশভালবাসার উৎপত্তি! তুমি যদি এখনও ভাইয়ের জন্য মরতে প্রস্তুত নও, কমপক্ষে তুমি যেন তোমার সম্পদের একটা অংশ তাকে দিতে রাজি হও। হয় তো তুমি বলবে, এ কি আমার ব্যাপার? তার যেন কষ্ট না হয় তবে কি আমার টাকাপয়সা তাকে দিতে হবে? তোমার অন্তর যদি তোমাকে এভাবে উত্তর দেয়, তবে পিতার ভালবাসা তোমার মধ্যে মোটেই নেই। যদি পিতার ভালবাসা তোমার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি ঈশ্বর থেকে জাত নও। কী করেই বা তুমি গর্ব করতে পার, তুমি খ্রীষ্টান? সেই নাম তোমার আছে বটে, তার কাজকর্ম কিন্তু তোমার নেই।

অপরদিকে কাজকর্মে যদি তোমার নামের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে লোকে তোমাকে বলুক, তুমি অখ্রীষ্টান, তুমি কিন্তু কাজকর্মে দেখাচ্ছ, তুমি খ্রীষ্টান। কেননা কাজকর্মের মাধ্যমেই তুমি যদি না দেখাতে পার তুমি খ্রীষ্টান, তখন সকলেই তোমাকে খ্রীষ্টান বলুক, কিন্তু সেই নামে তোমার কী লাভ যখন তার বাস্তবতা চোখে পড়ে না? *কারও পার্থিব সম্পদ থাকলে সে যদি নিজ ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার জন্য নিজের হৃদয় রুদ্ধ করে রাখে, তাহলে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার অন্তরে থাকবে? বৎসেরা, এসো, আমরা কথায় নয়, মুখেও নয়, বরং কাজে ও সত্যিকারে ভালবাসি।*

শ্লোক ১ যোহন ৪:২০-২১; মার্ক ১২:৩৩

প্র নিজের ভাইকে—যাকে সে দেখেছে—যে ভালবাসে না, সেই ঈশ্বরকে—যাঁকে সে দেখেনি—তাঁকে ভালবাসতে পারে না।

উ আমরা তাঁর কাছ থেকে এ আজ্ঞা পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে। আল্লেলুইয়া।

প্র প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

উ আমরা তাঁর কাছ থেকে এ আজ্ঞা পেয়েছি: ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, তাকে নিজের ভাইকেও ভালবাসতে হবে। আল্লেলুইয়া।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - শিষ্য ২৩:১২-৩৫

পলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

সকাল হলে ইহুদীরা গোপন মন্ত্রণাসভায় বসল, এবং বিনাশ-মানতে নিজেদেরই আবদ্ধ করে শপথ করল, যে পর্যন্ত তারা পলকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না। যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ নিল, সংখ্যায় তারা চল্লিশজনের বেশি। তারা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণবর্গকে গিয়ে বলল, 'আমরা এক মহা বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি: যে পর্যন্ত পলকে হত্যা না করি, সেপর্যন্ত আমরা কিছুই মুখে দেব না। তাই আপনারা এখন মহাসভার সঙ্গে সহস্রপতির কাছে এই আবেদন জানান, তিনি যেন তাকে আপনাদের সামনে এনে হাজির করান; আপনারা এমনি বলবেন যে, আপনারা আরও সূক্ষ্মতররূপে তার বিষয়ে বিচার করতে যাচ্ছেন। আর সে এসে পৌঁছবার আগে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হব।'

কিন্তু পলের বোনের ছেলে তাদের এই চক্রান্তের কথা জানতে পেরে দুর্গে চলে গেল, এবং প্রবেশ করে পলকে কথাটা জানাল, আর পল একজন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এই যুবকটিকে সহস্রপতির কাছে নিয়ে যান, কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।' তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতিকে গিয়ে বললেন, 'বন্দি পল আমাকে ডাকিয়ে এনে এই যুবকটিকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বলার আছে।' সহস্রপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সকলের আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার

কাছে তোমার কী বলার আছে?' সে বলল, 'ইহুদীরা একমত হয়ে এ স্থির করেছে যে, পলের বিষয়ে আরও সূক্ষ্মতররূপে তদন্ত করার সূত্রে তারা আগামীকাল তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যাবার জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবে। আপনি তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশজনের বেশি লোক তাঁর জন্য ওত পেতে আছে; তারা এমন বিনাশ-মানতে নিজেদের আবদ্ধ করেছে যে, যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করে, সেপর্যন্ত তারা খাদ্য-পানীয় কিছুই স্পর্শ করবে না; এখন তারা প্রস্তুত হয়ে আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছে।' সহস্রপতি যুবকটিকে এই আদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন, 'তুমি যে আমাকে এই খবর দিয়েছ, তা কাউকে বলবে না।'

পরে দু'জন শতপতিকে ডাকিয়ে এনে তিনি বললেন, 'ব্যবস্থা কর, যেন রাত ন'টার মধ্যে সীজারিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য দু'শোজন পদাতিক, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দু'শোজন বর্শাধারী প্রহরী প্রস্তুত থাকে। তাছাড়া পলের জন্যও বাহন প্রস্তুত করা হোক, যেন তাকে অক্ষত অবস্থায় প্রদেশপাল ফেলিক্সের কাছে পৌঁছে দিতে পার।' তারপর তিনি এই মর্মে একটা পত্রও লিখে দিলেন: 'আমি ক্লাউদিউস লিসিয়াস, মহামান্য প্রদেশপাল ফেলিক্সের সমীপে: মঙ্গলবাদ! ইহুদীরা একে ধরে হত্যা করতে যাচ্ছিল বিধায় আমি সৈন্যদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে তার প্রাণ বাঁচালাম, কেননা জানতে পারলাম যে, এ রোমীয় নাগরিক। তারা এর বিরুদ্ধে কোন্ অভিযোগ আনছে, তা জানবার ইচ্ছায় আমি তাদের মহাসভায় একে নিয়ে গেলাম। আর বুঝতে পারলাম, অভিযোগটা তাদের বিধান সংক্রান্ত কোন না কোন বিবাদে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন কোন অভিযোগ পেলাম না, যার ভিত্তিতে তাকে প্রাণদণ্ড বা কারাদণ্ড দেওয়া চলে। উপরন্তু, খবর পেলাম যে, এর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, তাই দেরি না করে একে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এর বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তাদেরও নোটিস দিয়েছি, যেন এর বিরুদ্ধে তাদের যা বলার আছে, আপনার সাক্ষাতেই তা পেশ করে।'

আদেশ অনুসারে সৈন্যেরা সেই রাতে পলকে আন্তিপাত্রিসে নিয়ে গেল। পরদিন পলের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ভার অশ্বারোহীদের হাতে তুলে দিয়ে তারা দুর্গে ফিরে এল। অশ্বারোহীরা সীজারিয়ায় এসে পৌঁছে প্রদেশপালের হাতে পত্রটা তুলে দিয়ে পলকেও তাঁর সামনে হাজির করল। পত্রটা পড়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পল কোন্ প্রদেশের মানুষ, এবং তিনি যে কিলিকিয়ার মানুষ, একথা জানতে পেরে বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ আছে, তারা যখন আসবে, তখন তোমার ব্যাপার শুনব।' এবং আজ্ঞা দিলেন, যেন তাঁকে হেরোদের প্রাসাদে আটক রাখা হয়।

শ্লোক মথি ১০:১৮,১৯-২০

প্র যখন শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না;

উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে। আল্লেলুইয়া।

প্র তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।

উ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে। আল্লেলুইয়া।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৪:৫**

ভালবাসার পথ দিয়ে আমরাও খ্রীষ্টের কাছে আরোহণ করতে পারি

প্রিয়জনেরা, এসো, আধ্যাত্মিক আনন্দে মেতে উঠি, ঈশ্বরের কাছে সমুচিত ধন্যবাদ জানিয়ে উল্লাস করি, মনশ্চক্ষুকে সেই ঊর্ধ্বলোকেই অবাধে উত্তোলন করি যেখানে খ্রীষ্ট বিরাজ করছেন। জাগতিক কামনা-বাসনা ঊর্ধ্বলোকে আমন্ত্রিত অন্তরকে যেন ভারাক্রান্ত না করে, পার্থিব বস্তু শাশ্বত বাস্তবতায় আহূত মানুষকে যেন ব্যস্ত না করে, নশ্বর আকর্ষণ সত্যপথে প্রবিষ্ট মানুষকে যেন বিঘ্নিত না করে। ভক্তরা সাময়িক এ সমস্ত কিছু অতিক্রম করুক; মেনে নিক, তারা এ সংসারে প্রবাসী, ফলে যত আসক্তিতে আকর্ষিত হয়েও এসব কিছু আঁকড়িয়ে ধরা তাদের উচিত নয়, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে সবই জয় করতে হবে।

প্রেরিতদূত পিতরও এ ভক্তিমার্গ পালন করতে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন; তিনি তিন বার প্রভুর

প্রতি আপন ভালবাসা স্বীকার করেছিলেন, আর এ স্বীকারোক্তির ফলে তাঁর যত্নে সমর্পিত খ্রীষ্টের সেই মেষগুলির প্রতি তাঁর অন্তরে যে স্নেহ জেগে উঠেছিল, সেই স্নেহের প্রেরণায় তিনি আমাদের আবেদন জানান: *প্রিয়জনেরা, আমার একান্ত আবেদন: বিদেশী ও প্রবাসী ব'লে তোমরা মাংসের সেই সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখ, যা প্রাণকে আক্রমণ করে।*

শয়তানের পক্ষে ছাড়া, সেই দৈহিক কামনা-বাসনা কার্ পক্ষে সংগ্রাম করছে? যে স্বর্গাসন থেকে শয়তান একদিন নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, স্বর্গমুখী আত্মাগুলিকে ক্ষয়শীল বস্তুর কামনার দিকে আকর্ষণ ক'রে সেই স্বর্গ থেকে সরিয়ে দিতে শয়তান তো আনন্দই পায়। তার ফাঁদ এড়াবার জন্য সমস্ত ভক্তজনকে সুবুদ্ধির সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে শয়তান যে দিকে তাকে আক্রমণ চালাক না কেন, ভক্তজন তাকে জয় করতে পারে। প্রিয়জনেরা, শয়তানের চালাকির বিরুদ্ধে দয়াপূর্ণ করুণা ও উদার দানশীলতার চেয়ে প্রবল অস্ত্র আর নেই: করুণা ও দানশীলতা-গুণেই আমরা সমস্ত পাপ এড়াতে ও জয় করতে পারি। কিন্তু তবু বিপরীত সবকিছু দূর করে না দিলে আমরা এ সদ্‌গুণের চূড়ায় পৌঁছতে পারি না। সমস্ত অনিষ্টের বীজ যার মূল থেকে উৎপন্ন হয়, সেই কৃপণতা ছাড়া করুণা ও দানশীলতার বিপরীত কিছু থাকতে পারে? এ আগাছা যেখানে প্রথম উৎপন্ন হল, সেই হৃদয়-মাঠেই তার উত্তেজনা যদি শ্বাসরোধ করা না হয়, তাহলে প্রকৃত সদ্‌গুণের বীজের স্থানে যত রিপুর কাঁটাগাছই গজে উঠবে।

সুতরাং প্রিয়জনেরা, এসো, এ মারাত্মক অনিষ্ট রোধ করি, সেই ভালবাসাকেই অনুসরণ করি যার অভাবে কোন সদ্‌গুণ উজ্জ্বল হতে পারে না; যাতে করে ভালবাসার যে পথ দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের কাছে নেমে এলেন, আমরাও সেই পথ দিয়ে আরোহণ করতে পারি সেই খ্রীষ্টেরই কাছে, পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১৬; ৪:১৯

প্র এতেই আমরা ভালবাসা জানলাম:
উ তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন। আল্লেলুইয়া।
প্র আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন।
উ তিনি আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন। আল্লেলুইয়া।